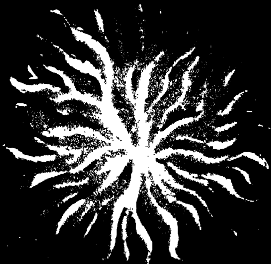
মাতে জন্ম







PRINTED BY K. L. DASS. AT THE

"PONCHANON PRESS"

25/3 Taruck Chatterjee Lane,

CALCUTTA.



(পৌরাণিক নাটক)

নিয়তি, বীরপূজা, মুক্তি-তীর্থ প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা—

শ্রীকানাইলাল শীল প্রণীত।

সুপ্রসিদ্ধ

"আর্য্য-অপেরা" কর্ত্তৃক অভিনীত।

প্রথম অভিনয় রজনী—

পঞ্চকোট রাজবাটী, শুভ মহানবমী, সন ১৩৪৭ সাল।

—নির্ম্মল-সাহিত্য-মন্দির—

২৭।২ নং তারক চাটার্জ্জীর লেন, কলিকাতা।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র শীল কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

সন ১৩৪৯ সাল।

[redacted]

মূল্য ১৸০ সাত সিকা।

“আবার আবার সেই কামান গর্জ্জন!”

নাট্য-জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ! আর্য্য অপেরার বিজয়-কেতন!!

বীরপূজা বীরপূজা

“নিয়তি” প্রণেতা যশস্বী নাট্যকার শ্রীকানাইলাল শীল প্রণীত

অপূর্ব্ব সাফল্যমণ্ডিত বিশ্ববিজয়ী বৈচিত্র্যময় নূতন পঞ্চাঙ্ক নাটক



[সুরঞ্জিত প্রচ্ছদপটসহ, মূল্য ১।।০ টাকা।]

ইহাতে দেখিবেন, রাজা কর্ণসেনের আশ্রিত-বাৎসল্য—যুবরাজ মণিভদ্রের ভ্রাতৃপ্রেম—বীরভদ্রের ভীষণ চক্রান্ত—কালু ডোমের আদর্শ প্রভুভক্তি, লক্ষ্মী ডোমনীর অপূর্ব্ব বীরত্ব—মহানন্দের লোমহর্ষণ পৈশাচিকতা—গৌড়েশ্বর দেবদত্তের আভিজাত্য-গৌরব—মন্ত্রী সুপর্ণের রাজ্যের কল্যাণে নিগ্রহ—রাণী ভানুমতীর কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণতা—রঙ্গাবতীর বীরপূজায় আত্মাহুতি—রাজকুমারী যমুনার অপূর্ব্ব স্বার্থবলি—বিষ্ণুপুররাজ বীরমল্লের মদনমোহনের উপর অসীম নির্ভরতা, দলমাদল কামান লইয়া মদনমোহনের যুদ্ধ—ধর্ম্মের প্রচ্ছন্ন লীলা প্রভৃতি।

বাংলার পুরাযুগের একটী গৌরবময় আলেখ্য “বীরপূজা”য় চোখের সম্মুখে জীবন্ত দেখিতে পাইবেন।

— সংবাদপত্রের অভিমত —

এ্যাডভান্স বলেন—“The drama was so much appreciated that the entire auditorium was charmed.”

বসুমতী বলেন—“যেমন সুন্দর নাটক, অভিনয় তেমনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।”

অমৃতবাজার বলেন—“The drama and it's interpretation elicated the admiration of those present.”

যুগান্তর বলেন—“চরিত্রসৃষ্টি, বাক্যবিন্যাস, ভাষার লালিত্য ও ভাবসম্পদে নাটকখানি সত্যই উপভোগ্য।”



বিদ্যাসাগর ও দৌলতপুর কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক, জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের সভ্য, কসবা চিত্তরঞ্জন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, দৌলতপুর কৃষি-কলেজের ভূতপূর্ব্ব সভ্য, বেঙ্গল ইয়ংমেনস্ জমিদারী কো-অপারেটিভ সোসাইটীর ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টার ও সম্পাদক, কলিকাতা সোপ ওয়ার্কসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ, এম, এর

কর-কমলে

প্রিয় বন্ধু!

পাঠ্যজীবনের সেই মধুময় প্রীতি, সখ্যতার স্মৃতি আজ এই পরিণত বয়সে সংসার-দুশ্চিন্তার মাঝখানেও আমায় আত্মহারা ক'রে তোলে। হে সুহৃদ্! তুমি আমার জীবনের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে জড়িয়ে আছ ও চিরদিনই থাকবে। আজ তুমি বাণী-মন্দিরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুজারী; কর্ম্মক্ষেত্রে দু'জনে আজ বহু ব্যবধানের পথে এসে দাঁড়ালেও তুমি আমায় কোনদিনই ভোলো নি। আমার রচিত নাটক অতি তুচ্ছ হ'লেও তোমার কাছে তা অতি প্রিয় ও আদরের। আজ আমরা উভয়েই বার্দ্ধক্যের সোপানে এসে দাঁড়িয়েছি, জানি না কে কবে সীমা অতিক্রম ক'রে যাবে! তাই আমাদের বন্ধুত্বের স্মৃতি তাজমহলের মত চির-অমর রাখ্তে আমার এই **"ব্রহ্মতেজ"** নাটকখানি তোমার হাতে তুলে দিয়ে তৃপ্ত হ'লুম। ইতি—

"কানাই"

অবতরণিকা

—০:*:০—

ব্রহ্মতেজ ব্রহ্মশক্তিপরায়ণ মহর্ষি বশিষ্ঠের জাজ্বল্যমান পরিচয়। দেবচরিত্র বশিষ্ঠ যথার্থ ই ব্রাহ্মণ, যথার্থ ই ধর্ম্মশীল, যথার্থ ই অতিথিপরায়ণ। তিনি আপন আশ্রম-ধর্ম্ম প্রতিপালনে ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্রকে তপোবনে আশ্রয় দান ক'রে তাঁর তপোবল-অর্জ্জিত শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, যার ফলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে একরূপ সৃষ্টিনাশী সংগ্রাম সৃষ্টি হ'লো—ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্র মহর্ষি বশিষ্ঠের তপোবল-অর্জ্জিত সুখ-সম্পদ হরণ করতে চাইলেন—বশিষ্ঠ দিলেন না। বিশ্বামিত্র ব্রহ্মশক্তিপরায়ণ বশিষ্ঠের কাছে পরাজিত হ'য়ে ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মশক্তিকে শ্রেষ্ঠ ভেবে ত্যাগ-মন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে ব্রাহ্মণ হবার বাসনায় ও বশিষ্ঠের তুল্য ব্রহ্মশক্তি অর্জ্জনে ঊর্দ্ধপদে হেঁটমুণ্ডে পর্ব্বতকান্তারে তপস্যায় রত হ'লেন। তাঁর তপস্যায় স্বর্গে দেবগণও ত্রস্ত, মর্ত্ত্যে মহর্ষি বশিষ্ঠও চিন্তিত। বশিষ্ঠের সঙ্গে তিনি অনেক শত্রুতা করেছিলেন, এমন কি তিনি মহর্ষি বশিষ্ঠকে পৌরহিত্য দিয়ে বশিষ্ঠেরই মারণ-যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন; কিন্তু যথার্থ ক্ষমাশীল ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ তাঁর হিংসায় সাধনায় সন্তুষ্ট হ'য়ে বিশ্বামিত্রের সাধনা-অর্জ্জিত ব্রহ্ম-তেজকে সাফল্যমণ্ডিত করতে ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্রকে ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র ব'লে আহ্বান ক'রে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেছিলেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের এই দ্বন্দ্বের ঘটনা লইয়াই **ব্রহ্মতেজ** নাটক রচিত; সুধীসমাজ এই পুস্তক পাঠে এতটুকু পরিতৃপ্ত হ'লেই আমার পরিশ্রম সার্থক।

শীলাবাস।
রথযাত্রা, সন ১৩৪৯ সাল।

গ্রন্থকার

কুশীলবগণ।

পুরুষ।

ব্রহ্মণ্যদেব, মদন, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ।

বিশ্বামিত্র	...	...	কান্যকুব্জাধিপতি।
সুমন্ত	...	...	ঐ পুত্র।
লম্বোদর	...	...	ঐ বয়স্য।
বশিষ্ঠ	...	...	মুনি।
শক্তি	...	...	ঐ পুত্র।
নীলাম্বর	...	...	শক্তির পুত্র।
সৌদাস	...	...	অযোধ্যারাজ।
কিঙ্কর	...	...	রাক্ষস।
খাণ্ডব	...	...	দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
আটাশে, ঢোলকরাম	...	...	সৈনিকদ্বয়।

যোগবল, পাশুপত, আশ্রমরক্ষক, ব্রহ্মশক্তিগণ।

স্ত্রী।

অরুন্ধতী	...	...	বশিষ্ঠের স্ত্রী।
অদৃশ্যন্তী	...	...	ঐ পুত্রবধূ।
মদনিকা	...	...	কান্যকুব্জের রাণী।

উর্ব্বশী, রতি, যোগিনী, তাপসকুমারীগণ, দিব্যাঙ্গনাগণ, নাগিনীগণ, পুরনারীগণ, পার্ব্বত্যরমণীগণ, অপ্সরাগণ।

ব্রহ্মতেজ

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

তপোবন।

গীতকণ্ঠে তাপসবালক ও তাপসবালিকাগণের প্রবেশ।

সকলে।—

গীত।

সাগরমেখলা ধরা সৃজন-পালন-কারণ হে।
কমল-আঁখি অতি বিমল দেখি হৃদি-পুলক হে।
তপনজ্যোতিঃ তব ধরার প্রীতি ধরাধারক হে।
আলোকে তোমার জীবন আলো কর্ম্ম ভাল সাধ হে॥
অস্তাচলে রবি তোমার বিধি পদাম্বুজে নমি হে।
অরুণ হাসে ঢালে স্নিগ্ধ ধারা প্রিয় করুণা হে॥
নিশার গগণে সুনীল বিতানে চারু তারকা হে।
তোমার উষা, তুমি জীবন-তৃষা, শান্তিময় তুমি হে।

[প্রণাম করতঃ সকলের প্রস্থান।

বশিষ্ঠের প্রবেশ।

বশিষ্ঠ। আশ্চর্য্য ঘটনা! সৌন্দর্য্যপূরিত
প্রকৃতির নীরব সৃষ্টির বুকে
কোথা হ'তে কোন্ বৈষম্যের হইল সৃজন,
যাহে পালিত শ্বাপদকুল
ত্রস্তপ্রাণে একস্থানে সমবেত সবে?
কেন—কেন, কিসের সংশয়?
কার ভয়ে ব্যাকুল-অন্তর সবে?
শত্রুতা সাধিতে কেবা আসি তপোবনে
শান্তিনাশে করিল প্রবেশ?
কার স্পর্দ্ধা—কেবা অত্যাচারী?
শক্তি! শক্তি!

শক্তির প্রবেশ।

শক্তি। পিতা! পিতা!
বশিষ্ঠ। কর অন্বেষণ তপোবন তন্ন-তন্ন করি;
বুঝি কোন্ নারকী দুর্জ্জন
হিংসা দ্বেষ অহঙ্কার ল'য়ে
শান্তিভঙ্গে করেছে প্রবেশ।
নহে কোন শ্বাপদনিচয়
ভীত ত্রস্ত সবে ভুলি আনন্দ-নর্ত্তন,
কানন-মাহাত্ম্যে যারা হিংসাবিবর্জ্জিত?
শক্তি। দূর কর সে সন্দেহ পিতা!

সুমীমাংসা হ'য়ে গেছে তার;
এ অশান্তির মূল কারণ করেছি সন্ধান।
দিব্যমূর্ত্তি এক সুলক্ষণ সুবেশে ভূষিত
অস্ত্রহাতে বীরাচারী মানব সুন্দর
তপোবনে করেছে প্রবেশ।
দূরে রাখি রথ অশ্ব বহু পরিজন,
অন্তরঙ্গ বন্ধু সনে উপনীত সরোবরতীরে;
দিয়ে পরিচয়, মাগিলেন তব দরশন।

বশিষ্ঠ। পাইয়াছ পরিচয়? কহ—
কেবা সেই বীরাচারী মানব সুন্দর?

শক্তি। গাধিপুত্র মহারাজ বিশ্বামিত্র।

বশিষ্ঠ। বিশ্বামিত্র?
কহ, মূর্ত্তি তার দেখিলে কেমন?
শান্ত সৌম্য কিম্বা
অহঙ্কার-বিমণ্ডিত রণোল্লাসভরা?
বিনয়ে আনত কিম্বা
দৃষ্টিকটু তেজোদীপ্তি বিজড়িত তাহে?
সরল প্রকৃতি কিম্বা
গরলচালিত হিংসা-তাপভরা?
যদি বুঝ সুলক্ষণ সুন্দর স্বভাব,
নিয়ে এস যথাযোগ্য সমাদরে,
নহে যেতে বল নতশিরে কাননবাহিরে।

শক্তি। না পিতা! দেখেছি তাহারে,
বিনয়ে আনত সদা।

বশিষ্ঠ। কিবা প্রার্থনা তাহার ?

শক্তি। আতিথ্যগ্রহণ।

বশিষ্ঠ। ভালমতে দিবে বুঝাইয়া
বিশ্বরাজ্যে তপোবন শান্তির নিলয়।
নাহি হেথা ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার,
হিংসা দ্বেষ নতমুখে ফিরে,
ওঠে বেদধ্বনি, বৈষম্যের সর্ব্ব বাধা
গ'লে গিয়ে পূত নির্ঝরিণী হ'য়ে
আনন্দাশ্রুরূপে নিত্য-প্রবাহিত।
বিহগ-কূজনে, কুসুম-সৌরভে,
মধুপের মধুর গুঞ্জনে, ঊষার বাঁশীর সুরে,
অপরূপ রাগিণী-ঝঙ্কারে,
মোহন মৃদঙ্গ করতালরবে,
প্রকৃতির মন্দ সমীরণে
একতানে ওঠে সদা বিভু-জয়গান ;
যেন বিঘ্ন তায় নাহি করে সম্পাদন।
যদি সম্মত সে মহাজন,
নিয়ে এস, সমাদরে অতিথি সেবিব।

শক্তি। শিরোধার্য্য তব আজ্ঞা পিতা !

[প্রস্থান।

বশিষ্ঠ। যুক্তি-তর্কে নির্ণয় না হয়—
কেন, কি কারণে সেনা পরিজন সহ
বিশ্বামিত্র উপনীত
আশ্রমে আমার আতিথ্যগ্রহণে ?

না—না, কিসের সংশয় ?
মিত্রাচার পাই যদি রাজার সকাশে,
যোগ্যতায় সুযোগ্য সে অতিথি আমার।

গীতকণ্ঠে যোগিনীর প্রবেশ।

যোগিনী।—

গীত।

যোগাসনে বস্‌লে হ'তো দেখ্‌লো হ'তো ধ্যানে।
অমৃত কি গরল নিয়ে কে এলো কাননে।
মিত্র মিলে বিধির লেখায়,
শত্রু আসে কালের চাকায়,
চিন্‌বে কি তা চোখের দেখায় সরল নয়নে।

বশিষ্ঠ। কে তুমি যোগিনী ?
যোগীর কামিনী যেন যোগনিদ্রা ত্যজি
স্বর্গ-সুশোভন পারিজাত কুসুম-সৌরভ
গৌরবে সর্ব্বাঙ্গে মাখি
স্নাত হ'য়ে জোছনা-সলিলে,
বিমল প্রভাতে বাতাসে বহিয়া
ছায়ারূপে মূর্ত্তিমতী, কেবা তুমি ?
নয়নরঞ্জন—অপূর্ব্ব সুঠাম,
শান্তিরূপা কার সমাগম ?
দেহ পরিচয় ! সাধনায়
কিম্বা মোর সাধনার অপব্যবহারে
কমনীয়রূপে আনিয়াছ অনল-সম্ভার ?

যোগিনী।—

গীত।

আমি জল ঢালি তরুমূলে।
সাজিয়ে দিলে ফলে ফুলে কালের বাতাস নেয় গো তুলে।
তরুছায়ায় ঘুমিয়ে থাকি,
ছায়াতে ঘুমাতে ডাকি,
আবার গোপনে কুঠার রাখি, সে তরু নাশিব ব'লে॥

বশিষ্ঠ। এত শক্তিময়ী তুমি?
হাসি দিয়ে হাসাও জগৎ,
পুনঃ ঢেকে রাখ কান্না-আবরণে?
সৃষ্টি করি তরু-লতা,
ফুটাইয়া ফল পুষ্পরাজি,
তুমি তারে দাও শুখাইয়া?
তোমারি ইঙ্গিতে তবে
দিনকর চলে অস্তাচলে?
তোমারি ইঙ্গিতে জ্বলে দীপ,
তুমিই নিভায়ে দাও?
প্রভাত পশ্চাতে তুমি নেমে আস
ধীরে ধীরে পর পর মধ্যাহ্ন সায়াহ্নশেষে
ঘোরা নিস্তব্ধা রজনীরূপে?
তবে কিগো মহাশক্তিময়ী
নিয়তি তোমার নাম? বল—বল,
এনেছ কি ধ্বংস-চিত্র মোর?

যোগিনী। চিত্রপটে তিনটী রেখা—বিশ্বামিত্র, সৌদাস, মধ্যে বশিষ্ঠ।

ব্রহ্মদণ্ড কই ? তাকে মন্ত্রপূতঃ ক'রে জাগিয়ে তোলো—হাঃ-হাঃ-হাঃ ! তুমি যে ব্রাহ্মণ—একনিষ্ঠ সাধক—সহিষ্ণুতার পূর্ণ অবতার—সমুচ্চ শৈলেন্দ্রশিখরে তোমার স্থান ! এ কথা শুধু আমি বলি না, সবাই জানে—সবাই বলে।

[প্রস্থান।

বশিষ্ঠ। কেবা এ রমণী ?
সাধনা ধারণা মোর পলকে দলিত করি,
কোন্ তত্ত্ব জানাইল অন্তরে আমার ?
মঙ্গল কিম্বা অমঙ্গল বারতা-
সূচনার মূর্ত্তিমতী বালা
দিয়ে গেল কর্ণে মোর ভাষার নির্দ্দেশ ?
ভীষণ রহস্যপূর্ণ অতীব জটিল,
ভীত আমি কর্ত্তব্যনির্ণয়ে।
অনুমান, অসীম ব্রহ্মাণ্ডে দিগন্তনিচয়
অচিরায় ডুবে যাবে
অলক্ষণভরা ত্রাসের কল্লোলে।

শক্তি, বিশ্বামিত্র ও লম্বোদরের প্রবেশ।

শক্তি। পিতা ! অন্তরঙ্গ সহ
মহারাজ বিশ্বামিত্র উপনীত হেথা।
বিশ্বামিত্র। প্রণিপাত চরণ-পঙ্কজে। [প্রণাম]
ওহে ব্রহ্মজ্ঞানী মুনি !
বিশ্বামিত্র আমি,—পাত্র মিত্র সহ
অতিথি হে আজ তোমার আশ্রমে।
লম্বোদর। লহ মুনি মম নমস্কার। [প্রণাম]

বশিষ্ঠ। ধর রাজা কল্যাণ-আশিস্।
দীন ব্রাহ্মণ-আশ্রমে আতিথ্যগ্রহণে তব
আনন্দে উথলে প্রাণ ;
কিন্তু নাহি হেথা রাজাসন
তোমা সম অতিথির উপযুক্ত মর্য্যাদারক্ষার।
প্রাণপণে অতিথি সেবিব,
অতৃপ্ত না হও রাজা!
রাজধর্ম্ম প্রজাধর্ম্ম জান তুমি বিধিমতে ;
জানাইয়া কুশল বারতা তব
শান্তি-আলাপনে শ্রান্তি কর দূর,
সহচর সহ রহ এই দীনের কুটীরে
বাঞ্ছা তব জাগে যত কাল।

বিশ্বামিত্র। তপোধন! উদার-অন্তর তুমি
স্বর্গ মর্ত্ত্য জানে ত্রিভুবন।
সর্ব্বজন-বাঞ্ছিত এ আশ্রমের
সুপবিত্র ধূলির পরশে
পরিপ্লুত পুলক অন্তর মম ;
তৃপ্ত আমি সুমধুর স্নেহ-সম্ভাষণে তব।
দেহ অনুমতি দাসে—
আশ মিটাইয়া সেবিতে ও যুগল চরণ।
যদি বিরক্ত না হও—
যদ্যপি আশ্রম-পীড়া না জন্মায়
পাত্র মিত্র আত্মীয় বান্ধব মম
আর শত অক্ষৌহিণী সেনা,

তবে দেহ মুনি পদাশ্রয়—
নহে এখনি ফিরিয়া যাবো স্বরাজ্যে আমার।

বশিষ্ঠ। না—না রাজা, নাহি হও সঙ্কুচিত।
ছার শত অক্ষৌহিণী সেনা!
কান্যকুব্জ-অধিপতি তুমি,
রাজ্যবাসী সহ যদ্যপি আসিতে রাজা,
এ দীন ব্রাহ্মণ সমাদরে সেবিত সকলে
আপনায় ভাগ্যবান ভাবি।
শক্তি! সার ধর্ম্ম অতিথির সেবা,
নারায়ণ সম চিরদিন অতিথি সুজন,
সে ধর্ম্মের নাহি কর অপলাপ।

শক্তি। এস নৃপতি মহান্, এসো সাথে—
দেখাইয়া দিই আশ্রয়-আবাস।
অতিথির সেবা চিরবাঞ্ছিত আমার,—
রাজা তুমি, করি অনুরোধ—
বঞ্চিত না কর মোরে সে ধর্ম্ম পালনে।

বিশ্বামিত্র। হে মহান্! নাহি কর অপরাধী,
আমা হেন ক্ষুদ্র নরে নাহি সাজে অনুরোধ;
দাস আমি, চরণের তলে
নতশিরে আজ্ঞাবাহী চিরদিন।
ভাগ্যবলে কৃতার্থ এ দাস
আজি স্নাত হ'য়ে তব মহত্ত্বের নীরে।

বশিষ্ঠ। হে রাজন! তুষ্ট আমি তব আচরণে;
উপস্থিত মাগি হে বিদায় ক্ষণেকের তরে।

আছে কার্য্য মম নিত্য পদ্ধতির,
আশ্রমের কল্যাণদায়িনী
ধেনুকুলরাণী কামধেনু শবলারে
মাতৃজ্ঞানে করিতে অর্চ্চনা।

[প্রস্থান।

শক্তি। এসো রাজা! ক্লান্তি কর দূর
পাত্র মিত্র সনে,
শত অক্ষৌহিণী সেনা সহ
আতিথ্যের তব যথাযোগ্য রাখিব সম্মান।

[বিশ্বামিত্র সহ প্রস্থান।

লম্বোদর। ঐ মুখের খাতিরেই সেরে দিলে! শুধুই বল্‌বে, এসো—ব'সো—গাছ থেকে ফল পেড়ে নাও—পুকুর থেকে জল তুলে নাও, ব্যস্—ঐ পর্য্যন্ত! মহারাজের যেমন গেরো! এর চেয়ে রাজধানীতে ফিরে গেলেই হ'তো। এদের আছে কি? মহারাজকেই বা খেতে দেয় কি, আমাকেই বা দেয় কি? আর তার ওপর পাত্র মিত্র শত অক্ষৌহিণী সেনা! আমি দিব্যনেত্রে দেখ্‌তে পাচ্ছি, আজ একেবারে নিরেট নিরাকার উপবাস! এত কথা কইলে, খাবার কথাটী আর মুখে আন্‌লে না। একটী ক'রে তুলসীপাতা আর একটী ক'রে হত্তুকী দেবে আর কি! তাই খেয়ে পরিপাটী অপরিষ্যাপ্ত মনে ক'রে সৌখীন রাজার সঙ্গে ঢেঁকুর তুল্‌তে তুল্‌তে ম'রে স্বর্গে যাও! হাত্তোর কপাল রে! আমি ও সব বুঝি নি বাবা! স্পষ্টাস্পষ্টি বল্‌বো, ক্ষুধাতুরাণাং ন ভয়ং ন লজ্জাঃ।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কামধেনু-আশ্রমসান্নিধ্য।

গীতকণ্ঠে ব্রহ্মণ্যদেবের প্রবেশ।

ব্রহ্মণ্যদেব।—

গীত।

ওগো যোগ-সাগরের সাধন-তরী আমি যে তার কাণ্ডারী।
বেয়ে যাই নাইকো বাধা, নাশি বাধাসঞ্চারী।
আমার হাতের নিশান হাওয়ায় টানে,
তরী চলে গুণের টানে,
বাতাস-গীতি সিদ্ধি আনে সিদ্ধিদাতা রূপ ধরি।

কে সেই সাধক? ঐ বশিষ্ঠ। জয় করেছে কাকে? আমাকে। কি দিয়েছি তাকে? ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মশক্তি। আজ জ্ঞানী অজ্ঞানের যুদ্ধে জয়লাভ কর্‌বে কে? ব্রহ্মজ্ঞানী বশিষ্ঠ। সর্ব্বতীর্থরূপিণী কামধেনু তার গৃহে, অজ্ঞানকে জ্ঞান দিতে মা আজ মুক্তহস্ত। বিশ্বামিত্র আজ আধাররূপে বশিষ্ঠের গৃহে; বশিষ্ঠ আজ সেই আধারে বীজ বপন কর্‌বে। দিব্যজ্ঞানের সেই বীজে জাগ্রত থাক্‌বো আমি—ব্রহ্মণ্যদেব—ব্রহ্মবীজ।

উদ্গার তুলিতে তুলিতে লম্বোদরের প্রবেশ।

লম্বোদর। হেউ—হেউ! বাঃ—বাঃ, কাদের ছেলে বাপধন? দিব্যি ছেলেটা! হেউ—

ব্রহ্মণ্যদেব। কি হ'য়েছে ঠাকুর? অত হেউ-হেউ ক'রে ঢেঁকুর তুল্‌ছো কেন?

লম্বোদর। আর কেন? আপশোষে—আপশোষে! ভগবান কত

বড় একটা অন্যায় করেছে, তা আমি বুঝ্ছি আর সেই দেনেওলা ভগবানই বুঝ্ছে। হেউ—

ব্রহ্মণ্যদেব। কেন, কি হ'লো ঠাকুর?

লম্বোদর। অবিচার—অবিচার! তুমি এক ফোঁটা ছেলে, এখনো দুধ খাও, হয় তো খাইয়ে দিলে খাও, এ আপশোষ—এ অবিচার তুমি কেমন ক'রে বুঝ্বে বল? ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা! বাপ মা সখ ক'রে নাম রেখেছিল লম্বোদর,—ও নামেই লম্বোদর, কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা! হেউ—

ব্রহ্মণ্যদেব। ও, তোমার নাম বুঝি লম্বোদর? মহারাজ বিশ্বামিত্রের সঙ্গে এসেছ?

লম্বোদর। এসে ঠ'কে গেছি বাপধন! এর চেয়ে না আসাই ভাল ছিল।

ব্রহ্মণ্যদেব। কেন বল তো? এখানে তেমন খাতির-যত্ন হ'চ্ছে না, নয়? বড় কষ্ট হ'চ্ছে? খাওয়া-দাওয়া তেমন সুবিধা হ'চ্ছে না? তা তো হবেই! এখানকার ব্যবস্থা জান তো, খালি শুক্নো হত্তুকী!

লম্বোদর। হ্যাঁ, তবে তো তুমি খুব খবরই রাখ! হেউ—এই ঢেঁকুর দেখে বুঝ্তে পার্ছো না? আচ্ছা, বশিষ্ঠ মুনি এ সব পেলে কোথায় বল তো?

ব্রহ্মণ্যদেব। কি?

লম্বোদর। এই এত লোকের খাবার? আমি তো মনে করেছিলুম, মুনির আশ্রমে সত্যি সত্যিই হত্তুকী খেয়ে থাক্তে হবে, কিন্তু এ যে তাক্ লাগিয়ে দিয়েছে বাপধন! রাশি রাশি মেঠাই মোণ্ডা, গাদা গাদা গাওয়া ঘীয়ের পুরী, ক্ষীরের পুকুর, দধির সমুদ্র, হেউ! এখন খেয়ে দেয়ে আপশোষ হ'চ্ছে, ভগবান এই লম্বোদরকে একটা পেট দিলে কেন? হায়—হায়—হায়—রে, যদি সারি সারি জালার মত

পেটের মালা থাক্‌তো, পেট যদি গোটা কতক ধারও পাওয়া যেতো, তা হ'লে একবার দেখাতুম্, খাওয়া কাকে বলে। হেউ!

ব্রহ্মণ্যদেব। কেন ঠাকুর! খেয়ে তোমার পেট ভরে নি বুঝি?

লম্বোদর। দূর বোকা বকেশ্বর! খাবো কি? পেটে আর জায়গা নেই; একেবারে কণ্ঠায় কণ্ঠায়—পেট প্রায় ফাটো-ফাটো।

ব্রহ্মণ্যদেব। তা হ'লে সত্যিই আপশোষের কথা। তা ঠাকুর! তুমি একটু দৌড়-দৌড়ি ক'রে নাও, এখনি আবার ক্ষিদে হবে।

লম্বোদর। আরে যা—যা, আর ডেঁপোমি করতে হবে না। আমি ফাট্‌তে বসেছি, আর উনি আমোদ ক'রে ঠাট্টা স্থরু কর্‌লেন।

ব্রহ্মণ্যদেব। দোহাই ঠাকুর, তুমি আর একবার খেতে বস্‌বে চল,—উপরোধে লোকে ঢেঁকী গেলে।

লম্বোদর। হ্যাঁ রে, এখানে এই রমম রোজ রোজ খেতে দেয়?

ব্রহ্মণ্যদেব। হ্যাঁ গো! যে যা খেতে চায়, তাই পায়।

লম্বোদর। তবে এ তপোবন ছেড়ে রাজধানীতে আর ফিরে যাচ্ছি না। যেতে হয়, মহারাজ তাঁর লোকজন নিয়ে স'রে পড়ুন। আমি এই বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমেই প'ড়ে থাক্‌বো। আমি বাম্‌ণীকে এইখানে নিয়ে আস্‌বো, ছেলে-মেয়েদের পর্য্যন্ত নিয়ে আস্‌বো। যাক্—খেয়ে সব দম ফেটে ম'রে যাক্। ওরে বাপ রে, এই কি খাওয়া! রাজ-রাজড়ার বাড়ীতেও এ রকমটী হয় না। আচ্ছা, কি খেলে খুব ক্ষিদে হয়, বল্‌তে পারো ছোক্‌রা?

ব্রহ্মণ্যদেব। এক রকম ফল আছে।

লম্বোদর। আছে? কোথায়—কোথায়?

ব্রহ্মণ্যদেব। আমার সঙ্গে এসো—ঐ ঝরণার ধারে; রোজ স্নান ক'রে উঠে ইষ্টমন্ত্র জপ করবে।

লম্বোদর। ইষ্টমন্ত্র জপ কর্‌তে হবে? দূর, কি যে বলিস্‌, তার ঠিক নেই; ইষ্টমন্ত্র জপ কর্‌বো কি রে? সে কি মনে আছে? একদম ভুলে গেছি।

ব্রহ্মণ্যদেব। ভুল্‌বে কেন? ঐ জলে স্নান কর্‌লে তোমার ইষ্টমন্ত্র মনে পড়্‌বে।

লম্বোদর। বলিস্‌ কি রে?

ব্রহ্মণ্যদেব। হ্যাঁ, এ যে স্থান-মাহাত্ম্য; এখানে এলে এম্‌নি হয়—এম্‌নি আহার মেলে। দেখ না, কত তৃপ্তি—কত আনন্দ!

লম্বোদর। চল্‌ তো, দেখি তোর ঝরণার জল কেমন? যদি ক্ষিদের ওষুধ মেলে, আমি ডুব দেবো আর খাবো—খাবো আর ডুব্‌বো।

ব্রহ্মণ্যদেব। এসো না—দেখ্‌বে এসো না! এ এমন জায়গা নয়! এত ক্ষিদে হবে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড খেয়ে ফেল্‌তে হবে।

লম্বোদর। বটে—বটে—বটে? চল্‌ না, একবার দেখি। হেউ!

ব্রহ্মণ্যদেব। এসো।

[উভয়ের প্রস্থান।

বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।

বিশ্বামিত্র। অলৌকিক অদ্ভুত ঘটনা,
ধারণা-অতীত যোগসিদ্ধ বশিষ্ঠের
মহা মহোৎসব তুল্য অতিথিসৎকার!
ভ্রমিলাম বহুদেশে নগরে নগরে,
পাইলাম কত পূজা কত সমাদর,
কিন্তু হয় নি সম্ভব কভু ভাগ্যে দরশন,
তপোবনে হেরিলাম যাহা।

ফলমূলাহারী তাপসের গৃহে
এ হেন সমৃদ্ধি, নয়নরঞ্জন
সর্ব্বরসযুত আহার্য্য পানীয়,
হেরিলাম ভুঞ্জিলাম যেন
যাদুকর-যাদুদণ্ডে হইয়া চালিত !
রাজ-রাজ্যেশ্বর আমি,
কিন্তু লজ্জানত ঐশ্বর্য্য আমার
বশিষ্ঠের সম্পদের পাশে।
তুচ্ছ রাজভোগ মোর,
তুলনায় বিরাজিত ঋষির ভাণ্ডারে যাহা।

শক্তি্র প্রবেশ ।

শক্তি্ : এক‍ি মহারাজ !
ছাড়ি বিশ্রাম-আগার,
অসময়ে ভ্রমণের সাধ
কেন বা জাগিল চিতে ?
অনুমানি, হইয়াছে সেবা-যত্নে ক্রটী,
তাই ক্ষুণ্নমনে উপনীত গৃহের বাহিরে।
কহ নরবর ! তুষ্টি হেতু তব
কোন্ কার্য্য সাধিতে উচিত মোর ?

বিশ্বামিত্র। কহ হে অতিথিপরায়ণ ঋষির নন্দন !
এ হেন ঐশ্বর্য্য সহ
রসনার তৃপ্তিকর ভোজ্য বস্তু যত
কোথায় পাইলে,

চতুরঙ্গ সেনা হ'তে মম শত পুত্র সনে
বিস্ময় মানিনু যাহে ?

শক্তি। হে মহান্! স্বর্গীয় রতন কামনার ধন
কামধেনু প্রসবিল ভোজ্য সমুদায়।

বিশ্বামিত্র। [সবিস্ময়ে] কামধেনু ?

শক্তি। হ্যাঁ রাজন! কামধেনু—
শবলা তাহার নাম;
পিতার অর্জ্জিত রত্ন—তপস্যার পুরস্কার।
কামধেনু নহেক সামান্য ধেনু,
তাপসের ইচ্ছামত
কামনায় ঢালে রত্ন-ধন।

বিশ্বামিত্র। কিন্তু আমি চাই ওই রত্ন—
ওই কামধেনু, শবলা যাহার নাম।
যদি অতিথি সেবিতে সাধ,
পূর্ণ কর মনোসাধ মম!
বিনিময়ে দিব রত্ন ধন,
লক্ষ লক্ষ গোধন রতন,
কিম্বা রাজত্ব দক্ষিণা দিয়ে
ওই এক কামধেনু নিয়ে
হবো আমি শত শত রাজ্য-অধিকারী।

শক্তি। ক্ষত্রবীর সত্যের পালক তুমি,
নীতি-ধর্ম্ম জান বিধিমতে।
সত্যের সেবক মোরা,
সত্যে করি স্বধর্ম্ম রক্ষণ;

ধন-রত্নে নাহি আকিঞ্চন,
গোধনবিক্রয় নহে ধর্ম্ম ব্রাহ্মণের।
শবলার আশা করি পরিত্যাগ
যেবা চাহ, অকুণ্ঠিতভাবে
দ্বিধাশূন্য হ'য়ে দিব অকাতরে।

বিশ্বামিত্র। না—না, কিবা প্রয়োজন তাহে?
চাহি কামধেনু।

শক্তি। কামধেনু সাধকের অর্জ্জিত রতন;
লভি ব্রহ্মপদ চাহ সেই কামধেনু,
ইষ্টদাতা করিবেন অচিরায় দান।

বিশ্বামিত্র। রাখ বাক্যছটা তাপসকুমার!
কহ ত্বরা, কামধেনু দিবে কি না দিবে
অতিথির তৃপ্তির কারণ?

শক্তি। এই যদি অতিথির রীতি,
অতিথির এই জঘন্য প্রবৃত্তি
অচিরায় হইবে দলিতে
তাপসের মহা ব্রহ্মতেজে।

বিশ্বামিত্র। সাবধান অবিবেকী! ক্ষত্রিয়ের
অস্ত্রবলে ব্রহ্মতেজ হবে বিদূরিত;
সবলে লইয়া যাবো কামধেনু শবলায়,
গলদেশে রজ্জু বাঁধি আপন শক্তিতে।

শক্তি। সে শক্তি রোধিতে,
জান না কি হে রাজন!
ব্রহ্মশক্তি আছে বিদ্যমান?

দ্বিজের নন্দন আমি,
রাজা তুমি—রক্ষক মোদের।
ধর্ম্মাচারে অতিথি হইলে,
দিলে বাক্য না সৃজিবে আশ্রমের পীড়া,
না হইবে ক্রিয়াধর্ম্মে কোন অন্তরায়,
তাই রাজপূজা দিয়ে
নারায়ণ জ্ঞানে পিতৃ-আজ্ঞা করিয়া পালন
করিয়াছি অতিথিসৎকার;
আজি দেখি আসিয়াছ তুমি
পবিত্র আশ্রমে অশান্তি সৃজিতে,
দস্যুতায় আসিয়াছ ব্রহ্মস্ব হরিতে।
তবু কহি হে রাজন!
জ্ঞানী তুমি, বিজ্ঞ তুমি,
সদাচারে রাখ ধর্ম্ম ব্রাহ্মণের।
শবলা যে জননী মোদের—তোমারো জননী;
ব্রাহ্মণসন্তান করযোড়ে নিবেদি তোমায়,
রাখ কথা—শবলাহরণে
বিনাশ না কর ব্রাহ্মণের যজ্ঞক্রিয়া যত।

বশিষ্ঠের প্রবেশ।

বশিষ্ঠ। কেন বৎস, কে নাশিবে ব্রাহ্মণের যজ্ঞক্রিয়া?

শক্তি। পিতা! পিতা!
শোন নাই—দেখ নাই তব সযত্নসেবিত
অতিথির ঘৃণ্য আচরণ।

কালসর্পে মিত্র ভাবি দিয়াছিলে সেবা,
আজি সুযোগ বুঝিয়া অগ্রসর
বিষ ঢালি বিনাশিতে তোমারি জীবন।
রাজা বিশ্বামিত্র
চাহে তব কামধেনু সবলে হরিতে।

বিশ্বামিত্র। সত্য; শুনিলাম কামধেনু হ'তে
বিমুগ্ধ করেছ মোরে অতিথিসৎকারে।
তাই প্রার্থনা আমার,
কামধেনু ল'য়ে যাবো রাজপুরে।
কহ মুনি! বাঞ্ছা মম হবে কি পূরণ?

বশিষ্ঠ। হে রাজন! ব্রহ্মপদ লভি
কামনায় লভিয়াছি শবলা জননী,
সাধনার সর্ব্ব শুভফল কেমনে অর্পিব তোমা?
স্বর্গসেবা শবলা হইতে;
ক্ষমা কর—কামধেনু ত্যজিতে অক্ষম আমি।

বিশ্বামিত্র। শুন হে তাপস!
বহু রত্ন বিনিময়ে দিব তার।

বশিষ্ঠ। কি ঐশ্বর্য্য দিবে মহারাজ?
প্রত্যক্ষ প্রমাণ, শবলা-কৃপায়
পেতে পারি ইচ্ছামত বহু রত্ন ধন।

বিশ্বামিত্র। এখনো বচন ধর—
রাখ ত্বরা আমার সম্মান।

বশিষ্ঠ। অসম্ভব আশা!
কামধেনু যজ্ঞীয় সম্পদ মম।

বিশ্বামিত্র। জান মুনি, কান্যকুব্জ-অধীশ্বর আমি ?
বহু ভাগ্য তব,
তাই আতিথ্য তোমার করেছি গ্রহণ।
রাখ মান, সম্রাট তোমার আমি—
অচিরায় পূরাও প্রার্থনা মোর।

বশিষ্ঠ। মহামান্য সম্রাটের প্রতি
যথারীতি দেখায়েছি সুযোগ্য সম্মান ;
দেবতার প্রাপ্য আরতির ডালি
সাজায়ে যতনে করিয়াছি অতিথিবরণ
তবু সুসম্পন্ন নহে কর্ত্তব্য আমার ?

বিশ্বামিত্র। কিন্তু গোপনে রেখেছ তুমি
শ্রেষ্ঠ রত্ন যাহা জগতের
আমারে বঞ্চিত করি।
দ্বিজত্বের অহঙ্কারে নিজে শ্রেষ্ঠ হও !
শিক্ষা কর দীনতায় যাপিতে জীবন।
রত্নপ্রসবিনী কামধেনু
কিবা প্রয়োজন তব ?
দেহ কামধেনু—
আমি তার যোগ্য অধিকারী।

শক্তি। উত্তেজিত পতঙ্গ সমান
লোভের দাপটে এসেছ ছুটিয়া
অগ্নিগর্ভে দিতে আত্মবিসর্জ্জন ;
শুন হে রাজন্ !
ব্রাহ্মণের সনে নাহি কর বাদ।

পুত্র বর্ত্তমানে পিতৃ-অপমানে
ছার তুমি, ব্রহ্মতেজে ব্রহ্মাণ্ড করিতে পারি
লহমায় মুষ্টিমেয় ভস্মরাশি।
প্রগল্‌ভতা ত্যজিয়া ত্বরায়
নতশিরে সসম্মানে কর বাক্যালাপ।

বিশ্বামিত্র। দেহ অগ্রে কামধেনু মম প্রাপ্য যাহা,
নহে অস্ত্রমুখে যুক্তকরে
প্রাণভিক্ষা নিতে হবে আমার সকাশে।

শক্তি। পিতা! পিতা!
অসহ্য এ ক্ষত্রিয়ের আস্ফালন।

বশিষ্ঠ। স্থির হও, হ'য়ো না অধীর; যুক্তি-তর্কে
দিতে হবে জ্ঞান অবিবেকী জনে।
শুন রাজা! একান্তই কামনা শবলা?

বিশ্বামিত্র। নিশ্চয়! কামধেনু শবলাই
ঈপ্সিত আমার। দেহ ত্বরা—
নহে বলে তারে করিব গ্রহণ।

বশিষ্ঠ। তবে নিয়ে যাও বিশ্বামিত্র
ব্রাহ্মণের সাধনার অর্জ্জিত রতন,
হৃদ্‌পিণ্ড তার করিয়া ছেদন।
কিন্তু জান কি রাজন!
আধার প্রভেদে সলিলের ভিন্ন ভিন্ন রূপ?
ভাগ্যবলে লভে জীব উত্থান পতন,
ভাগ্যবলে অচলা সে লক্ষ্মীদেবী
করুণারূপিণী দেবী অন্নপূর্ণা।

কামধেনু আমারি ভাগ্যেতে
দীন জনে করুণা করিতে
প্রার্থনায় ঢালে রত্ন-ধন ;
তুমি নিলে, ধেনু মাত্র পাবে।
চাহ ? দিব অকাতরে।

বিশ্বামিত্র। যেবা হয় হোক্ ; বহু যুক্তি-তর্কে
করেছি নির্ণয়, চাহি কামধেনু ।

বশিষ্ঠ। উত্তম ; রে শক্তি !
নিয়ে আয় কামধেনু
শূন্য করি মায়ের মন্দির।

শক্তি। পিতা !—

বশিষ্ঠ। না—না, কোন কথা নয়—
আদেশ আমার নতশিরে করহ পালন।

[শক্তির প্রস্থান ।

শুন রাজা, দিব কামধেনু মাতা
নিয়ে যেতে আবাসে তোমার,
যদি যায় স্বেচ্ছায় এ আশ্রম ত্যজি।
যদি কৃপা তার হয় তোমা প্রতি,
যদি ভাগ্যে থাকে কামধেনুলাভ,
নিয়ে যাও সৌভাগ্য-সম্পদে মোর ;
কিন্তু অনিচ্ছায় তার
বলে নাহি পারিবে হরিতে।
জননী রক্ষিতে, সন্তান তখন
মায়ের মন্দির আগুলিয়া দাঁড়াবে ত্বরিতে।

শক্তির পুনঃ প্রবেশ।

শক্তি। পিতা! পিতা! শুনি বিদায়ের কথা
শবলা জননী কাঁদিয়া আকুলকণ্ঠে
কহিলেন মানবী ভাষায়—
"আশ্রমে কি নাহি কেহ ব্রহ্মবলে বলী ?
নিৰ্জ্জীব নিষ্ক্রিয় জড়ের সমান
ক্ষত্রতেজে হ'য়ে পরাভূত
তনয়া অধিক প্রিয় শবলায়
না দিয়া অভয় দিবে কি বিদায় ?"
পিতা! পিতা!
নিদারুণ করুণ সে দৃশ্য ;
অশ্রু ঝরে দুনয়নে—
জানাইল আবেদনে, বিদায়প্রদানে
অভিমানে দেহত্যাগ করিবে শবলা।
বশিষ্ঠ। না—না রে শক্তি!
কোন্ প্রাণে ত্যজিব শবলা ?
পয়োধরে ক্ষীরধারা তার স্নেহ-নির্ঝরিণী,
স্তন্যপানে বৰ্দ্ধিত এ কলেবর,
বৰ্দ্ধিতশরীর যত আশ্রমনিবাসী।
সাক্ষাৎ জননী যিনি,
ইষ্টদেবী জ্ঞানে ইষ্টপূজা করি সমাপন,
এ হেন গোধনে কার আরক্ত নয়নে
হ'য়ে ভীত অকাতরে দিব বিসর্জ্জন ?

না—না রাজা! ভগবতী কামধেনু
দিব না তোমায়—এই পণ মম।

বিশ্বামিত্র। তবে দেখ হে ব্রাহ্মণ! দেখ ক্ষত্রতেজ;
শত পুত্র সহ চতুরঙ্গ সেনা সনে
বিপক্ষে দাঁড়াবো তব;
বাহুবলে ল'য়ে যাবো
শবলারে করিয়া হরণ।

[দ্রুত প্রস্থান।

বশিষ্ঠ। শক্তি! শক্তি! ত্বরা যাও,
রক্ষা কর শবলা জননী।

[শক্তির দ্রুত প্রস্থান।

ক্ষমা-রত্ন ব্রাহ্মণের অমূল্য ভূষণ,
সেই ক্ষমা চূর্ণ আজি ক্ষত্রিয়ের অত্যাচারে।
ব্রহ্মতেজ—ব্রহ্মতেজ!
চূর্ণ হবে ক্ষত্রতেজ সেই ব্রহ্মতেজে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

তপোবনের নিকটবর্ত্তী বনপথ।

দুইজন সৈনিক দ্রুতপদে উপস্থিত হইল; প্রথম সৈনিকের মাথায় ছিল একটা ঝুড়ি, দ্বিতীয় সৈনিকের কটিদেশে শূন্য খাপ ও হস্তে উন্মুক্ত তরবারি। প্রথম সৈনিকের নাম ঢোলকরাম, দ্বিতীয় সৈনিকের নাম আটাশে।

ঢোলকরাম। ওরে আটাশে! তোর তলোয়ারখানা আগে খাপের মধ্যে রাখ্ দেখি! কেউ দেখ্লে আর রক্ষে রাখ্বে না।

আটাশে। আরে, তলোয়ার খাপে যাবে কি ক'রে? খাপের মধ্যে একখাপ সন্দেশ। তুই এইখানে ঝুড়ি নাবা দেখি!

ঢোলকরাম। [মাথা হইতে ঝুড়ি নামাইল।]

আটাশে। এইবার একটু জিরিয়ে নে, আর দৌড়ুতে পারি নি!

ঢোলকরাম। ওরে আটাশে! আমার কিন্তু আপশোষ হ'চ্ছে; মনে হ'চ্ছে, ঐ আশ্রমে থেকেই যাই—মাগ-ছেলে নিয়ে এসে ঐখানেই সংসার পাতি। হ্যাঁ রে, বলিস্ কি? একটা গরু সন্দেশ নাদে আর দই ক্ষীর চোনায়? এ যে অবাক কাণ্ড রে আটাশে!

আটাশে। আরে আমি হেন আটাশে ছেলে, একেবারে অবাক হ'য়ে অবাক জলপান খাচ্ছি। তোর কপালে তবু একটা ঝুড়ি পেলি, আমি একটা পাতার ঠোঙাও পেলুম না যে দু' দশটা সরিয়ে ফেলি।

ঢোলকরাম। এই এক ঝুড়ি আছে, তোকে গোটা কতক দেবোখন্!

ওরে, পেট ফাটিয়ে ফেল্‌লুম খেয়ে-দেয়ে, তবু কি আশ মিট্‌লো? রাধাবল্লভী, ক্ষীরমোহন, সরের নাড়ু, রাবড়ি, ছানার পায়েস, ফুল্‌কো লুচি, তরী-তরকারি, আহা কি তার আস্বাদন! আচ্ছা, বশিষ্ঠমুনি এ সব পেলে কোথায়? আপশোষ হ'চ্ছে যে পেটে আর ধর্‌লো না। এর চেয়ে পেট ফেটে ম'রে গেলুম না কেন?

আটাশে। আর বলিস্ নি রে ঢোলক, বলিস্ নি; আমার জিভের ডগে সমুদ্দুর ব'য়ে যাচ্ছে! তুই তবু ক'দিন আশ মিটিয়ে খাবি— একঝুড়ি সন্দেশ, আর আমি বেটা এমন হতভাগা, এই খাপের মধ্যে যতটুকু ধরে, তাই ঠেসে ঠেসে নিয়েছি!

ঢোলকরাম। যাই, মাগ-ছেলেদের একটু একটু খাওয়াই গে, এমন জিনিষটা অন্ততঃ চেখে দেখুক্।

আটাশে। ওরে ঢোলক রে! আমার এই খাপ অন্ততঃ বিশ হাত চওড়া, দশ হাত লম্বা হ'লো না কেন? আমি যে কত সন্দেশ ঠেসে ঠেসে আন্‌তে পার্‌তুম!

ঢোলকরাম। আরে ধেৎ, তোর যেমন বুদ্ধি! অত বড় খাপ হয় না কি? সন্দেশের জন্যে খাপ বড় ক'রে শেষে তলোয়ার বইবি কি ক'রে? পাগ্‌ড়িটা খুলে বাঁধ্‌তে পারিস্ নি?

আটাশে। তুই বল্‌লি নি কেন? তখন আমার মাথার ঠিক ছিল? সন্দেশের ডাঁই দেখে আমি কি করবো ভেবে না পেয়ে তোকে ঝুড়ি বোঝাই কর্‌তে দেখে খাপের মধ্যেই সন্দেশ ঠুসে নিলুম। ওঃ, তোর এক ঝুড়ি আর আমার কতটুকুই বা হবে? জোর আধ সের আড়াই পো। ওরে ঢোলক রে, আমার ভাগ্যে এত কম! [ক্রন্দন]

ঢোলকরাম। আরে ম'লো, কাঁদ্‌ছিস কেন? তোকে একটু দেবো বলেছি তো এ থেকে।

আটাশে। দিবি তো? দেখিস্ ভাই, সন্দেশের লোভ দেখিয়ে শেষটা যেন বন্ধুত্ব চটাচটি না হয়। ওঃ, ঐ রকম একটা গরু পাই তো একবার দেখি! কি বল্‌বো রে, রাজা বিশ্বামিত্র পর্য্যন্ত অবাক্! যা চায়, তাই এনে দেয়; খেয়ে সব পেট আই-ঢাই—পাতের ওপর কত রকম ব্যাপার। আমার বিশ্বাস, বশিষ্ঠমুনি হয় ভগবান নয় যাদুকর।

ঢোলকরাম। হাঁ, যাদুকর! তোর যেমন আটাশে বুদ্ধি! গরু বুঝি ঐ সব সন্দেশ রসগোল্লা এনে দিতে পারে? ঐ রকম ব'লে বেড়াচ্ছে। বশিষ্ঠমুনির একটা গোলদারী দোকান আছে নিশ্চয়, গোটা কতক ভাল ভাল ময়রা রেখে দিয়েছে; তারা ঐ সব তৈরি-টৈরি করে, অন্য সময়ে দেশের লোককে বিক্রী করে,—এ একটা ব্যবসা। মহারাজ বিশ্বামিত্র এর একটা মূল্য দেবে নিশ্চয়।

আটাশে। ঠিক বলেছিস্, এ একটা ব্যবসাদারী চাল। জানে রাজা-রাজড়ার ব্যাপার; ভাল ক'রে খাইয়ে-দাইয়ে দিলে মোটা ক'রেই মুদ্রার থলি আদায় করবে। আর মহারাজই বা কোন্ লজ্জায় না দেবেন?

ঢোলকরাম। নিশ্চয়! তবে এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি—ঘি, ছানা এগুলো সব ভালো—ভেজাল নেই, অন্য অন্য ব্যবসাদারের মতন বশিষ্ঠমুনি ভেজাল ঘিয়ের কারবার করেন না। খেয়ে অসুখ-বিসুখ হবার ভয় নেই। তারা যেমন মূল্যও নেয়, ভেজাল ঘিও খাওয়ায়, এ তপোবনের দোকানে সে রকমটা করে না, এদের ধর্ম্মভয় আছে।

আশ্রমরক্ষকের প্রবেশ।

আশ্রমরক্ষক। কিসের ধর্ম্মভয় হে বাপু? আমি সব দেখেছি, সব শুনেছি। পেট ভ'রে খেয়ে-দেয়ে আবার ঝুড়ি ক'রে সন্দেশ নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছ যে? [আটাশের প্রতি] কি হে, তুমি আবার তলোয়ার

খুলে দাঁড়িয়ে যে! ব্যাপার কি? ব্রহ্মহত্যা করবে না কি? নাও, শীগ্‌গির তলোয়ার খাপের মধ্যে পোরো—

আটাশে। আজ্ঞে, খাপের মধ্যে উইপোকায় বাসা করেছে, সেজন্য তলোয়ার হাতেই থাকে।

আশ্রমরক্ষক। কই দেখি! [খাপ হাতে লইয়া পরীক্ষা করিয়া ফুৎকার দিল।] এই নাও, উইপোকা পালিয়েছে; এই দেখ, খাপের তলোয়ার খাপের মধ্যেই গেল। [তলোয়ার আটাশের খাপের মধ্যে পুরিয়া দিল।] কত দিন যুদ্ধ কর নি, খাপের মধ্যে উইপোকা বাসা করে? কি রকম যোদ্ধা তুমি? একটা ফুঁ দিলেই পরিষ্কার হ'য়ে যেতো!

আটাশে। [সবিস্ময়ে] আজ্ঞে তাই তো দেখ্‌ছি! তা হ'লে উইপোকাগুলো গেল কোথায়?

আশ্রমরক্ষক। ফুস্ মন্তরে উড়ে গেল।

আটাশে। আজ্ঞে এর মধ্যে সন্দেশ ছিল—

আশ্রমরক্ষক। বটে? বটে? তুমি আর পাত্র না পেয়ে খাপের মধ্যেই পুরেছিলে? ও সন্দেশ থাকে না; যাদুকরের সন্দেশ—যা পেরেছ পেটেই খেয়েছ, বাদ বাকি উড়ে গেছে।

ঢোলকরাম। তা হ'লে আমার ঝুড়ি?

আশ্রমরক্ষক। ঐ একই ব্যাপার—একেবারে খালি।

ঢোলকরাম। এ্যাঁ, তাই না কি? [ঝুড়ির ঢাকা খুলিয়া] ওরে আটাশে! এই দেখ্, একেবারে ফক্কা।

আশ্রমরক্ষক। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

ঢোলকরাম। কি যে ফ্যাক্-ফ্যাক্ ক'রে হাসেন, তার ঠিক নেই! বলি, এ রকম ক'রে সন্দেশ উড়িয়ে দেবার মানে কি?

আশ্রমরক্ষক। মানে আবার কি? এখন ঐ খালি ঝুড়ি সামনে

রেখে ভেউ-ভেউ ক'রে কাঁদ গে। শুধু তোমরা কেন, যারা যারা জুয়াচুরী করেছে, তাদেরি সন্দেশ উড়ে গেছে। তোমরা তো একঝুড়ি আর একথাপ চুরি করেছ, ওদিকে মহারাজ বিশ্বামিত্র ভাঁড়ার-ঘর চুরি করতে গিয়ে কি রকম নাকানি-চোবানি খাচ্ছেন, একবার দেখে এসো।

ঢোলকরাম। এ্যাঁ, মহারাজেরও সন্দেশ উড়ে গেছে না কি?

আটাশে। কি পাকের সন্দেশ বাবা, যে রাজ-রাজড়ার হাতেও পোষ মানে না—কথায় কথায় কেবল উড়ে যায়?

আশ্রমরক্ষক। দু' দশ দিন তো থাক্‌লে না, ভোগ তো আর কর্‌লে না, একদিনেই তিড়বিড়েয়ে উঠে খামচা-খাম্‌চি স্থরু কর্‌লে! নিত্য নতুন স্বাদ পেতে, তা নয় চুরি! ও মন্তরের সন্দেশ মন্তরে উড়ে গেছে।

ঢোলকরাম। দেখ, শীগ্‌গির সন্দেশ বার কর বল্‌ছি!

আশ্রমরক্ষক। পেট ভ'রে খেলে দেলে—ব্যস্‌! এখানে ছাঁদা বাঁধ্‌বার বা চুরি করবার ব্যবস্থা নেই।

আটাশে। আপনি অতি বিশ্রী লোক।

আশ্রমরক্ষক। দেখ, ভালয় ভালয় তপোবন থেকে স'রে পড় বল্‌ছি, নইলে একটী ফুস মন্তরে তোমাদের শুদ্ধ উড়িয়ে দেবো।

ঢোলকরাম। তাই দাও; অমন একঝুড়ি কড়াপাকের সন্দেশই উড়ে গেল চোখের সামনে থেকে, তাই দেখে মানুষ বেঁচে থাক্‌তে পারে? দাও—উড়িয়ে দাও! সন্দেশের বিরহ সহ্য করার চেয়ে উড়ে যাওয়াই ভাল।

আটাশে। তুমি যদি আমাদের না ওড়াও তো তোমার গুরুর দিব্বি!

আশ্রমরক্ষক। তবে ছাড়ি মন্তর! এই ফু—

ঢোলকরাম ও আটাশে। [সভয়ে] না—না, আমরা যাচ্ছি—যাচ্ছি!

আশ্রমরক্ষক। ফের্‌ যদি তপোবনের ভিতর প্রবেশ কর, তা হ'লে যা খেয়েছ, তাও পেট চিরে বার ক'রে নেবো, সাবধান! [প্রস্থানোদ্যত]

ঢোলকরাম। আরে শুনুন না মশাই!

আশ্রমরক্ষক। চোপ্!

আটাশে। আপনি চট্‌ছেন কেন?

আশ্রমরক্ষক। চোপ্!

ঢোলকরাম। মানে পেট চিরে—

আশ্রমরক্ষক। চোপ্!

[প্রস্থান।

ঢোলকরাম। ওঃ, কোন কথাই শুন্‌লেন না, খালি চোপ্ আর চোপ্! ভারি বাহাদুর—ভারি বীর! এক ঝুড়ি সন্দেশ উড়িয়ে দিয়ে ভারি কাজ করেছেন। ওরে আটাশে!

আটাশে। ঢোলক রে!

ঢোলকরাম। একি হ'লো রে?

আটাশে। হাড়ির হাল হ'লো আর কি! এক ঝুড়ি সন্দেশ—

ঢোলকরাম। শুধু ঝুড়ি বওয়াই সার হ'লো রে—

আটাশে। আমি কিন্তু বড্ড বেঁচে গেচি—এই থাপের ওপর দিয়েই গেল। ঢোলক রে! তুই কিন্তু বড্ড ঠকেছিস্।

ঢোলকরাম। দেখ্, রাগ বাড়াস্ নি; রাগ্‌লে সন্দেশ মনে ক'রে তোকেই কামড়াবো।

আটাশে। কামড়াবি কি রে? আমায় সন্দেশ ক'রে খাবি?

ঢোলকরাম। দেখ্‌বি তবে? আঁ—[মুখব্যাদন]

আটাশে। ওরে বাবা— [প্রস্থান।

ঢোলকরাম। আঁ—আঁ—

[পশ্চাদ্ধাবন।

চতুর্থ দৃশ্য।

আশ্রমপ্রান্ত।

রুদ্রমূর্ত্তি বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।

বিশ্বামিত্র। জাগো—জাগো ক্ষত্রতেজবিভূষিত
মহাদর্পী বাহিনী আমার!
বশিষ্ঠ বিদ্রোহী মোর;
চূর্ণ করি তার দর্প অহঙ্কার,
বাঁধি ল'য়ে চল শবলার সনে
কান্যকুব্জ অন্ধকার কারাগৃহে।

গীতকণ্ঠে যোগিনীর প্রবেশ।

যোগিনী।—

গীত।

বড় শক্ত কথা।
কারাগারে যাবে যারা, তাদের কাছে বাঁচাও মাথা।
জীবন তোমার আমার হাতে,
সঙ্গে চল চলার পথে,
এ সময়ে জয় কিনিতে তেমন শক্তি পাবে কোথা?

যোগিনী। পালাও রাজা পালাও, পবিত্র আশ্রম রণস্থলে পরিণত ক'রো না; পরাজিত হবে।

বিশ্বামিত্র। সে পরাজয়ও আমার মঙ্গলের। যাও তপস্বিনী! ক্ষত্রিয়ের তেজ তুমি জান না; যদি পরাজয় হয়, সেও আমার গৌরবের।

যোগিনী। হ্যাঁ—হ্যাঁ, পরাজয়—পরাজয়। তোমার ক্ষত্রতেজ কিছু করতে পারবে না—সৈন্যদল শুধু কাঠের পুতুলের মত মাটিতে প'ড়ে নিদ্রা যাবে; এই তোমার ললাটলিখন।

[প্রস্থান।

বিশ্বামিত্র। অদ্ভুত সমস্যা! তপস্বিনী নারী—
সেও হানে বিদ্রূপের বাণ।
দেখি—দেখি, কোথা থাকে
আশ্রমের শান্তি অনাবিল,
দেখি, কোথা থাকে দ্বিজত্বের গর্ব্ব,
দণ্ড-কমণ্ডলু, যজ্ঞ-উপবীত!
কথায় কথায় ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজ!
যাই এবে, নিজ হস্তে শবলার গলদেশে
পরায়ে বন্ধন ফিরিব নগরে।

বশিষ্ঠের প্রবেশ।

বশিষ্ঠ। সাবধান!
শবলা ভাসিছে আঁখিজলে,
সেই জলে ব্রহ্মাণ্ড পুড়িয়া যাবে।
এখনো নিরস্ত হও;
চতুরঙ্গ সৈন্যে তব দেহ অনুমতি,
যেন আশ্রমে আমার নাহি করে অত্যাচার!

বিশ্বামিত্র। [সরোষে] বশিষ্ঠ!

বশিষ্ঠ। বিশ্বামিত্র!

বিশ্বামিত্র। দেহ কামধেনু, নহে জীবন সংশয় তব।

বশিষ্ঠ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, এ জীবন দিব বিসর্জ্জন
শবলা জননী হেতু। মা গো!
ভাসিতে হবে না আর অশ্রুধারে ;
বশিষ্ঠের সাধনার ফল,
পূজনীয়া জননী আমার,
অভয়দায়িনী জীবনসম্বল! মহিমায় তোর
রাজার অধিক সম্পদ পেয়েছি জননী,
মহান্ সম্পদে সেই
দস্যু আসি অত্যাচারে লুটে নিয়ে যায়!
দে মা ব্রহ্মতেজ আত্মরক্ষা হেতু,
চতুরঙ্গ সৈন্যদল করিতে দলন
সৃষ্টি কর্ অসংখ্য সেনানী ;
ধ্বংস করি অরাতিনিকর
শান্তি দে মা আশ্রমে আমার।
[সহসা দূরে ঘন ঘন বিস্ফোরণ শব্দ।]
হের রাজা! কামনায় কামধেনু
অসংখ্য সেনানী করিল প্রসব!
হের অস্ত্রধারী মহাবীরগণে,
চতুরঙ্গ সেনা তব শত পুত্র সনে
ধ্বংস হ'য়ে যাবে আঁখির পলকে।
[নেপথ্যে কোলাহল—"জয় বশিষ্ঠের জয়!"]
দেখ রাজা! শবলার বিরাট মূরতি,
দেখ তার যুদ্ধরীতি,
শোনো ওই সৈন্যকোলাহল ;

দেখ, আঁখি পালটিতে সৈন্যক্ষয় তব,
দেখ তব পুত্রগণ ছিন্নশির পড়িল ভূতলে।

বিশ্বামিত্র। রে বশিষ্ঠ যাদুকর রাজদ্রোহী প্রজা!
কে রক্ষিবে তোমা
বিশ্বামিত্রকরে এই তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে?
হও তুমি তপাচারী ব্রহ্মজ্ঞানী মুনি,
শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কার চূর্ণ করি তব,
ধ্বংস করি আশ্রমের শোভা,
নির্য্যাতিত করি আশ্রম-ললনাকুলে,
বিকট ভৈরবরবে সৃষ্টি করি অশান্তি দুর্ব্বার
যথারীতি লব প্রতিশোধ—
শ্মশান করিব সব! কার সাধ্য
মৃত্যুবহ ক্ষত্র-বাণে করে প্রতিরোধ?

বশিষ্ঠ। ব্রহ্মতেজ! ব্রহ্মতেজ!

বিশ্বামিত্র। কই, কোথা তব ব্রহ্মতেজ?

অগ্নিদণ্ডহস্তে গীতকণ্ঠে ব্রহ্মণ্যদেবের প্রবেশ।

ব্রহ্মণ্যদেব।—

গীত।

আমি ব্রহ্মতেজ জ্বলিয়া উঠেছি সাধনায়।
ক্ষত্রিয়বল হবে হতবল ব্রহ্মদণ্ড চালনায়।
কত কাল হ'তে জাগিয়া রয়েছি জেগে রবো কত কাল,
ব্রাহ্মণে রাখি ব্রহ্মদণ্ডে নাশি ষড়রিপু মহাকাল,
সঞ্চিত তব জীবনের তেজ দগ্ধ হইবে অচিরায়।

বিশ্বামিত্র। একি—একি! মন্ত্রের প্রভাবে
ব্রহ্মতেজে জ্বলিল কি ভীষণ অনল!
কোটী সূর্য্য যেন আকাশের
বুক চিরে হ'লো উদ্‌ভাসিত
ব্রাহ্মণের গৌরব রাখিতে!
যেন মূর্ত্তিমান মহাকাল
সংহার-মূরতি ধরি
সৃষ্টিনাশে সমুদ্যত আজি!
ভীষণ—ভীষণ ও অনল!
জ্ব'লে গেল—পুড়ে গেল সর্ব্বাঙ্গ আমার।
দ্বিজবর! ক্ষমা—ক্ষমা!

বশিষ্ঠ। না—না—নাহি ক্ষমা;
মরণে বরণ দিতে সৃষ্টি করি মহাযুদ্ধ
নিজহস্তে জ্বেলেছ অনল,
দগ্ধ হও সে অনলে পতঙ্গের প্রায়।

বিশ্বামিত্র। না—না তাপসকুলতিলক! এই আমি অস্ত্র পরিত্যাগ ক'রে আপনার করুণার পদপ্রান্তে পতিত; আমায় রক্ষা করুন—মহা-অগ্নি আমায় গ্রাস করতে আস্‌ছে! আমার আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি হয়েছে। আশ্রয়দাতার প্রতি অত্যাচারের পরিণামে আমি বিসর্জ্জন দিয়েছি আমার সৈন্যশ্রেণী—আতিথ্যগ্রহণের দক্ষিণা দিয়েছি আমার শত পুত্রের ধ্বংস-ভস্ম! আজ আমার সকল শিক্ষার শেষ। আমায় রক্ষা করুন!

বশিষ্ঠ। এই ক্ষত্রিয়ত্ব তোমার? এতটুকু শক্তি নিয়ে ব্রাহ্মণের অবমাননা ক'রে তার ব্রহ্মতেজের ধ্বংসে উদ্যত হ'য়েছিলে? এত গৌরবের ক্ষত্রিয়ত্ব তোমার, তুমি নামিয়ে দিচ্ছ তাকে তোমার গৌরবের

মুকুটবাহী মস্তক ব্রাহ্মণত্বের পদপ্রান্তে অবনত ক'রে? আমার ভাগ্যে আমার অতিথি হ'য়ে নিজের সৈন্য, নিজের পুত্র দক্ষিণা দিয়ে যাচ্ছ, তার একটা প্রতিশোধ নিয়ে যাও! কিসের ক্ষমা? কাতরতা দেখিয়েছি— তুমি আমার মুখ চাও নি, আমার পুত্র তোমার পায়ে ধ'রে কেঁদেছে— তুমি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় সম্বন্ধ বিস্মৃত হ'য়ে তা উপেক্ষা করেছ, প্রতিদানে অস্ত্র তুলে ধরেছ—পরিণামে ব্রহ্মতেজে পুড়্তে বসেছ! না—না, ক্ষমা নাই! ধ্বংস—ধ্বংস!

বিশ্বামিত্র। [ব্রহ্মণ্যদেব কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া প্রস্থান করিতে করিতে বলিলেন] মুনিবর! ক্ষমা করুন—ক্রোধ সম্বরণ করুন—

[প্রস্থান।

বশিষ্ঠ। না—না, ক্ষমা নাই—ক্ষমা নাই।

অরুন্ধতীর প্রবেশ।

অরুন্ধতী। না প্রভু, ক্ষমা আছে; আর সে ক্ষমা-রত্ন পৃথিবীর কোন ভাণ্ডারে বর্ত্তমান না থাক্‌লেও একমাত্র তোমার গৃহে বর্ত্তমান আছে। যাঁর সাধনা-অর্জ্জিত শবলা জননী স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলের সকল সুখৈশ্বর্য্য প্রদান কর্‌তে কখনো কার্পণ্য করেন নি, তিনি কি তাঁর ভাণ্ডারের ক্ষমা-রত্নটী বিতরণ কর্‌তে কার্পণ্য করেছেন? তা তো নয়! মহারাজ বিশ্বামিত্রকে ক্ষমা না কর্‌লে আপনি মহাপাপে লিপ্ত হবেন। যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে; সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ—মহারাজ বিশ্বামিত্রের শত পুত্র ধ্বংস—

বশিষ্ঠ। কি বল্‌ছো অরুন্ধতী? আমি আমার কামনা-অর্জ্জিত তেজ সম্বরণ ক'রে অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয়কে ক্ষমা কর্‌বো? যে ক্ষত্রিয় ব্রহ্মবধে উদ্যত, তাকে ক্ষমা?

অরুন্ধতী। হ্যাঁ প্রভু! হ'লেও সে শত অপরাধী,
তবু ক্ষমা-রত্ন বিতরণ
ব্রাহ্মণের যোগ্য পরিচয়।
ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণের
নাহি জন্ম, নাহি মৃত্যু;
তবে কার ভয়ে ভীত হ'য়ে তুমি
আত্মরক্ষা হেতু জ্বালিয়াছ প্রচণ্ড অনল?
সম্বরণ কর মহাতেজ; ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর
একাধারে উদ্ভাসিত শরীরে তোমার;
সৃষ্টি যায়—সৃষ্টিরক্ষা কর দেব!

বশিষ্ঠ। সাধ্বী! সত্য দেখিয়াছ
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর শরীরে আমার?
সত্য জন্ম-মৃত্যু-অতীত এ জীবন আমার?
ওগো শান্তিময়ী! ধর মম কর।
মন্ত্র উচ্চারণে দেহ মন উন্মাদ হয়েছে মম;
যোগশক্তি-প্রভাবে তোমার
উন্মাদনা কাড়ি ল'য়ে মোর,
মহাপুণ্যে তব শান্ত কর মোরে,
ধ্বংস-বহ্নি হোক্ নির্ব্বাপিত।

অরুন্ধতী। ওগো স্বামী! মন্দাকিনী-বারিধারা ঢালা
সুপবিত্র স্বর্গীয় আশিস্ দিয়ে
সুশীতল সলিলশিকর সম
মহাযত্নে গড়েছ আমারে তুমি
মহাতাপে শীতলতা আশে।

অর্দ্ধাঙ্গিনী আমি তব,
ধ'রে আছি সংসার তোমার
তোমারি চৈতন্যমাঝে।
ধর মম কর—দাও ব্যথা—
লভ শান্তি, তুলে নাও
সান্ত্বনা-ভাণ্ডার হ'তে ;
আমার অস্তিত্বমাঝে খুঁজে দেখ,
পাও যদি উন্মাদনা হ'তে
বাঁচিবার শান্তির প্রলেপ।

[বশিষ্ঠের কর ধরিলেন।]

বশিষ্ঠ। আঃ! এ যে অনন্ত শান্তি!
দূরে গেল শত হিংসা,
বিদূরিত হ'লো আশ্রমের পীড়া।
কই—কোথা বিশ্বামিত্র!
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-রণে
জয় পরাজয় হয়েছে নির্ণয়।
দিয়ে গেছ শত পুত্র বলি,
নিয়ে যাও বিনিময়ে তার
কাম্য বস্তু কামধেনু মম,
স্বেচ্ছাবশে অকপটে অর্পিনু তোমায়।

বিশ্বামিত্রের পুনঃ প্রবেশ।

বিশ্বামিত্র। মুনি! মুনি! শান্ত কি হইল ক্রোধ?
দেখ—দেখ, অগণন সেনা মম ধূলায় লুণ্ঠিত,

রক্তস্রোতে ভাসে হায় শত পুত্র মোর,
দীর্ঘশ্বাসে ভ'রে গেছে সারাটী ভুবন।

বশিষ্ঠ। পরিণামে তার নিয়ে যাও
কামধেনু মোর—লক্ষ্য যাহা তব,
বহু কামনার পুণ্যলব্ধ ফল।

বিশ্বামিত্র। না মহান্!
কামধেনুলাভে যোগ্য নহি আমি।
কামধেনু নহেক সামান্য ধেনু,
তপস্যার অর্জ্জিত রতন;
যোগশক্তি আকর্ষণে
বিরাজিতা তব পুরে
মহাশক্তি তব করিতে প্রচার।
জ্ঞান-নেত্র উন্মিলীত মম,—
বুঝিয়াছি সার তুচ্ছ ক্ষত্রশক্তি,
ব্রহ্মশক্তি মহাশক্তি জগতের।
শত প্রতিহিংসা ল'য়ে জ্বলে যদি ক্ষত্রশক্তি,
ব্রহ্মতেজে লহমায় ভস্মীভূত সব!
ব্রহ্মবল—ব্রহ্মবল! যদি দিন পাই,
এই ব্রহ্মবল দেখাবো তোমারে মুনি!
ক্ষত্রিয়-আচারী রাজা বিশ্বামিত্রে
এইখানে তোমারি আশ্রমে
দেখিতে হইবে তোমা
ব্রহ্মবলে বলী যোগীর আকারে।
ছার শত পুত্র, ছার সৈন্যবল!

শত শত রাজ্যরক্ষী রাজার সম্পদ,
তুচ্ছ করি সব যোগাশ্রয় করিব গ্রহণ,
পুনঃ আসি রণ-নিমন্ত্রণ করিব তোমায়।

বশিষ্ঠ। আরো হও উচ্চমতি ; আশীর্ব্বাদ মম,
আমারেও করি অতিক্রম
তিন লোকে হও পরিচিত।
যাও রাজা, ফিরে যাও স্বরাজ্যে তোমার

বিশ্বামিত্র। কোথা রাজ্য, কোথা যাবো মুনি ?
সর্ব্বহারা করি আতিথ্যের লইয়া দক্ষিণা,
তপস্যার বলে তাপস সাজিতে মোরে
করিয়া ইঙ্গিত, পুনঃ ফিরে যেতে কহ
কান্যকুব্জ-সিংহাসনপাশে ?
নাহি সেথা ব্রহ্মবল, নাহি সেথা কামধেনু,
নাহি সেথা অতিথিসৎকার,
নাহি সেথা মন্ত্রশক্তি রণের কৌশল।
ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্ব কাম্য পদ,
হে সর্ব্বজ্ঞ মুনি ! ব্রহ্মতেজে করিয়া হরণ
তুমি তার হইয়াছ রাজা ;
বশিষ্ঠবিজিত রাজ্যে কোথা স্থান মম ?
হৃত রাজ্য করিব উদ্ধার কঠোর যোগেতে,
যেই যোগবলে মহাবল বিশ্বামিত্র
ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ বশিষ্ঠের করে
নতশিরে পরাজিত আজি।

[প্রস্থান।

অরুন্ধতী। প্রভু ! প্রভু ! নিবারণ কর মহারাজে।
পরাজয়ে মনের আবেগে
রাজধর্ম্ম ঐশ্বর্য্য-সম্পদ দিয়া বিসর্জ্জন,
জীবনের অসম্পূর্ণ কালে
বাণপ্রস্থ করিয়া গ্রহণ
চ'লে যায় যোগাচারে কাটাইতে কাল ;
ডাকো তারে—দেহ উপদেশ,
পূর্ণ এ জ্বলন্ত দীপ ক'রো না নির্ব্বাণ।

বশিষ্ঠ। নাহি সাধ্য মোর !
উদ্বেলিত বিশ্বামিত্র-হৃদি-পারাবার ;
ব্রহ্মবিদ্যাবলে হইয়া তাড়িত
বাঁধ ভাঙ্গি ছুটিয়াছে ব্রহ্মের সন্ধানে,
কঠিন এ আকর্ষণে
ভেসে যাবে শত বাধা তৃণখণ্ড সম।

অরুন্ধতী। ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা ভীষণ ;
জ্ঞান হয়, এই সূচনায়
ক্ষত্রশক্তি ব্রহ্মবল করিবে অর্জ্জন।
স্বামী ! সামান্য কারণে
ক্ষত্রিয়ে গড়িবে তুমি ব্রাহ্মণ করিয়া ?

বশিষ্ঠ। জানিয়াছি যোগবলে, এই ভাগ্যলিপি।

অরুন্ধতী। তবে তাই হোক্ ; ব্রাহ্মণের মহাকীর্ত্তি
ত্রিভুবনে হউক্ ঘোষিত।

বশিষ্ঠ। উপলক্ষ আমি সুবদনী !
তাই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে বাদ,

তাই ব্রহ্মতেজে অনল জ্বলিল—
পুড়াইল শত পুত্র তার,
পুড়াইয়া অন্তরের কলুষ-কালিমা
বিশ্বামিত্রে সাজাইল
তপাচারী সন্ন্যাসী সাধক।
কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত মম
এ পাপের ত্বরা প্রয়োজন।
লক্ষ লক্ষ নরহত্যা করি
করিয়াছি পাপের সঞ্চয় ;
পাপক্ষয় হেতু যাবো তপস্যায়।
সাধ্বী অরুন্ধতী!
কর মম যাত্রার উদ্যোগ।

সহসা যোগিনীর প্রবেশ।

যোগিনী। যাওয়া হবে না মুনি, আমার নিষেধ।

বশিষ্ঠ। কে তুমি মা? বশিষ্ঠের চরিত্র তুমি জান না। বিশ্বামিত্রের শত পুত্রের ধ্বংসসাধন ক'রে যে পাপ সঞ্চয় করেছি, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে আমার মনের সঙ্কল্প কারও বাধা শুন্‌বে না মা!

যোগিনী। শুন্‌তেই হবে। নিজের ক্রোধাগ্নিতে যদি নিজেই পুড়ে মর্‌বে, তবে সে আগুন জ্বাল্‌বার প্রয়োজন ছিল কি ব্রাহ্মণ? তুমি শাস্ত্রাধ্যয়ন করেছ—জ্ঞানার্জ্জন করেছ, তবু তোমার এত তরল হৃদয়? ক্ষত্রিয়ের শত পুত্র ধ্বংস ক'রে তাকে ব্রাহ্মণত্ব দিতে চলেছ, তবু তোমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না? এই তোমার জ্ঞান? আপন রচিত ক্রোধাগ্নির ধূমে তুমি বুঝি আজ দৃষ্টিশক্তিহীন? তাই বুঝি এত

বড় কর্ম্মজগতে আগে অন্তরের সন্ধান না নিয়ে কর্ম্মের অনুসন্ধানে যাচ্ছ? না, আমার আদেশ—তোমার যাওয়া হবে না।

বশিষ্ঠ। [সবিস্ময়ে] অরুন্ধতী! এ কে? এত বড় শাসন-বাক্য যে তোমার মুখেও আমি কখনো শুনি নি! আমার সকল বিদ্যা সকল শক্তি তেজ গর্ব্ব অহঙ্কার আমি হারিয়ে ফেল্‌ছি সব এই প্রহেলিকাময়ী বালিকার কাছে। আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, ও কে? ও কি চায়? কেন আমায় এম্নি ক'রে শাসন কর্‌তে এসেছে? আমি শ্রান্তিনিবারণের জন্য আশ্রমে অপেক্ষা কর্‌ছি।

[প্রস্থান।

যোগিনী। কি গো, তুমিও পালাবে না কি?

অরুন্ধতী। পালাবো কেন মা? এক ভয় ছিল অন্তরে, যখন ভয় কর্‌বার বস্তুটী ছিল দূরে। এখন কাছে পেয়ে মনে হ'লো, ভয়কে অতিক্রম করেছি আমি। আমি চিন্‌তে পেরেছি যোগিনী! হাস্‌লে হবে না; ও হাসিতে কি লুকানো আছে, আমি জানি। কিন্তু এ অরুন্ধতী কে, জান? তার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে তার জয়ের নিশান হাতে নিয়ে শঙ্খধ্বনি কর্‌তে হবে—ত্রিদিবের শক্তি-সামর্থ্য অঞ্জলি ভ'রে কুড়িয়ে এনে আমার কুটীরপ্রাঙ্গণে ধ'রে দিতে হবে; আমার ইঙ্গিতে তোমায় দাঁড়াতে হবে—বাতাসের মত ছুট্‌তে হবে—আশার কামনা হতাশায় বিসর্জ্জন দিতে হবে। তুমিই তো এ যুদ্ধ বাধিয়েছ! নিজে অস্ত্র ধর নি কেন, শুন্‌বে? সাহস কর নি ভয়ে—তপস্বিনী অরুন্ধতীর ভয়ে। আমি জানি, আমার সত্যের সাধনায় তোমায় মাথা নত কর্‌তে হবে, হ্যাঁ—এই আমার আদেশ।

যোগিনী। তুমি বড় চোখ রাঙাও মা!

অরুন্ধতী। ওই আমার একটা স্বভাব। আর কাউকে নয় মা,

শুধু তোমাকে। অতিথি হবে না কি? রাজা বিশ্বামিত্র হ'য়েছিল, ভিখারী হ'য়ে গেল, যোগিনী অতিথি পেলে তাকে রাজরাণী ক'রে দিতে পারি। দেখ্‌বে? তার একটা পরীক্ষা গ্রহণ কর্‌বে?

যোগিনী।—

গীত।

অন্তরে যার আলোর রেখা, সে কি থাকে অন্ধকারে।
ধর্ম্ম রাখা কর্ম্ম যে তার পথের আলো দেখায় তারে।
নীতির খনি তোমার কাছে,
দীপের মণি উজল আছে,
সাধন তোমার জয় দিয়েছে কর্ম্মভূমির মধুর সুরে।

অরুন্ধতী। মাটিতে আছাড়ি ফেলি
ভাঙ্গিতে সর্ব্বস্ব মোর,
কোন্ ছলনায় নিপুণ করেতে তাহা
সাজাইয়া দাও জাগাইয়া প্রলোভন,
আমার অজ্ঞাত নহে।
ওগো মায়াবিনী!
সাধের সুখাদ্যমাঝে বিষাক্ত বীজাণু থাকে,
প্রলুব্ধ অন্তর মরে বাঁচে তাহারি চালনে।
তবু অতিথি আমার তুমি,
এসো সাথে—
কর্ম্ম ল'য়ে ধর্ম্মরক্ষা করিব তোমার।

[যোগিনী সহ প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কান্যকুব্জ—রাজ-অন্তঃপুর।

নর্ত্তকীগণ।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

যেমন বাজ্‌তো বীণা বাজে কই?
সুরে রাগে মাতন দিয়ে নাচ্‌তো যেমন নাচে কই?
মনের মানুষ না পেলে নয়,
বীণা কেঁদে তার কথা কয়,
অহরহঃ বিরহ সয় মনের মানুষ কই লো সই?
বীণা কাঁদ্‌বে কত?
(অভিমানে ভগ্ন বীণা ছিন্ন তারে কাঁদ্‌বে কত?)
মন-বীণাতে মন মজাতে ভাল লাগে সই,
বেদন-ব্যথা সইবো কত সেই বীণাটীর হাসি বই?

মদনিকার প্রবেশ।

মদনিকা। বাজিবে লো বীণাটী তোদের
সুরে রাগে মাতন গাহিয়া।
আয় এই মনোহর সাজে
হাতে ল'য়ে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান,
রাজার কল্যাণে করি নিবেদন।

[সকলের প্রস্থানোদ্যোগ

সুমন্তর প্রবেশ।

সুমন্ত। মাতা! অতি দুঃসংবাদ আনিয়াছে
বয়স্য সুজন; সাক্ষাৎপ্রয়াসী তিনি।

মদনিকা। ডাকো তাঁরে!

[সুমন্তের প্রস্থান।

প্রিয়া নর্ত্তকী সঙ্গিনীগণ!
লহ বিদায় এখন; আছে
গোপনীয় কথা বয়স্যের সনে।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

দুঃসংবাদ? কিসের? কাহার?
না—না, চিন্তা ওঠে মনে—
যুক্তি-তর্কে কোনমতে মীমাংসা না হয়।

লম্বোদর ও সুমন্তর প্রবেশ।

মদনিকা। কহ রাজসখা! কি সে দুঃসংবাদ?
তুমি একা এলে, কোথা মহারাজ?

লম্বোদর। তপস্যায়।

মদনিকা। তপস্যায়?

লম্বোদর। মৃগয়ায় গিয়ে বশিষ্ঠের আশ্রমে উঠ্‌লেন—তাঁর কামধেনু নিয়ে কি গোলমাল বাধালেন—ব্রহ্মস্ব হরণ কর্‌তে গেলেন, বশিষ্ঠ সৈন্য-সামন্ত রথ অশ্ব পুড়িয়ে অবশেষে স্বর্গগতা জ্যেষ্ঠা রাণীমার শত পুত্র ধ্বংস কর্‌লেন—মহারাজ অভিমানে বশিষ্ঠের মত ব্রাহ্মণ হবার জন্য তপস্যায় চ'লে গেলেন।

মদনিকা। বল কি রাজসখা? বশিষ্ঠ স্বর্গগতা জ্যেষ্ঠা মহিষীর শত

পুত্র ধ্বংস করেছে? তাদের স্বর্গগতা জননীর স্থান অধিকার ক'রে আমিও যে তাদের মা! আমি আজ শত পুত্রহারা? পুত্রের শোকে মহারাজ সংসার ত্যাগ করলেন? তুমি সেখানে ছিলে না? তাঁকে ফিরিয়ে আন্তে অনুরোধ কর নি? আমার কথা বল নি? তাঁর রাজ্যের কথা—তাঁর প্রজাপুঞ্জের কথা?

লম্বোদর। ব'লেছিলাম, কিন্তু তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

মদনিকা। হুঁ। [দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ।]

সুমন্ত। রাজসখা! কত দূরে—পিতা কত দূরে? আমি তাঁর সন্তান, তাঁকে শত পুত্রশোকে সান্ত্বনা দিয়ে পদপ্রান্তে অনুরোধ জানিয়ে নিয়ে আস্‌বো; আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চল!

লম্বোদর। যেতে আপত্তি নেই, কিন্তু কোথায় যাবো?

সুমন্ত। সারা পৃথিবী অন্বেষণ করবো।

লম্বোদর। পাগল ছেলে! মুখের কথায় পৃথিবী অন্বেষণ করা যায় না। ধৈর্য্য ধর; আগে ভাব কি করা উচিত, তাই কর—

সুমন্ত। তুমি অপদার্থ! রাজার অন্তরঙ্গ বন্ধু তুমি, তোমার বন্ধুত্বের মাঝখান থেকে তিনি চ'লে গেলেন—রাজসিংহাসন শূন্য ক'রে রাজ্যৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ ক'রে তিনি পথের ভিখারী হ'লেন, আর তুমি তাঁর সংবাদটা মাত্র বহন ক'রে নিয়ে এসেছ, তার কোন প্রতিকার করতে পারলে না? আমি যেতে চাই তাঁর সন্ধানে, তাতেও তুমি এখনো ধৈর্য্যধারণ ক'রে ভাব্‌তে বল্‌ছো! পথ দেখাও—পথ দেখাও রাজসখা! নইলে বুঝ্‌বো, এতে তোমার কোন স্বার্থ আছে!

লম্বোদর। আন্দাজটা মোটেই করতে পার নি। বোধ হয় বশিষ্ঠের সঙ্গে তোমার পিতা এই রকম ক'রেই গলাবাজী ক'রেছিলেন! তিনি এ কথাও ব'লেছিলেন যে, ব্রাহ্মণের সঙ্গে একটু বুঝে কথা কইতে

হয়। মহারাজের বন্ধু বটে আমি, কিন্তু এর ভিতর কোন স্বার্থ নেই। আমি তোমায় যেতে দিচ্ছি না এই জন্য যে তুমি ছেলেমানুষ, যেতে পারবে না সেখানে। এখন একমাত্র বংশপ্রদীপ তুমিও হয় তো জীবন হারাবে! আমি স্বার্থপর? এই বুকখানা অস্ত্রাঘাতে বিদীর্ণ ক'রে দেখ্তে পার, কি বেদনা এই রক্ত-মাংসের ভিতরে? চোখে অশ্রু দেখ নি, নয়? কেঁদেছিলাম অন্তরে।

মদনিকা। রাজসখা! সেই বশিষ্ঠকে আমি একবার দেখ্বো।

লম্বোদর। তিনি তো আশ্রমে।

মদনিকা। আমিও আশ্রমে যাবো।

লম্বোদর। বুঝ্তে পেরেছি, আপনিও চাইছেন সেখানে গিয়ে সন্ন্যাসিনী হ'তে। সে আর কাজ নেই; যা করবার, ঘরে ব'সেই করুন। পতির মঙ্গল কামনা করুন—ছেলেকে দেখুন, সেখানে গিয়ে আর কেলেঙ্কারী করবেন না। সে বড় সুবিধের মুনি নয়; রাগী বামুন, ক্ষত্রিয়ের উপর থেকে রাগটা এখনো পূর্ণমাত্রায় যায় নি।

মদনিকা। আমাকে যেতেই হবে; আমি তাঁর সাম্না-সাম্নি দাঁড়িয়ে তাঁকে প্রশ্ন কর্বো। আমি তাঁর সহধর্ম্মিণী অরুন্ধতীকে দেখ্বো—তাঁর পুত্রদের দেখ্বো—পুত্রবধূদের দেখ্বো, দেখ্বো তাঁর পবিত্র আশ্রম আর তাঁর কামধেনু।

লম্বোদর। আজ্ঞে না, বড় বিতিকিশ্রী ব্যাপার হ'য়ে যাবে। তা ছাড়া আপনি রাজরাণী, আপনি কেন সেখানে যাবেন?

সুমন্ত। মা! এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর। পিতা রাজ্য পরিত্যাগ করেছেন, তুমি বনবাসিনী হ'লে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে—অরাজকতা সৃষ্টি হবে—স্বেচ্ছাচারে প্রজাকুল বিদ্রোহ করবে।

মদনিকা। প্রকৃতিস্থা হ'য়ে নিষেধ শোন্বার এ যোগ্য সময় নয়।

রাজ্যেশ্বর বনবাসী—রাজপ্রসাদে থাক্‌বার যোগ্যা আমি নই। মনে কর সুমন্ত, যদি তুমি পিতৃহীন হ'য়ে থাকো, তবে তোমার জননীরও নিরঞ্জন হ'য়ে গেছে—রাজভোগ আর তার শোভা পায় না। সহস্র সহস্র ভোগ-ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বাস ক'রে কোমল শয্যায় শুয়ে যাঁর তৃপ্তি হ'তো না, তিনি আজ ভোগের অট্টালিকা পরিত্যাগ ক'রে প্রকৃতির উন্মুক্ত আকাশতলে বরষার বারিধারা অঙ্গে মেখে, শীতের হিমানী-সম্ভারে স্নাত হ'য়ে, প্রখর সূর্য্যের তাপে পীড়িত হ'য়ে কষ্টে দিন যাপন কর্‌ছেন, আর আমি প'ড়ে থাক্‌বো রাজভোগের গণ্ডীর মাঝখানে রাজরাণীর গর্ব্ব নিয়ে?

সুমন্ত। মা! আমিও তো পিতার সন্তান; সন্তানের কি কর্ত্তব্য নাই পিতার প্রতি? সে কি পারে না তার গৃহত্যাগী পিতাকে প্রকৃতিস্থ ক'রে স্বরাজ্যে ফিরিয়ে আন্‌তে?

মদনিকা। পারে; কিন্তু এখন তার কর্ত্তব্য, তার পিতার আসনে অধিষ্ঠিত হ'য়ে রাজ্যবাসীর মঙ্গলসাধন করা। তুমি রাজা হও—রাজ্য রক্ষা কর। যিনি রাজ-রাজ্যেশ্বরকে ভিখারী করেছেন—আমার প্রাণে সন্ন্যাসিনী সাজ্‌বার উন্মাদনা সৃষ্টি করেছেন, তিনি তোমায় রক্ষা কর্‌বেন—মঙ্গলানুষ্ঠান ক'রে তিনিই তোমার সকল ভার গ্রহণ কর্‌বেন।

সুমন্ত। তবে যাও মা, ফেলে যাও আমায় জগতের ভয়াবহ নৈরাশ্যের কোলে,—আমি হতাশ জীবনে পুতুলখেলার মত পিতৃ-সম্পদে রাজ্যের মায়া বুকে নিয়ে প'ড়ে থাক্‌বো। যদি মনে কর্‌বার হয়, মনে ক'রো; সন্তানের কাছে মা যে কি অমূল্য সম্পদ, যদি ভাব্‌বার সময় পাও, ভেবে দেখো। আমি আর তোমায় নিষেধ কর্‌বো না—আমি আয়োজন ক'রে দিচ্ছি।

মদনিকা। কিসের আয়োজন?

সুমন্ত। তোমার যাত্রাপথে আবশ্যকীয় পাথেয়াদির।

মদনিকা। না, কোন প্রয়োজন নেই। আমি তো লোকসমাজে আমার ধনৈশ্বর্য্য দেখাবার জন্য স্বামী-অন্বেষণে যাচ্ছি না! সামান্য ভিখারিণীর মত আমি পথচারিণী, দীনা সন্ন্যাসিনী আমি,—যাবো দীনবেশে! সমস্ত ঐশ্বর্য্য থাক্‌বে অন্তরে, বশিষ্ঠ অরুন্ধতীকে জয় কর্‌বার প্রয়োজন হ'লে অস্ত্র প্রয়োগ করবো অন্তর থেকে—কৈফিয়ৎ চাইবো শাস্ত্রীয় প্রশ্নের চালনে।

লম্বোদর। কিন্তু আমি বলি—

মদনিকা। না—না, কারো কিছু নাহি বলিবার,
শুনিবার শক্তি নাহি মোর।
দৃঢ় পণ মম—যাবো আমি
পতি-অন্বেষণে বশিষ্ঠ-আশ্রমে।
প্রকৃত ক্ষত্রিয়-নারী সমা
দাঁড়াইয়া দৃঢ়পদে
জিজ্ঞাসিব বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণে,
সতী অরুন্ধতী পত্নীরে তাঁহার
সম্ভাষিয়া কবো—
রাজ-রাজ্যেশ্বর পতিরে আমার
আরক্তনয়নে যদি ব্রহ্মতেজে
সাজালে সন্ন্যাসী,
তবে সন্ন্যাসিনী আমারে সাজাও ঋষি
সমান শাসনে সেই মহামন্ত্র দিয়ে।
পতি ধ্যান জ্ঞান,
পতিপদ সতীর সম্বল;

নাহি যদি মিলে পতি-দরশন,
ব্রহ্মতেজোদীপ্ত সেই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী
এই ক্ষত্রনারী-তেজে হইবে শাসিত।
চল রাজসখা! আগুসারি চল
পথ দেখাইয়া; পতির সন্ধানে
বশিষ্ঠ-আশ্রমে অতিথি হইব আমি।
এসো পুত্র, দেখ এসে পুরীরে বাহিরে,
অভিনব অভিযান জননীর তব
সযতনে সাফল্য লভিতে।
ওগো শিব-সীমন্তিনী!
শক্তি—শক্তি—শক্তিভিক্ষা
মাগিছে কিঙ্করী;
পূর্ণ যেন হয় তার ঈপ্সিত কামনা।

গীতকণ্ঠে পুরনারীগণের প্রবেশ।

পুরনারীগণ।—

গীত।

ধন্যা তুমি, ধন্য তোমার অভিযান।
তোমার বরণে তোমার করমে গাহি নব পূত গান।
আকাশে তোমার কীর্ত্তি উড়িবে, বাতাসে তোমার কর্ম্ম ঘোষিবে,
সাধবাসজ্ঞ বাজাবে শঙ্খ, সিন্দূর দিবে দান।
সাজ যোগীর ভামিনী যোগরাণী, এলায়িতকেশা কামিনী,
চঞ্চলা কর কঠিন মেদিনী নয়নে রুদ্রবাণ।

[অগ্রে সুমন্ত, লম্বোদর ও তৎপশ্চাৎ সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হিমালয়-পাদদেশ।

উর্ব্বশী।

উর্ব্বশী। ওই অদূরে বিশ্বামিত্র! দূর থেকে দেখি, আর নিজের রূপকে মলিন ক'রে ফিরে যাই। দেবরাজ রূপের ভরা উর্ব্বশীকে দিয়ে জগত জয় করতে চায়। এত রূপ যদি আমার—এত আগুন যদি এই রূপে, পতঙ্গ যদি পুড়ে মরতে চায় এই রূপে, তবে পতঙ্গের ভয়ে আমি নতশির কেন? বিশ্বামিত্রকে দেখে মুখ লুকাই কেন? কিসের তপোবল? এ রূপের কাছে সে কি হতবল হয় না?

গীতকণ্ঠে অপ্সরাগণের প্রবেশ।

অপ্সরাগণ।—

গীত।

কোন্ ফুলহারে সাজাবি লো তারে নাগরী?
নিজে কেমন ধর্‌বি লো বল্, কোন্ রূপের সে মাধুরী॥
রূপ-সায়রের কমল তুলে গাঁথিস্ যদি হার,
রূপের গরব থাক্‌বে না তোর মরম-কলিকার,
সরম রেখে সাম্‌লে চলিস্ নিয়ে মধু প্রেম-লহরী॥
মনের ভুলে কুল হারানো সে তো ভাল নয়,
তাতে ফুটন্ত ফুল হতাশ হ'য়ে আপনি নত হয়,
মনের প্রিয় কই লো মেলে সে ভুলিয়ে খেলে চাতুরী॥

উর্ব্বশী।—

গীত।

(তারে) মোহনীয়া বঁধু যদি কই।
বাঁধনে কি দেবে না ধরা (যদি) নয়নপানে চেয়ে রই॥
ফুলশরের আঁখি নিয়ে, লজ্জাভরা ঘোম্‌টা দিয়ে,
চপলা চমক হ'য়ে (ঠমক তুলে) হেসে আপন হই॥
রূপের ভরায় কোমল পরশ, নীরস কি তার হয় না সুরস,
আবেশে কি হয় না অবশ, সোহাগ দিতে উদাসিনী নই।

ওকি! বিশ্বামিত্র এই দিকে আস্‌ছে। না—না, আমার ভয় হ'চ্ছে ওর সাম্‌নে দাঁড়াতে—বুঝি পার্‌লুম না দেবরাজ তোমার আদেশ পালন কর্‌তে—আমার রূপের গর্ব্ব বুঝি বিশ্বামিত্রের তপোবলে ভস্ম হ'য়ে যায়!

[সকলের প্রস্থান।

বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।

বিশ্বামিত্র।　তপে তুষ্ট যোগীশ্বর
ভূতনাথ শ্মশানবিহারী,
দিল বর কাম্য যাহা মোর।
কর্ণে দিয়া মহামন্ত্র, কহিলেন আশুতোষ—
ধরামাঝে ধনুর্ব্বেদ
মহাবিদ্যা করিতে প্রচার।
তাই এই হরদত্ত
শর শরাসন শোভা করে কর।
এতদিনে পূর্ণ মনস্কাম,
প্রতিহিংসা-ব্রত মোর
অচিরাৎ পূর্ণভাবে হবে উদ্‌যাপন।

হরদত্ত মহামন্ত্রে
নাগপাশে বদ্ধ করি বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণে,
কামধেনু ল'য়ে যাবো প্রতিজ্ঞা পূরাতে।
মন্ত্রে মন্ত্রে সৃষ্টি করি
অস্ত্রধারী অগণন সেনা,
অস্ত্রবৃষ্টি করি আমিও সৃজিব
ভূত প্রেত দানা বিপুল সংগ্রামে;
দেখাবো জগতে, মহারণে
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।

গীতকণ্ঠে যোগবলের প্রবেশ।

যোগবল।—

গীত।

আগে ব্রাহ্মণ হও, বলা কওয়া ছিল অন্তরে।
বিপ্রচিহ্ন যজ্ঞসূত্র ধর গলে যোগবলে কীর্ত্তি প্রচারে।
যোগবলে তব সিদ্ধিলাভ,
যজ্ঞের হোতা মহাভাগ,
কর্ম্মে তোমার ব্রাহ্মণ হ'লে সাধক সাজিলে তুমি শঙ্করে॥

[বিশ্বামিত্রের গলে উপবীত দিলেন।]

বিশ্বামিত্র। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি ব্রাহ্মণত্ব চাই! যোগবলে শঙ্করকে মুগ্ধ করেছি—পেয়েছি অপূর্ব্ব মন্ত্র—অর্জ্জন করেছি হরদত্ত ধনু আর পাশুপত শায়ক। কামনার ছিল বিপ্রচিহ্ন যজ্ঞসূত্র, হে অলৌকিক রূপরশ্মিধারী! তুমি উপহার দিলে আমায় আমার কামনার যজ্ঞসূত্র,—আজ আমি ব্রাহ্মণ। হে অপ্রত্যাশিত বান্ধব! তোমার চরণে আমার কোটী কোটী নমস্কার! [প্রণাম]

যোগবল। কিন্তু মনে রেখো—তোমার ব্রাহ্মণ হবার মূলে সেই ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ।

বিশ্বামিত্র। তা শতবার স্বীকার করি ; কিন্তু তুমি বল, আমি ব্রাহ্মণ ?

যোগবল। ব্রাহ্মণ, কিন্তু যতদিন বশিষ্ঠ স্বীকার না করেন, ততদিন নয়।

বিশ্বামিত্র। বশিষ্ঠকে বাধ্য করবো আমি স্বীকার করতে। রুদ্রতেজ-সম্পন্ন পরমাস্ত্র আমার বর্ত্তমান, যজ্ঞসূত্র আমার গলদেশে, চির-উপাস্য দেবতা গঙ্গা আমার বাধ্য—বেদমাতা গায়ত্রী আমার কণ্ঠে—পবিত্র গীতার মঙ্গল করুণায় আমি স্নাত—আমি যোগাচারী, পারবো না সেই ব্রহ্মশক্তিসম্পন্ন বশিষ্ঠের দর্প চূর্ণ করতে ?

যোগবল।—

গীত।

যদি পেয়ে থাকো কিছু কর্ম্মফল,
যদি ফুটে থাকে প্রাণে শতদল,
তবে আশিস্ ঢালিবে দেবতার দল গঙ্গা বহিবে অবিরল॥
বেদের মিলিবে সান্ত্বনা,
গায়ত্রী করিবে করুণা,
গীতার ঝরিবে বিমল ঝরণা, শান্তি মিলিবে পরিমল॥

[প্রস্থান।

বিশ্বামিত্র। থাকে থাকে, সন্দেহে
বিকল অন্তর মম ;
মনে হয়, এও কি সেই
বশিষ্ঠের ছলনা-কৌশল ?

যোগীশ্বর মহেশের করুণা-অর্জ্জন,
মন্ত্রলাভ, অস্ত্রলাভ,
বিপ্রচিহ্ন যজ্ঞসূত্রলাভ,
সকলি সে বশিষ্ঠের মন্ত্রের চালনে?
সত্য আমি যোগাচারী?
সত্যই কি ব্রাহ্মণ হয়েছি আমি?

গীতকণ্ঠে ব্রহ্মণ্যদেবের প্রবেশ।

ব্রহ্মণ্যদেব।—

গীত।

সন্দেহে সাধনা-পথে বিপদ ভারি।
সাধ ক'রে ডেকে আনা ছ'টা রিপু অস্ত্রধারী॥
জ্বলা বাতি নিভিয়ে গেলে,
কর্ম্ম ডোবে আঁধারতলে,
এত ক'রে পথ চ'লে সার হবে শেষ অশ্রুবারি।

বিশ্বামিত্র। কে তুমি? মনে হয়, দেখেছিলুম একদিন তোমাকে প্রজ্বলিত ব্রহ্মযষ্ঠিহস্তে বশিষ্ঠের আশ্রমে আমাকে পুড়িয়ে মার্‌তে; তুমি কি সেই?

ব্রহ্মণ্যদেব। আমি পুড়িয়ে মার্‌তে গেছ্‌লুম তোমাকে? কই পোড়ো নি তো? ও, তার একটু আঁচ লেগেছিলো বুঝি? কেন, তুমি কি জান না, সোনাকে আগুনে পোড়ালে সোনা খাঁটী হয়?

বিশ্বামিত্র। আজ আবার কি আগুন নিয়ে এসেছ?

ব্রহ্মণ্যদেব। আজ এনেছি ঠাণ্ডা জল; এক ঢোঁক খেয়ে ছোটো—

বিশ্বামিত্র। কোথায় ছুট্‌বো?

ব্রহ্মণ্যদেব। কর্ম্মপথে।

বিশ্বামিত্র। সে কোন্ দিকে?

ব্রহ্মণ্যদেব। অন্ততঃ বশিষ্ঠের আশ্রমটাও তো ঘুরে আস্তে পারো! যেখান থেকে তোমার জীবনের এত বড় একটা পরিবর্ত্তন ঘ'টে গেল, সেটা কি তোমার কর্ম্মক্ষেত্র নয়?

বিশ্বামিত্র। যদি যেতে হয়, এবার যাবো বশিষ্ঠের অশ্রেমে, মন্ত্রের সংগ্রামে—অস্ত্রের সংগ্রামে, অস্ত্র ধর্‌বো তার বিরুদ্ধে—পরাজয়ের কলঙ্ক দিয়ে প্রতিশোধ নেবো শত পুত্রধ্বংসের।

ব্রহ্মণ্যদেব। তা এ আস্ফালন আমার কাছে দেখিয়ে কি হবে? সেইখানে যাও,—তুমি কত বড় আর সে কত বড়, একবার দেখি!

বিশ্বামিত্র। এবার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে যুদ্ধ নয়—যুদ্ধ হবে ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে।

ব্রহ্মণ্যদেব। ও, গলায় গাছ কতক সূতো ঝুলিয়েছ নয়? এবার যদি জয়লাভ কর্‌তে পার, বশিষ্ঠ নিশ্চয় তোমায় খাতির কর্‌বে,—আর পৈতেধারী হয়েছ যখন, ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকারও কর্‌বে; কিন্তু হেরে গেলে আর লজ্জার অবধি থাক্‌বে না। বশিষ্ঠ এমন বিদ্রূপ কর্‌বে, হয় তো তোমায় আগুনে কিংবা জলে ঝাঁপ দিয়ে মুখ লুকুতে হবে—বশিষ্ঠ তোমায় পুতুলনাচ নাচাবে।

বিশ্বামিত্র। এখন আমি ব্রাহ্মণ—

ব্রহ্মণ্যদেব। কিন্তু তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে নও কি না, তুমি যে ক্ষত্রিয়!

বিশ্বামিত্র। হ'লেও আমি ব্রহ্মতেজসম্পন্ন—আমি তপঃসিদ্ধ—আমি বশিষ্ঠের সমকক্ষ, না—না, তারও উপরে।

ব্রহ্মণ্যদেব। তুমি যে দেখ্‌ছি নিজে গেয়ে নিজেই মোহিত! মনের মধ্যে সন্দেহ পুষে রেখে দিয়েছ; মুখে বল্‌ছো সব পেয়েছি—ব্রাহ্মণ

হয়েছি, একটু আগে তাই তো বল্‌ছিলে! যাও—যাও, তোমার সঙ্গে কথা কইবো না—তুমি বিদ্‌খুটে লোক! ব্রাহ্মণ হয়েছ না ছাই হয়েছ! দু'গাছা সুতো গলায় দিয়ে "আমি ব্রাহ্মণ—আমি ব্রাহ্মণ" ব'লে চীৎকার কর্‌লেই হয় না; কাজে দেখাও, তবে তো বুঝ্‌বো। আমি এখন চল্‌লুম—[প্রস্থানোদ্যত]

বিশ্বামিত্র। বালক! তোমার সত্য পরিচয় দাও—তুমি কে?

ব্রহ্মণ্যদেব। আমি আগুনের সঙ্গে আগুন, জলের সঙ্গে জল, যখন যেমন তখন তেমন। আমার সঙ্গে যাবে? যাও তো এসো—আমার অনেক কাজ!

বিশ্বামিত্র। কোথায় যাবো?

ব্রহ্মণ্যদেব। বশিষ্ঠ-আশ্রমে—তুমি ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয় তার পরীক্ষা দিতে! নাও, হাত ধর—[বিশ্বামিত্রের হাত ধরিয়া]

গীত।

সেথা হ'য়ে যাবে মীমাংসা।
ব্রাহ্মণ হ'য়ে মিটিল কি না পিয়াসা।
যত জল ঝরে, তত চাতক ফুকারে,
পিয়ে পিয়ে তার মিটে কি আশা।
হিংসা না হ'লে ক্ষয়, ব্রাহ্মণ সে তো নয়,
ষড়্‌রিপু কর জয় পাবে ভরসা।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

তপোবনের প্রবেশদ্বারসম্মুখ।

একটী জলপূর্ণ কলসী স্কন্ধে লইয়া শক্ত্রির প্রবেশ, পশ্চাতে ফুলের সাজিহস্তে অদৃশ্যন্তীর প্রবেশ।

অদৃশ্যন্তী। আর্য্যপুত্র! একটু দাঁড়িয়ে—

শক্ত্রি। কে? অদৃশ্যন্তী? তুমি এখানে দাঁড়িয়ে?

অদৃশ্যন্তী। আর্য্যপুত্রকে ধর্‌বার জন্য।

শক্ত্রি। তার অর্থ?

অদৃশ্যন্তী। তুমি স্নান কর্‌তে গিয়েছ, এখনি ফির্‌বে তাই!

শক্ত্রি। তাতে কি? আশ্রমে আমায় দেখ্‌তে পেতে না?

অদৃশ্যন্তী। তোমায় যে ধর্‌তে পারি না—কত ব্যস্ত তুমি!

শক্ত্রি। তাই এতখানি পথ এগিয়ে এসেছ আমায় ধর্‌তে?

অদৃশ্যন্তী। শুধু ধর্‌তে নয়—তোমায় বরণ কর্‌তে।

শক্ত্রি। কেন বল তো? আজ এত বরণ কর্‌বার ঘটা কেন?

অদৃশ্যন্তী। তোমার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হয় নি।

শক্ত্রি। সে তো তোমার নিত্যক্রিয়া—সে তো আশ্রমেও হ'তে পার্‌তো?

অদৃশ্যন্তী। আজ যে বিয়ের রাতের পূজা! এমনি দিনে তুমি আমায় গ্রহণ করেছিলে; আজ দ্বাদশ বৎসর উত্তীর্ণ হবে।

শক্ত্রি। ও, তুমি তো খুব মনে ক'রে রেখেছ!

অদৃশ্যন্তী। মনে রাখ্‌বার উপাদান নিত্য যার সম্মুখে, সে মনে রাখ্‌বে না তার জীবনের পূর্ণতার দিনে মিলন-বাসরের কথা? নাও,

পূর্ণ ঘট সাম্‌নে রাখ—[শক্তি্রর স্কন্ধ হইতে পূর্ণ ঘট নামাইয়া যথাস্থানে রাখিল ও সাজি হইতে ফুলের মালা লইয়া] এই মালা গলায় পর—পর্‌তে হয় ! [শক্তি্রকে মালা পরাইয়া দিল ।]

শক্তি্র । তোমার বুঝি আর তর্‌ সইলো না ? এর জন্য আশ্রম ছেড়ে এতদূর আস্‌তে হ'লো ? [সাজি হইতে মালা লইয়া] আমার মালাটাও ধর—পর্‌তে হয় ! [মালা পরাইয়া দিল ।] সুন্দর দেখিয়েছে তোমায় ।

অদৃশ্যন্তী । [হাসিমুখে শক্তি্রর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিল ।]

শক্তি্র । মা বাবাকে প্রণাম ক'রে এসেছিলে ?

অদৃশ্যন্তী । হ্যাঁ ।

শক্তি্র । কামধেনু-পূজা ?

অদৃশ্যন্তী । হ্যাঁ ।

শক্তি্র । তোমার নিপুণ হস্তের কার্য্য-কলাপ আমার বড় মধুর লাগে অদৃশ্যন্তী ! মায়ের শিক্ষায় তুমি একজন সাধিকা হ'তে চলেছ, ভগবান তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করুন । চল, আশ্রমে যাই ; পিতা যোগমগ্ন—প্রয়োজন হ'লে মা আমাদের দেখ্‌তে না পেলে এখনি এখানে ছুটে আস্‌বেন । জান তো, আমরা তাঁর কতখানি স্নেহ অধিকার ক'রে ব'সে আছি ! [প্রস্থানোদ্যত]

লম্বোদর ও মদনিকার প্রবেশ ।

লম্বোদর । একটু দাঁড়িয়ে গেলে ভাল হয় ।

শক্তি্র । কে ? ভিতরে আসুন !

[লম্বোদর ও মদনিকার নিকটে অগ্রসর ।]

লম্বোদর। আজ্ঞে, এই এলুম! আমায় চিন্‌তে পার্‌ছেন না? এই তো সেদিনকার কথা!

শক্তি। ওঃ, আপনি এসেছিলেন মহারাজ বিশ্বামিত্রের সঙ্গে? ইনি কে?

লম্বোদর। কান্যকুব্জের রাণী—মহারাজ বিশ্বামিত্রের সহধর্ম্মিণী।

শক্তি। রাজরাণী স্বয়ং উপস্থিত? আসুন মা, আপনি আশ্রমে আসুন।

মদনিকা। আপনি কে?

শক্তি। আমি মহামুনি বশিষ্ঠের পুত্র—নাম শক্তি।

মদনিকা। ইনি কে?

শক্তি। আমার সহধর্ম্মিণী।

অদৃশ্যন্তী। আপনি আশ্রমে আসুন মা! আপনাকে বড় কাতর দেখ্‌ছি।

লম্বোদর। আর কাতর! এতক্ষণ কি ক'রে বেঁচে আছেন, তাই ভাব্‌ছি! ক্ষিদে-তেষ্টা এক রকম জয় ক'রে ফেলেছেন মনে হয়। নিষেধ শুন্‌লেন না—এই কষ্ট স্বীকার ক'রে এতদূর চ'লে এলেন।

শক্তি। এসেছেন ভালই করেছেন,—এ আশ্রম তো আপনাদেরই! অদৃশ্যন্তী! তুমি মাকে যত্ন ক'রে নিয়ে এসো। ব্রাহ্মণ! আপনার তো এখানে সমস্তই পরিচিত!

লম্বোদর। হাড়ে হাড়ে পরিচিত বাবা! আচ্ছা, সেই কামধেনুটী ভাল আছে? এখন আরো মোটা-সোটা হয়েছে তো?

শক্তি। এ রহস্যের সময় নয় ব্রাহ্মণ! মাকে নিয়ে আসুন!

মদনিকা। যাচ্ছি, কিন্তু এ আশ্রমের প্রতিপালক কে?

শক্তি। আমার পিতা।

মদনিকা। আমি তাঁর বিনানুমতিতে আশ্রমে প্রবেশ কর্‌বো না। তাঁকে সংবাদ দিন—বল্‌বেন, কান্যকুব্জের রাণী তাঁর তপোবনের প্রবেশ-দ্বারে উপস্থিত।

শক্তি। পিতা আজ তিন দিন যোগমগ্ন—তাঁকে সংবাদ দেবার উপায় নেই। তাঁর অনুমতি না পেলেও আপনার কোন অসুবিধা হবে না—আপনি আমাদের বিশ্বাস ক'রে অনায়াসে আশ্রমে প্রবেশ কর্‌তে পারেন। আপনাকে সম্মান জ্ঞাপন ক'রে অভ্যর্থনা কর্‌ছি—আপনি আসুন।

অদৃশ্যন্তী। মা! আমি আপনার কন্যাস্থানীয়া—আমার অনুরোধ রক্ষা করুন।

মদনিকা। বাঃ—চমৎকার! এত সরলতা তোমাদের! অথচ কই, দেখি ওগো নূতন বধূ! কন্যাস্থানীয়া যদি আমার, দেখি একবার তোমার সরলতার প্রতিচ্ছবি তোমার কচি মুখখানিতে কেমন প্রতি-ফলিত? [চিবুকে হাত দিয়া] তুমি সধবা—সধবা, এই তোমার স্বামী নবীন যুবক, তাই এখনো সরল—অতি তরল বুদ্ধি তোমাদের! তোমরা অন্ধের মত অতিথির সেবা করতে শিখেছ, কি প্রতিদান পাও তার? শত্রুতা। কান্যকুব্জ-অধীশ্বর কি করেছিলেন? আতিথ্য স্বীকার ক'রে আশ্রয়দাতাকে প্রতিদান দিয়েছিলেন শাণিত অস্ত্রের প্রতিহিংসা—ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম যুদ্ধ! আমিও যে ক্ষত্রিয়াণী মা! আমাকে বুঝে আশ্রয় দেবে না? আমিও যে যুদ্ধ জানি—আমিও যে প্রতিশোধ নিতে জানি।

শক্তি। আপনার কি প্রার্থনা—আপনার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, ব্যক্ত করুন, আমরা তা সাধ্যমত পূর্ণ করবার চেষ্টা কর্‌বো।

মদনিকা। আশ্রমের প্রতিপালক যোগমগ্ন, কিন্তু আশ্রমের ধর্ম্ম-সংরক্ষিণী সতী অরুন্ধতী?

শক্তি। তিনি আশ্রমে।

মদনিকা। অন্ততঃ তাঁর অনুমতি ব্যতীত আমি আশ্রমে প্রবেশ কর্‌বো না, তাঁকে সংবাদ দিন।

শক্তি। অদৃশ্যন্তী! তুমি মাকে সংবাদ দাও—মহারাণীর আগমন-সংবাদ শুনিয়ে তাঁকে এখানে আস্‌তে অনুরোধ কর—

[অদৃশ্যন্তীর প্রস্থান।

লম্বোদর। [স্বগত] ব্যাপার ক্রমশঃ গুরুতর হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে দেখ্‌ছি। এঁরা যত চেপে খাতির কর্‌ছেন, মহারাণী দেখ্‌ছি ততই পেয়ে বস্‌ছেন। মহারাজ তো বশিষ্ঠমুনির সঙ্গে বিবাদ ক'রে এক কেলেঙ্কারী বাধিয়ে বিরাগী হ'লেন; কোথায় যে চোখ বুজে ব'সে কি কর্‌ছেন, তার ঠিক নেই। এ দিকে বশিষ্ঠমুনিও জপে ব'সেছেন! এবার তা হ'লে সতী অরুন্ধতী আর কান্যকুব্জের রাণীতে বোঝা-পড়া হবে। সেবারে বেঁচে গেছি, এবারে এরা আগুন জ্বেলে না ঝল্‌সে ছাড়্‌বে না। মাঝ থেকে আমার গৃহিণী সেখানে হাতের শাঁকা-ফাঁকা খুলে চেঁচিয়ে রাজ্যি মাথায় কর্‌বে আর কি! কিছু না বাবা, এখন থেকে জপ্‌তে সুরু করি! সে ছোঁড়াটা গেল কোথায়? ওঃ, সে আমায় বড্ড বাঁচিয়েছিল—তার মতলবে খালি জপ ক'রে সে যাত্রা বেঁচে গেলুম!

অরুন্ধতী ও অদৃশ্যন্তীর প্রবেশ।

অরুন্ধতী। কই, কোথা কান্যকুব্জের মহারাণী এসেছেন? কে? আপনি? কি সৌভাগ্য আমার!

মদনিকা। কিন্তু আমার কি দুর্ভাগ্য! তথাপি ক্ষত্রিয়াণী আমি, আপনাকে প্রণাম করি—

অরুন্ধতী। থাক্—থাক্, রাজরাণীর প্রণাম গ্রহণ কর্‌বার সৌভাগ্য ক'জনের ঘটে?

মদনিকা। যা আপনার এই ঘট্‌লো! আমি অতিথি আমার স্বামীর মত,—তাঁকে আতিথ্যগ্রহণ কর্‌বার অধিকার দিয়েছিলেন, তাই। দেখ্‌তে এলুম ব্রহ্মতেজপরায়ণ ব্রাহ্মণপত্নীকে! বল্‌তে এলুম—আপনি কি? নিজের স্বামীকে রক্ষা করলেন অত বড় একটা যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে, আর আমার স্বামীকে আমার জন্য রক্ষা করা বুঝি আপনার কর্ত্তব্য ছিল না? আমি বল্‌বো—সহস্রবার বল্‌বো; আপনি অভিশাপ দিন—আগুন জ্বেলে পুড়িয়ে মারুন, তবু বল্‌বো—আমি—আমি—ওঃ! [পতনোন্মুখী হইলেন]

অরুন্ধতী। মহারাণী! আপনি উত্তেজিত হয়েছেন—আপনি আশ্রমে আসুন; সব কথা শুন্‌বো—আপনার সকল প্রশ্নের উত্তর দেবো—আপনার স্বামীর জন্য আমরা কি করেছি, তারও পরিচয় দেবো! চলুন—আশ্রমে চলুন! শক্তি! তুমি ব্রাহ্মণকে আশ্রয়-আবাস দেখিয়ে দাও—ওঁর ক্লান্তিনিবারণের চেষ্টা কর।

[অর্দ্ধচৈতন্য মদনিকাকে লইয়া অদৃশ্যন্তী সহ অরুন্ধতীর প্রস্থান।

শক্তি। আসুন ব্রাহ্মণ!

লম্বোদর। দেখো বাপু, যেন পুড়িয়ে মেরো না—খাইয়ে দাইয়ে শেষটা জ্বালিও না! নেহাৎ খ্যাঁটের লোভটা আছে তাই, নইলে এখানে কি আর পা বাড়াই! আর দ'গ্ধে মার যদি, একেবারে পুরোপুরি ছাই ক'রে দিও, ঝল্‌সে বেগুনপোড়া ক'রো না। ভালয় ভালয় রাখ তো আমার বার মাস থাকৃতেও আপত্তি নেই।

শক্তি। কোন ভয় নেই আপনার—আপনি যে ব্রাহ্মণ!

লম্বোদর। ঐ যা ভরসা—একেবারে জাত কাঠ! সত্যি কথা বল্‌তে কি বাপু, কিছু মিষ্টান্ন আর ঘটী থানেক ঝরণার জল আগে দাও, প্রাণটা বাঁচুক্—

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

তপোবন-পথ।

দণ্ড-কমণ্ডলুহস্তে গীতকণ্ঠে ব্রহ্মচারী নীলাম্বরের প্রবেশ।

নীলাম্বর।—

গীত।

ধরণীকোলে উষা নামিবে ব'লে।
তরল হ'লো নিশা স্বপনে দুলে।
পবনে জাগে ওই পাখীর কূজন,
মরণে মিলিয়া গেল সাধের জীবন,
পথে পথে মনোমত করম মিলে।
বরিব তোমারে উষা নূতন করি,
আঁধারে এসেছি তাই আগুসারি,
আগমনী গাহিব গো আলোকতলে॥

ব্রহ্মণ্যদেবের প্রবেশ।

ব্রহ্মণ্যদেব। কে, নীলাম্বর? এত ভোরে এই অন্ধকারে কোথায় চলেছ?

নীলাম্বর। নদীতে যাচ্ছি দণ্ডী ভাসাতে।

ব্রহ্মণ্যদেব। ও, তোমার সংস্কার হ'লো নয়? তুমি ব্রাহ্মণ হয়েছ—দণ্ডীঘর থেকে বেরিয়ে দণ্ডী ভাসিয়ে আজ সূর্য্যের মুখ দেখ্‌বে।

নীলাম্বর। হ্যাঁ; কেন, তুমি জানো না?

ব্রহ্মণ্যদেব। জান্‌বো না কেন? কিন্তু জেনেই বা কর্‌ছি কি? বশিষ্ঠমুনির পৌত্র—শক্তি ঠাকুরের ছেলে—তার উপনয়ন হ'লো, তা একটা কাক-পক্ষীতে জান্‌তে পার্‌লে না? একটা নেমন্তন্ন নেই, লোকজন নেই, হাঁক-ডাক নেই, ভুরি-ভোজনের ব্যবস্থা নেই, বিদেয়-আদায় নেই, এ কি রকম উপনয়ন বল তো?

নীলাম্বর। যারা দীন দুঃখী, তাদের ঘটা করবার শক্তি কোথায় ভাই?

ব্রহ্মণ্যদেব। তা নয়—তা নয়, তোমার ঠাকুরদা একটা মস্ত কেপ্পন। নিজের শত পুত্রের বেলায় কই ঘটার অভাব হয় নি তো? এ যে ছেলের ছেলে, তাই মায়া-দয়াও কম—ভালবাসাও কম। কেন, কিসের দীন দুঃখী? রাজা বিশ্বামিত্র এলো—কত লোকজন, হৈ-হৈ ক'রে তাদের ক্ষীর, সর, লুচি, মোণ্ডা খাওয়াতে পার্‌লে, আর আমাদের দু'পাতা খাওয়াতে পার্‌তেন না? এমন কামধেনু যাঁর ঘরে, তাঁর আবার অভাব কি?

নীলাম্বর। না ভাই, অমন ক'রে আমার ঠাকুরদার নিন্দে ক'রো না। ঠাকুরদা বলেছেন, কামধেনু ছেলেখেলার বস্তু নয়—সাধনার দেবী। বিশ্বামিত্র পেয়েছিল কামধেনুর দান, কিন্তু তার মর্য্যাদা রাখ্‌তে পারে নি—পরিণামে শত্রুতা ক'রে গেছে। ঠাকুরদা তাই আমার উপনয়ন গোপনে সম্পন্ন করেছেন, শত্রু মিত্র কাউকে নেমন্তন্ন দেন নি।

ব্রহ্মণ্যদেব। কেন, নিমন্ত্রণ কর্‌লে কি দোষ হ'তো?

নীলাম্বর। যাঁরা আস্‌তেন, তাঁরা দেখ্‌তেন কামধেনুর দান, শত্রু মিত্র সকলের হিংসা হ'তো—সকলেই বিশ্বামিত্রের মত শত্রুতা কর্‌তো—যুদ্ধ হ'তো—যুদ্ধে লোকসংহার হ'তো। তার চেয়ে এ গোপন সংস্কার মঙ্গলের নয় কি?

ব্রহ্মণ্যদেব। তাতে বশিষ্ঠমুনির কি হ'তো? বিশ্বামিত্র অত লোক-জন নিয়ে, অত অস্ত্রবল নিয়ে বশিষ্ঠমুনির পায়ে মাথা নত করেছিল, তাও তো দেখেছ?

নীলাম্বর। কিন্তু বশিষ্ঠমুনির শত্রু ঐ বিশ্বামিত্র।

ব্রহ্মণ্যদেব। পরিণামে বিশ্বামিত্র তার শত পুত্র হারিয়েছে।

নীলাম্বর। তুমি কি মনে কর, বিশ্বামিত্র তার প্রতিশোধ নেবে না?

ব্রহ্মণ্যদেব। নেবে, কিন্তু বশিষ্ঠের মত ব্রাহ্মণ হ'য়ে।

নীলাম্বর। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ হবে?

ব্রহ্মণ্যদেব। হবে—বশিষ্ঠের আদেশে।

নীলাম্বর। ক্ষত্রিয় যদি ব্রাহ্মণ হয়, তবে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ ক'রে আমাদের এত কষ্ট স্বীকারের প্রয়োজন কি? ক্ষত্রিয় যদি ব্রাহ্মণ, তবে আমরা কি?

ব্রহ্মণ্যদেব। তোমরা আদর্শ—তোমরা শিক্ষা দেবে জগতকে—তোমরা বিলিয়ে বেড়াবে তোমাদের জ্ঞান ভক্তি সারাটী জগতে বিশ্ব-প্রেমিকের পবিত্রতা নিয়ে। তুমি ব্রাহ্মণ, সৃষ্টি কর তুমি মহামানব—অতিমানব—আত্মতৃপ্তির ব্রহ্মশক্তি।

নীলাম্বর। কত শক্তি তোমার—কত জ্ঞান তোমার! ব্রহ্মচারী আমি, নূতন সূর্য্যালোক দেখ্‌বার পূর্ব্বে এ কি জ্ঞানের রেখা আমার চোখের সাম্‌নে এঁকে দিলে ভাই? আজ গায়ত্রী-সাধনায় তোমার অমূল্য বাণী আমার মহামন্ত্রের কাজ কর্‌বে। তোমায় নমস্কার করি—তুমি আমায় জ্ঞান দিয়েছ।

ব্রহ্মণ্যদেব। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, কর কি? তুমি যে ব্রহ্মচারী, আমি তোমায় নমস্কার করি—

গীত।

ব্রহ্মণ্যদেব।— নমঃ হে নমঃ তোমায় ব্রহ্মচারী।
নীলাম্বর।— তব চরণতলে আমি জ্ঞান-ভিখারী॥
ব্রহ্মণ্যদেব।— তব নবীন পথে আমি আলোকধারী,
নীলাম্বর।— অকূল জলে তুমি কাণ্ডারী॥
জীবন-সখা তুমি নয়নে দেখা,
ব্রহ্মণ্যদেব।— অঙ্গে মিশিয়া দেখি হাসির রেখা,
নীলাম্বর।— তুমি যেও না ভুলে,
ব্রহ্মণ্যদেব।— ছায়া কায়া কি ভুলে,
নীলাম্বর।— সখা ব'লে ঢেলে দিলে নয়নবারি।
ব্রহ্মণ্যদেব।— সঙ্গ তোমার প্রিয় চিত্তহারী॥

নীলাম্বর। সখা আমার—বন্ধু আমার!

ব্রহ্মণ্যদেব। এখানে দাঁড়িয়ে "বন্ধু—বন্ধু" কর্‌লে কি হবে? সূর্য্যোদয়ের আর বিলম্ব নেই, দণ্ডী ভাসাবে কখন?

নীলাম্বর। চল না ভাই!

ব্রহ্মণ্যদেব। এখানটা তেমন নিরাপদ নয়। জান তো বিশ্বামিত্র তোমাদের শত্রু, শত্রুতা কর্‌তে এসে পড়্‌লে আর রক্ষে নেই।

নীলাম্বর। এখন আমি ব্রাহ্মণ, বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়।

ব্রহ্মণ্যদেব। হ'লেও সে ক্ষত্রিয়ত্ব দিয়ে ব্রাহ্মণের পরাজয় দেখ্‌তে চায়।

নীলাম্বর। কিন্তু এই ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতেজে সর্পশিশু অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর; বিশ্বামিত্রকে পেলে তার পরিচয় দিতুম।

ব্রহ্মণ্যদেব। আচ্ছা, সে পরিচয় পরে হবে; আগে দণ্ডী ভাসাও। তোমার তেজ দেখে আমিই ভয়ে আঁৎকে উঠ্‌ছি, তা বিশ্বামিত্র।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

হোমগৃহ সংলগ্ন মুক্ত প্রাঙ্গণ।

ধাতুবিস্ফোরণের শব্দ শ্রুত হইয়া কমণ্ডলুহস্তে
অরুন্ধতীর প্রবেশ।

অরুন্ধতী। এ কি, অগ্নিবৃষ্টি কেন চারিধারে?
জ্ব'লে যায় বৃক্ষলতা,
আশ্রমের তৃণ-আচ্ছাদনে অগ্নির সংযোগ—
ধ্বংস হ'লো বুঝি যোগাশ্রম!
কার ছলে, কার শত্রুতায়
তপোবনে অশান্তি উদয়?
পেয়েছি—পেয়েছি চিন্তার খেয়ানে,
তপোবলে বিশ্বামিত্র
শিবদত্ত শক্তির প্রভাবে
অস্ত্রের প্রয়োগে ছাড়িয়াছে মহাকাল
তপোবনে শত্রুতা সাধিতে।

শশব্যস্ত শক্তির প্রবেশ।

শক্তি। মা! মা! কোথা পিতা?
হোমগৃহে দেহ সমাচার—
যোগভঙ্গ করহ ত্বরায়,
নহে জ্ব'লে যায় তপোবন,
পুড়ে যায় বনাশ্রয়ী প্রাণীকুল যত

অরুন্ধতী। জ্ব'লে যাক্—পুড়ে যাক্
তপোবন হ'তে সারাটী ব্রহ্মাণ্ড,
ধ্বংস হোক্ তোমার আমার,
জগতের সর্ব্বজীব হোক্ ভস্মীভূত,
তবু অধৈর্য্য আশ্রয় করি
ধ্যানভঙ্গ না কর ঋষির।
রহ স্থির; ওরে, সৃষ্টির বুকেতে
এখনো দাঁড়িয়ে আমি
মাতা তোর—তপোবন-ধর্ম্মসংরক্ষিণী।
তপোবন যাবে, সৃষ্টি যাবে—
পুনর্ব্বার সৃষ্টি হবে মন্ত্রের প্রভাবে।
ঋষির বনিতা আমি,
রীতি-নীতি জানি বিধিমতে।

শক্তি। কি কহিছ মাতা,
রীতি-নীতি মানিবার নাহিক সময়!
ঘোর মহাকাল-মূর্ত্তি
সংহার-মন্ত্রেতে হইয়া দীক্ষিত,
করাল কবল তার করেছে বিস্তার;
যদি কোন থাকে মা উপায়, করহ ত্বরায়-
নহে যোগভঙ্গ করিব পিতার।

অরুন্ধতী। নিরুপায়ে ডাকো বিশ্বনাথে,
নহে ঝাঁপ দাও মরণের কোলে;
কিন্তু যোগভঙ্গ করিলে ঋষির,
আশা-বৃক্ষ সমূলে শুখায়ে যাবে।

শক্তি । তবে শক্তি দিয়ে আজ্ঞা দাও মাতা !
রুদ্রমূর্ত্তি ধরি জ্বলিয়া বারেক,
সর্ব্বগ্রাসী মহাকালে
দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে করি মা আহ্বান ।
তব আশীর্ব্বাদে মাতা মরণে না ডরি !
জীবনের সাথী মৃত্যু,
নিত্য চলি মৃত্যুপথে,
কেন রবো অচঞ্চল এ হেন মরণভয়ে ?
কই—কোথা শত্রু ? কার এ চক্রান্ত ?
মৃত্যুর দোসর যদি, মৃত্যুবাণ দেখে যাও
ব্রহ্মশক্তিপরায়ণ শক্তির সাধনে ।

সহসা মহাকাল কর্ত্তৃক উৎপীড়িতা অদৃশ্যন্তীর প্রবেশ ।

অদৃশ্যন্তী । মা ! মা ! রক্ষা কর !
আর্য্যপুত্র ! রাখ মান,
ভূত-দ্বন্দ্বে ব্যাকুল অন্তর,
ধর্ম্ম যায়—ধর্ম্ম রক্ষা কর !

মহাকাল । সংহার—সংহার—

[অদৃশ্যন্তীকে ধরিবার চেষ্টা ।]

অরুন্ধতী । সাবধান ! পদ মাত্র হ'লে অগ্রসর,
এই মন্ত্রপূত বারি
মন্ত্রস্পৃষ্ট মহাকালে
মরণের কোলে করিবে নিক্ষেপ ।
ওরে শিবদত্ত মূর্ত্তিমান শর !

আমিও রমণী—শিবানীর অংশোদ্ভূতা,
অত্যাচারে তব বেধে যাবে
ঘোর রণ শিব-শক্তি সনে।
অবাধ্য না হও—জড়ের সমান রহ দাঁড়াইয়া
মন্ত্রপূত এই বারির প্রভাবে !

[মন্ত্রপূত বারি নিক্ষেপ।]

মহাকাল। বিশ্বামিত্র—বিশ্বামিত্র—

[স্থির চিত্রের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।]

দ্রুত বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।

বিশ্বামিত্র। কি হেতু এ আকুল আহ্বান ?
প্রতিহিংসা মম করিতে পূরণ,
হরদত্ত মন্ত্র দিয়ে জাগ্রত করিয়া তোমা
ছাড়িয়া দিয়াছি এই তপোবনমাঝে ;
শত পুত্র আর পত্নী সহ বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণে
রেণু-রেণু করি ফেল অগ্নিকুণ্ডমাঝে,
অনলে ইন্ধন-কার্য্য করিতে সাধন।
কোথা বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ? প্রাণভয়ে
পলায়েছে বুঝি তপোবন ছাড়ি ?
এসো—এসো, দেহ রণ,
মন্ত্র ল'য়ে আসিয়াছি সাধন-সমরে।

শক্তি। সাবধান অত্যাচারী দস্যু !
ক্ষত্রিয়-আচারী, কি বুঝিবে
মন্ত্রশক্তি কত বলবতী !

কর্ম্মফলে অর্জ্জন করিলে যাহা,
অনাচারে অত্যাচারে
অপব্যবহার করিছ তাহার।
ক্ষত্রিয়-কলঙ্ক তুমি,
বশিষ্ঠ সমান কোথা পাবে ব্রহ্মতেজ?
কহ সত্য,
হ'য়ে ভূতসিদ্ধ আসিয়াছ ভূত-দ্বন্দ্বে,
কিম্বা অত্যাচারী গর্ব্বদৃপ্ত পশু তুমি,
তাই তপোবনে আসি
নর-নারী পরে ইচ্ছামত কর অত্যাচার?
রে ক্ষত্রিয়াধম!
মৃত্যু হ'তে চাহ যদি পরিত্রাণ,
যোগ্য আচরণে
চাহ ক্ষমা পদে নত করি শির।

বিশ্বামিত্র। ক্ষমাভিক্ষা বশিষ্ঠ চাহিবে
সপুত্র আসিয়া আমার সম্মুখে।
এ আস্ফালন অচিরে চূর্ণিব।
মহাকাল! মহাকাল!
মূর্ত্তিমান পাশুপত! এ কি!
জড়ের সমান স্থির নিশ্চল কি হেতু?

অরুন্ধতী। মহামন্ত্রে এসেছে জড়তা।
শিবদত্ত অস্ত্র প্রয়োগ করেছ তুমি
তপোবন ধ্বংস হেতু মূর্ত্তিমান করি;
ভেবেছিলে—

আত্মসমর্পণ করিবে তোমারে
আশ্রমনিবাসী জনে জনে,
ভূত-দ্বন্দ্বে ত্রাস্তপ্রাণে
ক্ষত্রতেজ শ্রেষ্ঠ বলি
বিশ্বমাঝে করিতে প্রচার !
ওই দেখ অস্ত্র তব,
ওই দেখ মূর্ত্তিমান পাশুপত ;
ব্রাহ্মণের যোগ্যা ব্রাহ্মণীর
মহাযোগবলে দাঁড়াইয়া আছে
নীরব নিশ্চল জড়ের সমান।
জ্বেলেছ বিষম বহ্নি অশান্তি সৃজিতে,
তব অগ্নি দিয়ে
পুড়াইব সর্ব্ব কীর্ত্তি তব।
বিশ্বামিত্র ! বিশ্বামিত্র !
চেয়ে দেখ বিস্ফারিতনেত্রে—

বিশ্বামিত্র। জ্বাল—জ্বাল কত অগ্নি আছে ;
পুনঃ এই মন্ত্রপূত বাণে
সৃজিলাম ভুজঙ্গমশ্রেণী।
কোথায় নাগিনীসঙ্ঘ !
জাগো—জাগো ত্বরা,
বিষ-ফণা করিয়া বিস্তার
বাঁধ বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণে,
বাঁধ জনে জনে.
নাগপাশে বন্দী কর সবে—[শরত্যাগ]

গীতকণ্ঠে নাগিনীগণের প্রবেশ।

নাগিনীগণ।—

গীত।

মোরা নাগিনী, গরজিয়া শিয়রে জেগেছি অশনি।
ফণায় ফণায় হিংসার বিষ, (মোরা) বিষের পসরাবাহিনী।
নাগপাশ দিয়ে করে করে, ঢেলে দেবো মহাবিষ,
নিঃশ্বাসে হবে ধ্বংস প্রলয়, ভ'রে যাবে দশ দিক,
মন্ত্রচালিত বন্ধন মোরা সাজাতে বন্দিনী॥
পাতাল হইতে ক্রোধের বহ্নি এনেছি নাগ-কামিনী,
নাগিনীর তেজে কাঁপিয়া উঠেছে নীরব নিথর ধরণী,
আবাহন পেয়ে আসিয়াছি সবে, মোরা যে অরাতিদলনী।

নাগিনীগণ অরুন্ধতী, শক্ত্রি ও অদৃশ্যন্তীকে বন্দী করিতে উদ্যত হইলে সহসা বশিষ্ঠের প্রবেশ।

বশিষ্ঠ। শক্ত্রি! শক্ত্রি! অরুন্ধতী!
একি, একি দৃশ্য ভয়ঙ্কর?
তপোবনে অগ্নি-বিভীষিকা,
অধঃ, ঊর্দ্ধ, মধ্যস্থল
ভ'রে গেছে বিষের বাতাসে!
কালফণিগণ গরজি ভীষণ
মৃত্যু-বিষ করে উদ্গীরণ!

শক্ত্রি। পিতা! পিতা! বুঝি বন্দী মোরা
মন্ত্রের চালিত নাগিনী-বন্ধনে!
বিশ্বামিত্র—বিশ্বামিত্র আসি
তপোবনে করে সর্ব্বনাশ!

বশিষ্ঠ। কই কোথা বিশ্বামিত্র ?

বিশ্বামিত্র। বিশ্বামিত্র সম্মুখে তোমার।

বশিষ্ঠ। তুমি—তুমি বিশ্বামিত্র ?
এই তপস্বীর বেশে, রে ক্ষত্রিয়াধম !
পুনঃ আসি তপোবনে কর অত্যাচার ?
সাজিয়ে সন্ন্যাসী একি রীতি তব ?

বিশ্বামিত্র। আসিয়াছি যোগবল দেখাতে তোমায়,
আসিয়াছি শতপুত্র নিধনের
প্রতিশোধ নিতে।
তপোবলে হয়েছি ব্রাহ্মণ,
দেখ এই বিপ্রচিহ্ন উপবীত ;
আশুতোষে তুষ্ট করি
পাইয়াছি পাশুপত শর,
ধ্বংস হেতু তব সৃজিয়াছি ওই মহাকাল,
পুনঃ এই নাগিনী-সৃজন আমারি মন্ত্রেতে।
কোথা তব ব্রহ্মবল ? দেখি—
কত শক্তি ধর তুমি
বিশ্বামিত্রে দিতে পরাজয় !

অরুন্ধতী। স্বামী ! স্বামী ! এখনো নীরব তুমি ?
জ্ব'লে গেল তপোবন,
চ'লে গেল জীবকুল তার,
নির্য্যাতিত তব পত্নী, পুত্র, পুত্রবধূ,
সহিষ্ণুতা করিয়া আশ্রয়
এখনো নীরব রবে ক্ষত্রিয়শাসনে ?

যোগভঙ্গ করেছে তোমার,
যোগ্য দণ্ড দিতে
যোগশক্তি দেখাও তোমার !

বশিষ্ঠ। [সরোষে] বিশ্বামিত্র !

বিশ্বামিত্র। রক্ত-আঁখি কাহারে দেখাও ঋষি ?
নহি আমি ক্ষুদ্র তোমা হ'তে !
জ্বেলেছিলে প্রচণ্ড অনল,
বিষ দিয়ে সে অনল করেছি নির্ব্বাণ ;
আজি কৃপাপ্রার্থী তোমারে সাজাবো
মম স্বষ্ট যোগবল পাশে।

বশিষ্ঠ। সাবধান বিশ্বামিত্র !
এখনো সতর্ক হও।

শক্তি। কে হবে সতর্ক পিতা ?
মৃত্যুমুখী অজ্ঞান পতঙ্গ
স্বভাবে তাহার অনলে অমিয়জ্ঞানে
ঝাঁপ দেয় পুড়িয়া মরিতে।
রে দাম্ভিক ! বহু উচ্চে উঠিয়াছ
পর্ব্বতের মস্থণ শিখরে,
স্খলিতচরণে পড়িবে ভূতলে।
ব্রাহ্মণের মহাগুণ ধৈর্য্যের আশ্রয়—
সেই ধৈর্য্যবল কর নি অর্জ্জন,
তপোবলে ব্রাহ্মণ হয়েছ তুমি ?
না—না, ক্ষত্রিয়—
অথবা ক্ষত্রিয়-অধম তুমি !

বশিষ্ঠ। রে কৃতঘ্ন ব্রহ্মঘাতী !
অনাচার তব আমারেও
করেছে চঞ্চল।
বারবার কেন তব সবো অত্যাচার ?
পাইয়াছ প্রতিফল,
তবু পুনঃ আসিয়াছ
পুণ্য তপোবন মম করিতে শ্মশান !
নাহি ভয় অরুন্ধতী !
নাহি চিন্তা শক্তি !
ভীত ত্রস্তা বধূমাতায়
সান্ত্বনায় কর শান্ত,
দেখ কিবা শাস্তি ক্ষত্রিয়ের
ব্রাহ্মণের করে !

বিশ্বামিত্র। রে নাগিনীসঙ্ঘ ! আদেশে আমার
নাগপাশে বন্দী কর বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণে।

বশিষ্ঠ। কোথা ব্রহ্মতেজ !
ব্রহ্মমন্ত্রে হ'য়ে প্রজ্বলিত,
ধ্বংস কর অরাতিনিকর।

অগ্নিদণ্ডহস্তে ব্রহ্মণ্যদেবের প্রবেশ।

ব্রহ্মণ্যবেব। ব্রাহ্মণ ! ব্রাহ্মণ ! এই তব ব্রহ্মতেজ—

ব্রহ্মণ্যদেব ও বিশ্বামিত্র পরস্পর স্ব স্ব অস্ত্রহস্তে সম্মুখীন হইলেন, নাগিনী গণ ত্রাস্তপ্রাণে চীৎকার করিয়া উঠিল ; গীতকণ্ঠে যোগবল আসিয়া উপস্থিত হইল, নাগিনীগণ আকুল হইয়া অন্তর্হিত হইল।]

যোগবল।—

গীত।

তোমার সবটুকু বল হতবল ব্রহ্মবলের ব্রহ্মতেজে।
যে ব্রাহ্মণ চিনালে ব্রহ্ম তারে কি নাশিবে বাজে॥
যুক্তিহারা তোমার মতি,
ব্রহ্মপদে না দেয় নতি,
ব্রাহ্মণ তোমার মুক্তি গতি চরণতলে ব'সো লাজে॥

বিশ্বামিত্র। মহাশক্তিধর হে ব্রাহ্মণ!
কর সম্বরণ ব্রহ্মদণ্ড তব,
নতশিরে পদপ্রান্তে করুণাভিখারী আমি।

বশিষ্ঠ। কে করিবে রক্ষা—
কে ফিরাবে ব্রহ্মদণ্ড?
তোমার পাপেতে অগ্নিদণ্ড হ'তে
বিধির ব্রহ্মাণ্ড পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে;
নিতে হবে শির পাতি
তুমি আমি কিম্বা শক্তি আছে যার।

বিশ্বামিত্র। তবে দাও ঋষি আমার মস্তকে
মন্ত্রপূত বারিধারা তব।
শর শরাসন করি পরিত্যাগ,
ক্ষুদ্র শক্তি ল'য়ে
পঞ্চভূতে মিশি হ'য়ে যাবো লয়।

[অস্ত্র পরিত্যাগ করতঃ নতজানু হইয়া বশিষ্ঠের পদপ্রান্তে উপবেশন, ব্রহ্মণ্যদেব ও যোগবলের প্রস্থান।]

বশিষ্ঠ। অরুন্ধতী!

অরুন্ধতী। না—না, রক্ষা কর রাজার জীবন!
ক্ষত্রিয়-আচারী করি অস্ত্রত্যাগ
সাজিয়াছে দীনতায় করুণাভিখারী।
অগ্নিধারা দিয়ে দগ্ধ কর
ওই মহাকালে;
ফিরে যাক্ মহা অস্ত্র
অযোগ্যের কর হ'তে শিবের ভাণ্ডারে।
যাও মহাকাল! ফিরে যাও
প্রভুপাদপদ্মে তব উৎপত্তি-আসনে।

মহাকাল। বিশ্বামিত্র! বিশ্বামিত্র! ব্রাহ্মণ হও—ব্রাহ্মণ হও, অন্ততঃ বশিষ্ঠের পদরেণু হবার যোগ্য হও।

[প্রস্থান।

বিশ্বামিত্র। আমি ব্রাহ্মণ নই? তপস্যার ফলে গলদেশে যজ্ঞসূত্র—আমি ব্রাহ্মণ নই?

বশিষ্ঠ। ব্রাহ্মণ হবার দীনতা এখনো তোমার আসে নি; ব্রাহ্মণ হ'তে হবে তোমার নিজের অজ্ঞাতে—ব্রাহ্মণ হ'তে হবে ক্রিয়া-কর্ম্মে।

বিশ্বামিত্র। আমি আপনার মুখে শুন্‌তে চাই যে আমি ব্রাহ্মণ।

বশিষ্ঠ। আমি তোমার মধ্যেই সৃষ্টি কর্‌তে চাই ব্রাহ্মণত্ব। প্রয়াসী হও—উদ্যোগী হও—সিদ্ধিলাভ কর; আমার কাছে তার কঠোর পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হ'লে আমি যখন স্বীকার কর্‌বো তুমি ব্রাহ্মণ, তবেই তুমি ব্রাহ্মণ, নতুবা তুমি ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র।

বিশ্বামিত্র। বিশ্বামিত্রের দর্প চূর্ণ হ'লো আজ! শ্রেষ্ঠ শক্তি ব্রহ্মবল—দুর্জ্জয় ক্ষত্রিয় শক্তিবলে বলী হ'লেও ব্রহ্মবলই শ্রেষ্ঠবল।

লম্বোদরের প্রবেশ।

লম্বোদর। ওরে বাপ রে—বাপ রে—বাপ রে, কি ঘুমটাই ঘুমিয়েছিলুম! ঘুম থেকে উঠে ক্ষিদেয় একেবারে কি খাই—কি খাই কর্‌ছি! আরে একি! আপনারা সব এ রকম দাঁড়িয়ে—

বিশ্বামিত্র। কে? সখা—বয়স্য?

লম্বোদর। কে, মহারাজ? ধরেছি—ধরেছি! ফিরে এসেছেন যদি, আর পালাতে দেবো না। কই, মহারাণী কোথায় গেলেন? রাণী-মা! ধরেছি—ধরেছি, শীগ্‌গির ঘরে পুরে শেকল তুলে দিন, নইলে এখনি পালাবে।

অরুন্ধতী। বধুমাতা! শক্ত্রি! তোমরা সসম্ভ্রমে মহারাণীকে এখানে নিয়ে এস।

[শক্ত্রি ও অদৃশ্যন্তীর প্রস্থান।

বিশ্বামিত্র। [সবিস্ময়ে] মহারাণী এখানে?

লম্বোদর। ওই আপনারই ব্যায়রাম—অতিথি হয়েছেন।

বিশ্বামিত্র। কেন?

লম্বোদর। কেন তা বল্‌তে পারি না। আস্‌ছেন তো, আপনিই জিজ্ঞাসা করুন। আমি রাজবাড়ীতে গেলুম সংবাদ দিতে; তিনি চোখ রাঙা ক'রে একেবারে সটান এইখানে উপস্থিত।

শক্ত্রির পুনঃ প্রবেশ।

শক্ত্রি। মা! রাজরাণী তাঁর গৃহে মূর্চ্ছিতা অবস্থায় পতিতা।

অরুন্ধতী। সে কি?

শক্ত্রি। মহারাজ বিশ্বামিত্রের সৃষ্ট অগ্নি এখনো তাঁর গৃহে জ্বল্‌ছে।

অগ্নিতাপে তিনি মুর্চ্ছিতা হয়েছিলেন, ক্রমে জ্ঞান সঞ্চার হ'চ্ছে; অদৃশ্যন্তী তাঁকে এখানে নিয়ে আস্‌ছে।

[অরুন্ধতীর প্রস্থান।

বশিষ্ঠ। শক্তি! মহারাণী এখানে এসেছেন, আমায় জানাও নি কেন?

শক্তি। আপনি তখন যোগমগ্ন।

বশিষ্ঠ। তা হোক্, রাজ্যেশ্বরী মা এসেছেন আমার কুটীরে, তাঁর সম্বর্দ্ধনা করা কি আমার উচিত ছিল না?

শক্তি। তার ত্রুটী হয় নি পিতা! মায়ের আদেশে আমরা তাঁর যথাযোগ্য সম্মান রক্ষা করেছি।

লম্বোদর। না—না, তা এ দিকে কোন ত্রুটী হয় নি। ঝরণার জলটীও পরিষ্কার—এর মধ্যে সমস্তই হজম হ'য়ে গেছে।

অরুন্ধতী ও অদৃশ্যন্তীর সহিত মদনিকার প্রবেশ।

মদনিকা। মহারাজ? সত্য তিনি এসেছেন এই আশ্রমে? কই—কোথায় তিনি?

বিশ্বামিত্র। রাজ্ঞী! তুমি এখানে?

মদনিকা। তুমি? তুমি? সন্ন্যাসী? রাজ্যৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ ক'রে, পত্নী পুত্র বিসর্জ্জন দিয়ে যোগাচারীর বেশে আজ তুমি আমার অন্তরের আহ্বানে আমার সম্মুখে? এ কি সত্য, না সেই আগুনের হুঙ্কারের মাঝখানে আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি? মহারাজ! জীবনে মরণে আমি কিঙ্করী তোমার; দেখ, দাসী তোমার পায়ের তলায়! তুমি জীবন্ত কায়া, আমি তোমার ছায়া-সঙ্গিনী; তবে কেন আমি বর্জ্জিতার মত প'ড়ে থাক্‌বো বিচ্ছেদের যবনিকার অন্তরালে? আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী; তুমি

সাধক হও—আমি হবো সাধিকা, তুমি বনবাসী হও—আমিও বনবাসিনী, তুমি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হও—আমিও দীক্ষিতা হবো সন্ন্যাসিনীর মহাব্রতে।

বিশ্বামিত্র। কে তোমার স্বামী? কার জন্য তুমি সন্ন্যাসিনী হবে? বিশ্বামিত্র নাই—তার রাজ্য নাই—সহায়-সম্পদ নাই, পুড়ে গেছে তার সকল দায়িত্ব—সমগ্র অস্তিত্ব ব্রহ্মতেজের প্রচণ্ড আগুনে—মর্ম্মজ্বালা নিয়ে বিশ্বামিত্র বিসর্জ্জন দিয়েছে তার পূর্ব্ব জীবন। কেন বাধা দিচ্ছো? মায়ায় আবদ্ধ যদি তোমার প্রাণ, কান্যকুব্জের রত্নসম্ভারে মুখ ঢেকে প'ড়ে থাকো। আমার উপর যদি তোমার স্বার্থ থাকে, তবে অপেক্ষা করতে হবে সেইদিন পর্য্যন্ত, যখন আমি ব্রাহ্মণ বিশ্বামিত্র ব'লে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতলে পরিচিত হবো।

মদনিকা। তুমি ব্রাহ্মণ হবে?

বিশ্বামিত্র। তুমিও ব্রাহ্মণী হও—দীক্ষা নাও ঐ দেবী-স্বরূপিনী শক্তিময়ী জননীর কাছে—আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর ঐ ব্রহ্মতেজের; বনবাসিনী হ'য়ে নয়, সেবা-পরিচর্য্যায় রত হ'য়ে—এইখানে—এই আশ্রমের ধর্ম্ম-সংরক্ষিণী ব্রতচারিণী হ'য়ে।

মদনিকা। আমি পারবো?

বিশ্বামিত্র। পারবে।

মদনিকা। আমার শক্তি?

বিশ্বামিত্র। আশ্রম-মাহাত্ম্য আর ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ।

মদনিকা। আমার কর্ম্ম?

বিশ্বামিত্র। নিঃস্বার্থ সেবা।

মদনিকা। আমার ধর্ম্ম?

বিশ্বামিত্র। চিত্তশুদ্ধি।

মদনিকা। আমার পরিণাম?

বিশ্বামিত্র। আত্মদর্শন।

মদনিকা। কত দিনে?

বিশ্বামিত্র। জিজ্ঞাসা কর ঐখানে—যাঁরা তোমায় আকর্ষণ ক'রে এনেছেন সাধিকার মন্ত্র দিয়ে সন্ন্যাসিনী সাজাতে। জিজ্ঞাসা কর, সে তোমার স্বামীর কল্যাণে কিম্বা ধ্বংসের সূচনায়?

[প্রস্থান।

মদনিকা। মা! আমিও যাবো, আমায় বিদায় দাও—

অরুন্ধতী। কোথায় যাবে?

মদনিকা। তপস্যায়।

অরুন্ধতী। সে তপস্যাক্ষেত্র এইখানে—এই আশ্রমে, এইখানে ব'সে স্বামীর কল্যাণ কামনা কর।

বশিষ্ঠ। রাজ্যৈশ্বর্য্যের অধীশ্বর হ'য়ে ভোগ-বিলাসের শ্রীবৃদ্ধিসাধনের কামনা নয়, কামনা করতে হবে তার অমরত্ব—ব্রহ্মবরে তার ব্রাহ্মণত্ব-অর্জ্জনের। আমিও তাই চাই; আমিও দেখ্‌বো, বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ।

[লম্বোদর ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

লম্বোদর। আর আমিও দেখ্‌তে চাই ব্রাহ্মণভোজন—ব্রাহ্মণভোজন—ব্রাহ্মণভোজন।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কান্যকুব্জ রাজোদ্যান।

নর্ত্তকীগণ।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

ফুল ফুটো না ফুটো না করি মানা।
ফুলের কদর কত আছে লো জানা॥
চোখের নেশায় ফুল যে পায় তোলে,
বারেক চেয়ে শেষে পায়ে দলে,
মনের অলি বল কোথায় মিলে,
যতন ক'রে জানে মনোবেদনা॥
ফুট্‌বি যদি ওলো কমল-কলি,
মিছে ঘোম্‌টা টেনে লাজে ঢলাঢলি,
সৌরভে গৌরবে প্রেমের ডালি,
সাজালে মজালে শুধু যাতনা॥

সৌদাস ও সুমন্তের প্রবেশ।

সৌদাস। অতি চমৎকার অতিথিসৎকার তব।
হে কান্যকুব্জ-ঈশ্বর!
তুষ্ট আমি আচরণে তব।

শিকারার্থে ভ্রমিতে ভ্রমিতে
ক্লান্তি দূর হেতু আসি তব পুরে,
সমাদরে তব শান্ত চিত্ত মোর—
সখ্যতার ডোরে বাঁধিলে আমারে তুমি।
বয়সে যুবক—তবু শিক্ষা তব অতুলন,
শিখিয়াছ বিধিমতে অতিথিসৎকার।

সুমন্ত। হে মহান্! ক্ষত্রিয়নন্দন আমি,
জানি বিধিমতে ক্ষত্রিয়-সম্মান।
হে অযোধ্যাপতি!
পিতা সত্তে পিতৃহীন,
মাতা সত্তে মাতৃহীন আমি,
তবু ভুলি নাই শিক্ষানীতি তাহাদের।
তব যোগ্য মাল্যদান করিব তোমারে,
নহে ইহা অসম্ভব কথা।
ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয় তরে দিতে পারে প্রাণ;
হ'লেও ব্রাহ্মণ গুরু,
শিষ্যের কল্যাণে নাহি সাধে যাহা,
ক্ষত্রজাতি তাহা অকাতরে করে সম্পাদন।
দেখ বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ
কি সাধিল পিতার মঙ্গল হেতু!
শত্রুতা সাধিয়া তাঁর সাজালে সন্ন্যাসী,
হ'য়ে বনবাসী পিতা মোর সহে বহু ক্লেশ;
তাই জননী আমার হ'য়ে সন্ন্যাসিনী
অকালে আশ্রম-ধর্ম্ম করিছে পালন।

হে অযোধ্যাপতি !
প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসানল
ধূ-ধূ করি দিবানিশি জ্বলিছে অন্তরে ;
ভাবি সদা কোথা পাই বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণে,
কিবা দণ্ড দিয়ে লবো প্রতিশোধ !

সৌদাস। স্থির হও ক্ষত্রিয়নন্দন !
আছে যুক্তি,—স্থিরচিত্তে
ধৈর্য্যাশ্রয় করি রণাঙ্গণে নামিতে হইবে।
শুন—শুন চিত্তহারী নর্ত্তকীর দল !
সুকণ্ঠে তুলিয়া তান শান্তিদান কর বিধিমতে,
চিত্তস্থৈর্য্য হারায়েছে কুমার সুমন্ত।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

কর মাতোয়ারা প্রাণ।
জুড়েছে ফুলধনুতে মদন ফুল-বাণ ॥
হিয়ার মাঝে নবীন রাগিনী,
অভিসারে এলো মানিনী,
মন ভুলাতে প্রাণ বিকাতে নিয়ে প্রেম-গান ॥
মদনের চয়ন করা ফুল,
যে ফুলে মরম আকুল,
মাতাল হাওয়া হ'লো ব্যাকুল গেল অভিমান ॥

সুমন্ত। না—না, বৃথা এ প্রয়াস ;
সুন্দরী নর্ত্তকীগণ !
যাও সবে—কর গে বিশ্রাম,

খুঁজে লবো আত্মতৃপ্তি
দগ্ধীভূত এই সংসারের মাঝে।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

শুন হে মহান্! সম জাতি,
সম রক্ত প্রবাহিত শিরায় শিরায়,
সম বাহুবল, সমান প্রতিজ্ঞা
ক্ষত্রতেজে রহে বর্ত্তমান ;
কহ, পাইব কি উৎসাহ তোমার ?
নহেক প্রার্থনা দাবীর প্রথায়,
নহে আতিথ্যের তব বিনিময় নিতে,
শুধু দেখাতে জগতে
ক্ষত্রবল নহে হীন ব্রহ্মবল হ'তে—
শুধু পিতৃশত্রু মম করিতে দলন।

সৌদাস। পারিবে—পারিবে কুমার ?
ক্ষত্রতেজে হ'য়ে প্রজ্বলিত,
পিতার আদর্শে
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়বাদ করিয়া সৃজন,
দারুণ সমরানলে
প্রতিহিংসা-হবিঃ দিয়ে দ্বিগুণ জ্বালাতে ?
কিম্বা শুধু অতৃপ্ত চাতক সম
উদাস-অন্তরে চাহি আকাশের পানে
অলসতা করিয়া আশ্রয়,
ফুকারিবে "জল—জল" করি ?
সত্য কথা ভাবো মনে,—

পিতা তব ব্রাহ্মণের অত্যাচারে
রাজ্য ছাড়ি কাননিবাসী,
মাতা তব ক্ষুণ্ণমনে হ'য়ে সন্ন্যাসিনী
বশিষ্ঠ-কৌশলে বন্দী রহে বশিষ্ঠ-আশ্রমে ;
যদি প্রকৃত ক্ষত্রিয় হও,
জীবন করিয়া পণ লহ প্রতিশোধ।
পারিবে সুমন্ত ?
হে কুমার! আমি তব হইব সহায়।

সুমন্ত। পারিব—পারিব ; দৃঢ়পণে
প্রতিহিংসানলে ঘৃতাহুতি করিব প্রদান।
আমি হবো দাবাগ্নি ভীষণ,
তুমি তায় দুর্জ্জয় ঝটিকা হ'য়ে জ্বালাবে দ্বিগুণ।
ডাকো তব ক্ষত্রশক্তি,
মম শক্তি তায় করিয়া সংযোগ
আসন্ন সন্ধ্যাতে নিষ্পেষিব বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণে।

সৌদাস। উত্তম হে কুমার সুমন্ত!
উপরন্তু মহাশক্তি এক
সঞ্চিত রেখেছি আমি, সহায়তা তার
শত্রু বিনাশিতে অতি ভয়ঙ্কর!
নাহি জান পরিচয় তার,
নিশাচর রাক্ষস দুর্জ্জন—কিঙ্কর তাহার নাম ;
এ সময়ে কিঙ্করে ছাড়িয়া দিব
রক্ত-মাংস ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে তাহার।
কেমন, সম্মত ?

সুমন্ত। সম্মত নিশ্চয়! আগমন তব
বিধিদত্ত দান বুঝিনু এখন।
বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ! এইবার বুঝিব তোমারে—
ক্ষত্রতেজে বিদলিব সর্ব্বতেজ তব।

সৌদাস। এসো ত্বরা,
রথ অশ্ব ল'য়ে করি অন্বেষণ
কোথা সেই রাক্ষস দুর্জ্জন;
বাক্যের ছটায়
জাগাইতে হবে রক্ত-তৃষা তার।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পর্ব্বতের পাদদেশ।

বিশ্বামিত্র।

বিশ্বামিত্র। তপ—তপ—তপ!
প্রয়োজন কঠোর তপস্যা।
বিপ্রচিহ্ন যজ্ঞসূত্র করিয়াছি লাভ,
তবু নহি পবিত্র ব্রাহ্মণ;
বশিষ্ঠ না ব্রাহ্মণ কহিলে
ব্রাহ্মণ নহিকো আমি।

সেই হেতু চারিভিতে জ্বালিয়া অনল,
ঊর্দ্ধপদে হেঁটমুণ্ডে পুনঃ আমি ব্রাহ্মণত্বলাভে
তপোবল করিব সঞ্চয়।
আজিও রাজর্ষি আমি,
ব্রহ্মর্ষি না হ'লে মিথ্যা মম তপের প্রভাব।

যোগিনীর প্রবেশ।

যোগিনী। কি গো রাজর্ষি! কতদূর গেলে? অর্থাৎ ব্রহ্মর্ষি হ'তে আর কত বাকী?

বিশ্বামিত্র। কে তুমি? দেবী কিম্বা ছলনায় আমার তপস্যালব্ধ ব্রাহ্মণত্ব হরণ করতে মায়াবিনী তুমি? আমি রাজর্ষি—সত্যই রাজর্ষি, বশিষ্ঠ এখনো আমায় ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকার করে নি।

যোগিনী। আচ্ছা, সত্যি কথা বল তো, তুমি সত্যিকারের ব্রাহ্মণ হবে?

বিশ্বামিত্র। ব্রাহ্মণত্ব না পেলে, বশিষ্ঠ আমায় ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকার না কর্‌লে দেহত্যাগ ক'রে আমি পরজন্মে ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ কর্‌বো।

যোগিনী। আমিও বল্‌ছি, তুমি রাজর্ষি থেকে ব্রহ্মর্ষি হবে।

বিশ্বামিত্র। কামনা কর মা, আমার কল্যাণে তোমার সবটুকু শক্তি দিয়ে। তুমি দেবী হও—মানবী হও—মায়াবিনী হও, আমি তোমার আশ্বাস-বচনে উৎসাহিত হবো নূতন তপাচারে। আমার সাধনা-অর্জ্জিত কাম্যফল ব্রহ্মর্ষিত্ব তুমি চিনিয়ে দাও বশিষ্ঠকে, বশিষ্ঠের মুখে তা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে প্রচারিত হোক্।

যোগিনী। তাই হবে, তুমি দশের কাছে পরিচিত হবে ব্রাহ্মণ ব'লে—যজ্ঞক্রিয়ার হোতা হবে। আমি জানি, আমারি তুলিকার চিত্রে তা প্রতিফলিত।

বিশ্বামিত্র। আবার বল—আবার বল মা! সত্যের স্তম্ভে রচিত তোমার এই সুদৃঢ় কণ্ঠস্বর আমি জগদ্বাসীকে শোনাতে চাই! কিন্তু সে কবে—কতদিনে মা?

যোগিনী।—

গীত।

দেখ্‌বো যে দিন রূপের আলো জ্বল্‌বে তোমার মনের ঘরে।
সে দিন তোমার পরম নিধি জানিয়ে দেবে যত্ন ক'রে॥
আলোর মাঝে রত্ন সোনা,
পেলে কি না যাবে জানা,
সেরূপ এখন চিন্‌বে নাকো, মনের ফেরে আছে দূরে॥
সাধনে তার রূপটী গ'ড়ে,
বাঁধতে হবে প্রেম-নিগড়ে,
অন্তরঙ্গ বস্‌বে জুড়ে তোমার ধ্যানের অন্তরে॥

[প্রস্থান।

বিশ্বামিত্র। কর্ম্ম দাও—সাধনা দাও—সিদ্ধি দাও এই দীন-হীন সাধনপথের পথিককে, আমি উঠে দাঁড়াই আমার জয়ের নিশান হাতে ধ'রে। অভিষ্ঠ পূর্ণ কর মা! আমি প্রণাম দিচ্ছি তোমার ঐ অভয়-দায়িনী পাদমূলে। [প্রণতঃ হইলেন।]

সহসা কিঙ্করের প্রবেশ।

কিঙ্কর। হাঃ-হাঃ-হাঃ! পেয়েছি—পেয়েছি! টাট্‌কা রক্তভরা মাংস—তার অস্থি-মেদ-মজ্জা—আশ মিটিয়ে দাঁতে চিবিয়ে খাবো!

বিশ্বামিত্র। কে তুমি?

কিঙ্কর। আমি নিশাচর কিঙ্কর,—আমায় জাগিয়ে দিয়েছে আমার

অন্তরঙ্গ সৌদাস তার মিত্রের পিতৃ-শত্রুর উপর প্রতিশোধ নিতে, তাই আমি তোমার হাড়-মাংস চিবিয়ে খেতে এসেছি।

বিশ্বামিত্র। আমি কে, জানো?

কিঙ্কর। তুমি বশিষ্ঠ।

বিশ্বামিত্র। না, আমি বিশ্বামিত্র।

কিঙ্কর। প্রাণভয়ে এখন তো মিত্র হ'তে চাইবেই! ভয়ে প'ড়ে এখন বিশ্বামিত্র হ'চ্ছো। আমি লোক চিনি না? বিশ্বামিত্র গেরুয়া পরে? দাড়ী রাখে? জটা দোলায়? বিশ্বামিত্র রাজা, প'রে থাকে রাজবেশ—মাথায় মুকুট—কটিতে তরবারি। তুমি বশিষ্ঠ—

বিশ্বামিত্র। না, আমি বিশ্বামিত্র; বশিষ্ঠ আমায় এমনি সাজে সাজিয়েছে। আমার রাজ্য ছিল, রাজবেশ ছিল, দণ্ড ছিল, মুকুট ছিল, সব পরাজয়ের অনলে ইন্ধনরূপে বিসর্জ্জন দিয়ে বিশ্ব-সংসারের নীল আকাশ চন্দ্রাতপের নিম্নে রৌদ্র জল মাথায় নিয়ে প'ড়ে আছি; আমি বশিষ্ঠ নই—বিশ্বামিত্র।

কিঙ্কর। তুমি বিশ্বামিত্র? রাজা সৌদাসের সঙ্গে ঐ রাজবেশ-পরিহিত কুমার সুমন্ত তোমার পুত্র?

বিশ্বামিত্র। সুমন্ত? কই, কোথায় সুমন্ত?

কিঙ্কর। সে পিতৃশত্রুর উপর প্রতিশোধ নিতে বেরিয়েছে; রাজা সৌদাস তার সহায়—আমি তার সহায়। বশিষ্ঠকে দেখিয়ে দিয়েছে আমার আহার্য্যরূপে; কিন্তু সত্যি তুমি বশিষ্ঠ নও?

সুমন্ত ও সৌদাসের প্রবেশ।

সুমন্ত। কিঙ্কর! কিঙ্কর! পেয়েছ বশিষ্ঠকে? কোন কথা নয়—কোন কৈফিয়ৎ নয়, গ্রাস কর—গ্রাস কর!

সৌদাস। কিঙ্কর! এখনো বিলম্ব কর্‌ছো? এখনো বশিষ্ঠ জীবিত?

কিঙ্কর। বশিষ্ঠ কই?

সুমন্ত। তোমার সম্মুখে।

সৌদাস। এই তাপস মূর্ত্তি—

বিশ্বামিত্র। না—না, আমি বিশ্বামিত্র। সুমন্ত!

সুমন্ত। একি! পিতা—পিতা!

সৌদাস। কিঙ্কর! ঠিক্ ধরেছ—ইনি বশিষ্ঠ নন্; আমাদের সকলেরই ভ্রম হয়েছে। মহারাজ বিশ্বামিত্র! অপরাধ গ্রহণ কর্‌বেন না—আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছি; আমাদের লক্ষ্য বশিষ্ঠ।

বিশ্বামিত্র। তা শুনেছি। সুমন্ত! পিতার উপযুক্ত সন্তান! নিতে পার্‌বে তোমার পিতৃ-শত্রুর উপর প্রতিশোধ?

সুমন্ত। পিতা! আমার একটী অনুরোধ, আপনি রাজধানীতে ফিরে চলুন—রাজদণ্ড হাতে নিয়ে রাজসিংহাসনে বসুন—প্রজাগণ তৃপ্তি-লাভ করুক্, আমি বীরদর্পে প্রতিশোধ নিতে পার্‌বো শত্রুর উপর।

বিশ্বামিত্র। রাজসিংহাসনে ব'সে নয় সুমন্ত! প্রকৃতির বৃক্ষ-লতার ছত্রছায়াতলে ব'সে আমি দেখ্‌তে চাই আমার পরম শত্রু বশিষ্ঠের দণ্ড। যাও কর্ত্তব্যপরায়ণ সন্তান! এগিয়ে যাও তোমার কর্ত্তব্যের পথে। যতদিন বিশ্বামিত্রের কাছে বশিষ্ঠ পরাজয় স্বীকার না করে, ততদিন আমি বনচারী—জীবন্মৃত।

সুমন্ত। তবে এখন আর অনুরোধ কর্‌বো না পিতা! অনুরোধ কর্‌বো কার্য্যোদ্ধারের পর; আশীর্ব্বাদ করুন যেন কৃতকার্য্য হই।

বিশ্বামিত্র। আশীর্ব্বাদে জয়ী হও বৎস!

সুমন্ত। ছোট কিঙ্কর! তোমার রক্ত-মাংসের ক্ষুধা নিয়ে বশিষ্ঠ-আশ্রমে।

সৌদাস। তুমি শিকার—আমরা হবো শিকারী,—তুমি আশ্রয় ভিক্ষা করবে বশিষ্ঠের কাছে—আশ্রয় পেয়ে তপোবনে প্রবেশ ক'রে ইচ্ছামত সব ধ্বংস করবে।

কিঙ্কর। বশিষ্ঠ—বশিষ্ঠ—

[ছুটিয়া চলিয়া গেল, পশ্চাতে সুমন্ত ও সৌদাসের প্রস্থান।

বিশ্বামিত্র। জেগেছে—জেগেছে ক্ষত্রিয়নন্দন
ব্রহ্মজ্ঞানী বশিষ্ঠের ধ্বংসের কারণ।
নাহি চিন্তা আর, নিরাপদে
তপস্যায় রবো নিমগন।
এত বল, অস্ত্রের কৌশল
ব্যর্থ কি হইবে সব ক্ষত্রিয়ের ?
ব্রাহ্মণত্ব—ব্রাহ্মণত্ব চাই,
শত ধিক্ ক্ষত্রতেজে! [ধ্যানমগ্ন হইলেন।]

গীতকণ্ঠে অপ্সরাগণের প্রবেশ।

অপ্সরাগণ।—

গীত।

এসো নবীন যোগী, মোরা পরাতে এসেছি তোমায় বরণ-মালা।
স্বপন-লতিকা মোরা স্বপনে ভাসি, এনেছি সোহাগ-ডালা।
প্রণয়ের অবদান, কত মান-অভিমান,
এনেছি তোমার তরে হৃদয়ের শত গান,
তুমি মাত হে সাজ হে নবীন প্রেমিক, মোরা যে প্রেমিকা বালা।

উর্ব্বশীর প্রবেশ।

উর্ব্বশী।_ কি হ'লো গো বিদ্যেধরীর দল ? পারলে না ধ্যান ভাঙ্গতে ? স'রে দাঁড়াও সব, আমি একবার চেষ্টা ক'রে দেখি।

গীত।

এই মাতনে দোল্ না দোলায় বসন্তিকা।
চাঁপার কলি ঘোমটা খোলে, উঠ্লো ফুটে মল্লিকা॥
সোনার দোলায় ওড়না ঘোরে,
মতির মালা আশায় ঝুরে,
এমন সাধের প্রেম-সাগরে আমি অভিসারিকা॥
আমার কানে হাওয়ার কথা,
তুমি তরু, আমি লতা,
জাগো যোগী শোন ব্যথা, ডাকে ফুল-কলিকা॥

বিশ্বামিত্র। [ধ্যানভঙ্গে] একি—একি আচরণ!
নির্জ্জনে এসেছি আমি তপস্যা কারণে,
বিঘ্ন অনুষ্ঠানে বিস্তারিয়া ছলা কলা
কেন এলে কুপথে করিতে সাথী?
যাও—যাও মায়াবিনী সব!
দূরে রহ আঁখি-অন্তরালে।
দেব নর যক্ষ রক্ষ যাহারি কৌশলে
এসে থাকো যদি সর্ব্বনাশ সাধিতে আমার,
তপোবলে মোর মাতৃজ্ঞানে পূজিনু সবারে।
ক'রে যাও আশীর্ব্বাদ—সিদ্ধকাম হই যেন আমি।

অপ্সরাগণ। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ!

[কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া সকলের প্রস্থান।

বিশ্বামিত্র। একি বিঘ্ন হেরি চারিভিতে!
খুঁজে দেখি নিভৃত কন্দর কোন তপস্যা কারণে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

তপোবনের প্রবেশদ্বার।

শক্তি।

শক্তি। অলক্ষণ-চিহ্ন হেরি চারিধারে!
থাকি থাকি স্বপনের ঘোরে
চলিতেছি যেন কোন্ মরুময় দেশে
জনশূন্য পাদপবর্জ্জিত স্থানে।
আবার কি কূটবুদ্ধি বিশ্বামিত্র
করেছে বাসনা কোন শক্রতা সাধিতে?
যেন প্রকৃতির সবটুকু অঙ্গ
ভ'রে গেছে মালিন্য-আঁধারে।
নাহি তার হাস্যভরা আয়ত-লোচন,
যেন ঘৃণিত আরক্ত সদা,
যেন উন্মত্তা ভৈরবী প্রলয়ের গড়িছে সূচনা
দীর্ঘশ্বাসে মেদিনী দলিতে!
কেন—কেন মাগো ধরেছ মলিন বেশ?
কার কাছে পেয়ে মনস্তাপ,
দলিতে বৈষম্য যত হয়েছ উতলা?

যোগিনীর প্রবেশ।

যোগিনী। একটা কথা বল্‌তে এলুম; দিনটা ভাল নয়—একটা মিশ্‌মিশে কালো কাক শুক্‌নো ডালে ব'সে ডাক্‌ছিল—কি চীৎকার! তারপর দেখ্‌তে দেখ্‌তে দখিন্ বাতাসে উজান ঠেলে চ'লে গেল।

শক্তি । কেন মা, সুধা-সমুদ্রে আজ কার আকর্ষণে সর্ব্বনাশী গরলের তুফান ছুটে চলেছে? দেবতার সম্পদ-গৃহে আজ কোন্ রক্তপিপাসু পিশাচের পৈশাচিক দৃষ্টিতে অগ্নিদাহের সূচনায় ধূম নির্গত হ'চ্ছে?

যোগিনী। জানি না; তবে হ্যাঁ, মনে হয় আগুন জ্বাল্বে ঠিক এইখানটায়। তুমি সতর্ক থেকো।

শক্তি । একি? তোমার কথায় যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড কেঁপে উঠ্ছে! তুমি প্রত্যাহার কর তোমার কথা—আমায় প্রকৃতিস্থ কর!

যোগিনী।—

গীত।

মুখে নাম জপ অবিরাম অমঙ্গল দলনে।
ত্রাণ যদি হয় ললাটলিখন কিবা ভয় মরণে॥
শিয়রে শমন যদি প্রয়াসী শোণিতরাশি,
শমনভয় নিবারণে মন্ত্রে ধর অসি,
উদয় হইতে পারে সুখ-শশী নিয়তির বিধানে॥
যদি সপ্ত সিন্ধু ওঠে গরজি ভীষণ,
মরণ থাকিলে ভালে ডুবিবে তখন,
মরণ বাঁচন সেই নিয়তি-লিখন তার আঁখি-ছলনে॥

[প্রস্থান ।

শক্তি । মন্ত্র? কি মন্ত্র? কার মন্ত্র? ডুবে গেছে সব বিস্মৃতির অতল সলিলে! একি? কে ও? কি ভীষণ মূর্ত্তি! উল্কার বেগে এই দিকে ছুটে আসছে—

ছুটিতে ছুটিতে কিঙ্করের প্রবেশ।

কিঙ্কর। আমায় রক্ষা কর—আমায় বাঁচাও! আমি নিশাচর ব্রহ্ম-রাক্ষস কিঙ্কর,—ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রের মুখ থেকে আমায় রক্ষা কর!

শক্তি । তা এখানে কেন ? এখানে তোমায় কে আশ্রয় দেবে ?

কিঙ্কর । তুমি ব্রাহ্মণ—তুমি দয়ার অবতার—আশ্রিতরক্ষণ তোমার পরম ধর্ম্ম । রক্ষা কর—আমায় বাঁচাও—

দ্রুতপদে সৌদাসের প্রবেশ ।

সৌদাস । কে রক্ষা করবে ? কে বাঁচাবে ? আশ্রিতরক্ষণ পরম ধর্ম্ম, সে ব্রাহ্মণের নয় ক্ষত্রিয়ের । ক্ষত্রিয়ও জানে মিত্রের সঙ্গে মিত্রতাচারণ, শত্রুর সঙ্গে শত্রুতাচরণ । কি শক্তি ব্রাহ্মণের, তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করতে ? আমার লক্ষ্য তোমার ঐ হিংসার বক্ষ ।

শক্তি । ব্রাহ্মণের শক্তি না থাক্‌লেও, কিঙ্কর ! যাও তুমি, তপোবন-মধ্যে প্রবেশ কর । আমার আশ্রিত তুমি—নির্ভয় তুমি, দেখি কে তোমার বক্ষ লক্ষ্য ক'রে অস্ত্রাঘাত করে !

কিঙ্কর । সাধু—সাধু—[তপোবনমধ্যে প্রবেশ করিল ।]

সৌদাস । একটা রাক্ষসকে আশ্রয় দিয়ে আশ্রিতরক্ষণ মহাধর্ম্ম প্রতিপালন করছো, কিন্তু ছিনিয়ে নিলে ক্ষত্রিয়ের বহু আয়াসলব্ধ শিকার তার রক্তপিপাসু অস্ত্রের মুখ থেকে ! পথ দাও, শিকার লক্ষ্য ক'রে আমিও তপোবনে প্রবেশ করবো ।

শক্তি । শত্রুতাসাধনে তপোবনে প্রবেশ করা ততটা নিষ্কণ্টক নয় ।

সৌদাস । কে তুমি আমায় ব্যর্থমনোরথ করতে চাও ?

শক্তি । আমি ব্রহ্মবিদ্ মহর্ষি বশিষ্ঠনন্দন শক্তি ।

সৌদাস । আর আমি ক্ষত্রবীর অযোধ্যারাজ সৌদাস ।

শক্তি । হ'লেও বিনা অনুমতিতে তপোবনে প্রবেশ নিষিদ্ধ ।

সৌদাস । সেটা ব্রাহ্মণের স্পর্দ্ধা ; স্পর্দ্ধায় সে নিয়ম সৃষ্টি করেছে ক্ষত্রিয়কে মাথা নত ক'রে যুক্তকরে তার সম্মুখে করুণাপ্রার্থী হ'য়ে দাঁড়

করাবার জন্য। কিন্তু আমি ক্ষত্রিয় নৃপতি, ব্রাহ্মণ হ'লেও ক্ষত্রবীর সৌদাসের সম্মান রক্ষা করতে শাস্ত্রসঙ্গত তুমি বাধ্য।

শক্তি। সম্মান রক্ষা করতে পারি, কিন্তু অধর্ম্মের কর্ম্মে তাকে উৎসাহিত করতে পারি না। হিংসা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম হ'তে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণের পরম ধর্ম্ম অহিংসা।

সৌদাস। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের বুকে হিংসায় অস্ত্রাঘাত করলেও ব্রাহ্মণ প্রতিদানে অস্ত্রপ্রয়োগ করবে না?

শক্তি। না, অস্ত্রপ্রয়োগ করবে না, করবে মন্ত্রপ্রয়োগ।

সৌদাস। সে মন্ত্র প্রতিহত করতে ক্ষত্রিয় জানে; ক্ষত্রিয়ের শরাসনের অস্ত্র ব্যর্থতার কলঙ্ক অর্জ্জন করতে সংযোজিত হয় না।

শক্তি। কি করতে চাও? ব্রহ্মহত্যা করবে?

সৌদাস। উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হ'লে হয় তো ব্রহ্মহত্যাও প্রয়োজন হবে।

শক্তি। সেই হত্যার রক্তে তুমি তৃণখণ্ডের মত জ্ব'লে উঠে পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে।

সৌদাস। তা যদি হ'তো, তা হ'লে ক্ষত্রিয় রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হ'য়ে তর্জ্জনী সঞ্চালনে একটা সাম্রাজ্য পরিচালনা করতো না, তোমাকেও তার সিংহাসনের পাদদেশে দীন-হীনবেশে বৃত্তিলাভের করুণাপ্রত্যাশী হ'তে হ'তো না; তার পরিবর্ত্তে তুমিই থাকতে সিংহাসনের উপর, আর আমি থাকতুম তোমার তপস্যা-অর্জ্জিত রক্ত-আঁখির তাড়নায় বিশ্বের বুকে একটা যন্ত্র-পুত্তলিকা হ'য়ে।

শক্তি। তা হ'লে তুমি ব্রাহ্মণকে দেখবার মত দেখ নি ক্ষত্রিয়! দেখেছ তার দীনতাভরা বাহ্যিক আবরণ; দেখ নি তার জগতের সার উপাদানে গঠিত অন্তর-সাম্রাজ্য, দেখ নি তার অন্তরের ক্রিয়া-সাধনা—

ত্যাগের প্রেরণা! কি সাম্রাজ্য আছে তার কাছে ব্রাহ্মণের উদার সহৃদয়তার তুলনায়? সে দীনতা বেছে নিয়েছে ক্ষত্রিয়কে ভোগের অধিকারী ক'রে। ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব দেখাচ্ছো ক্ষত্রিয়! এই ব্রাহ্মণ ইচ্ছা করলে তোমাকে সম্পদ-বেদিকা হ'তে টেনে এনে ভিক্ষাপাত্র হাতে দিয়ে ইচ্ছামত ভিক্ষুক সাজাতে পারে। যদি তার পরীক্ষা গ্রহণ করতে চাও, দেখে এসো রাজসিংহাসন হ'তে স্খলিত বিশ্বামিত্রকে—দেখে এসো তার ভিক্ষুকের বেশ। কে তার ভিক্ষাবৃত্তির স্রষ্টা? এই ব্রাহ্মণ।

সৌদাস। ব্রাহ্মণ কি তাঁর ভাগ্যনিয়ন্তা না কি? সে তাঁর নিয়তি। যাক্, বৃথা বাক-বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই; তুমি পথ দেবে কি না?

শক্তি। না।

সৌদাস। ঔদ্ধত্য দেখিও না ব্রাহ্মণ! ধৈর্য্যেরও একটা সীমা আছে।

শক্তি। সতর্ক হও ক্ষত্রিয়! মরণানলে আত্মাহুতি দিতে চলেছ।

সৌদাস। তবে আগে এই কশাঘাতে—[শক্তিকে উপর্য্যুপরি কশাঘাত।]

শক্তি। সৌদাস! সৌদাস! মনে রাখ্তে পার্লে না, তুমি কে—আমি কে? কিন্তু আমার এখনো স্মরণ আছে, অহিংসা পরমোধর্ম্ম; নিরস্ত হও, কশাঘাতে সর্ব্বাঙ্গ আমার রুধিরাক্ত—

সৌদাস। ঢেলে দাও তোমার রুধির ক্ষত্রিয়ের পদতলে, দেখি সে রক্তে কি বাড়বাগ্নি লুক্কায়িত আছে—[কশাঘাত]

শক্তি। মনে রেখো, যজ্ঞোপবীত আমার গলদেশে—আমি ব্রাহ্মণ। সংযত কর তোমার পাশিবক অত্যাচার। আমি পারি তোমায় দগ্ধ করতে আমার অমোঘ শক্তিতে, কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আমার পিতার কাছে,—পরম মন্ত্র গ্রহণ করেছি—অহিংসা পরমোধর্ম্ম। কি, তবু নিরস্ত হবে না?

সৌদাস। না—না—না, এই কশাঘাত—[কশাঘাত]

শক্তি। আরে আরে অত্যাচারী ক্ষত্রিয়-অধম !
ব্রহ্মতেজ-বিভূষিত বশিষ্ঠনন্দন আমি
কহি বারবার—
নিজ সর্ব্বনাশে করিতে আহ্বান,
নিদারুণ কশাঘাতে
জর্জ্জরিত নাহি কর ব্রাহ্মণের দেহ।

সৌদাস না—না, শুনিব না কোন অনুরোধ।

[পুনঃ কশাঘাত]

শক্তি। রাখিলে না অনুরোধ—
পারিলে না প্রতিহিংসা করিতে নির্ব্বাণ?
কশাঘাতে ক্লান্ত এ ব্রাহ্মণে
নিপীড়নে এখনো দলিতে সাধ?
দেখ তবে ক্ষত্রকুলগ্লানি !
মুমূর্ষু এ ব্রাহ্মণের যোগ্য ব্রহ্মতেজ।
নাহি ক্ষমা—নাহি আর সহিষ্ণুতা;
আকাশ, ভূধর, গ্রহ, উপগ্রহ
নতশির যেই ব্রহ্মবলে,
আঁখির ইঙ্গিতে যার তুচ্ছ তুমি—
অতি হীন ক্ষত্রিয়ত্ব তব,
চিনাইব বুঝাইব সেই ব্রহ্মবল।
পৃষ্ঠের এ কশাঘাত হ'তে
রেখায় রেখায় ধরি মূর্ত্তি
কাল-সর্প ভয়ঙ্কর,

কত সর্ব্বনাশী বিষ করে উদ্গীরণ,
হৃদয়ের পরেতে পরেতে আঁকিয়া লইতে হবে।
ক্ষত্রিয়-আচারী হ'য়ে সাজিয়ে শিকারী
আসিয়াছ ব্রহ্মরক্ত করিতে শিকার?
রে সৌদাস!
পরিণামে তার রাক্ষস-প্রবৃত্তি ল'য়ে
রাক্ষস—রাক্ষস হইবে তুমি!
জানিবে জগত—
ব্রাহ্মণের পৃষ্ঠে দিয়ে কশাঘাত,
রাক্ষস—রাক্ষস—
ঘৃণিত রাক্ষস তুমি ব্রহ্ম-অভিপাপে।

[প্রস্থান।

সৌদাস। একি, পৃথিবী কাঁপ্ছে! ছুটে চলেছে মাথার উপর দিয়ে ঘন ঘন উল্কাপাত—বজ্রপাত! পাতাল থেকে বাড়বাগ্নি আস্ছে আমায় ভস্ম করতে! আমি কোথায়? কে যেন ফেলে দিচ্ছে আমায় মরণাগ্নির লেলিহান বহ্নির মাঝখানে ইন্ধন ক'রে ভস্ম সৃষ্টি করতে। ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ! আমায় ক্ষমা কর—আমায় ক্ষমা কর! না—না, এখানে ক্ষমা নেই—এখানে প্রতিশোধ! ওঃ—আগুনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পুড়ে ভস্ম হ'য়ে যাচ্ছি! শান্তি—শান্তি—কোথা শান্তি? কত দূরে? আমায় আশ্রয় দাও—আমায় রক্ষা কর— [প্রস্থান।

মদনিকাকে আক্রমণপূর্ব্বক কিঙ্করের প্রবেশ।

মদনিকা। মহর্ষি! মহর্ষি! শত্রু—আশ্রমে শত্রু প্রবেশ করেছে। রক্ষা কর—মান রক্ষা কর—জীবন রক্ষা কর!

কিঙ্কর। কে রক্ষা কর্‌বে? বশিষ্ঠ-আশ্রমে একটী নর-নারী রাখ্‌বো না—সবাইকে গ্রাস কর্‌বো।

দ্রুত সুমন্তের প্রবেশ।

সুমন্ত। তাই কর কিঙ্কর! আমি চির-কৃতজ্ঞ থাকৃবো তোমার কাছে আমার পিতৃ-শত্রুর মনোকষ্ট দেখে। কিন্তু—একি? মা—

মদনিকা। কে? সুমন্ত! পুত্র—পুত্র—

সুমন্ত। এ কি বিপরীত দৃশ্য? মা! তুমি নির্য্যাতিত আজ আমারি চালিত রাক্ষসের হাতে? কিঙ্কর! করেছ কি? ও যে আমার মা!

মদনিকা। কিন্তু আমি দেখ্‌ছি, বশিষ্ঠ-আশ্রমের শান্তিরক্ষিণী আজ সন্তানেরও শত্রু।

সুমন্ত। না—না; যে মা সন্তানের মুখে নিজের বক্ষরক্ত ঢেলে দিয়ে পালন করেন, তিনি বিশ্ব-জননীর অংশোদ্ভূতা প্রত্যক্ষ ভগবতী। ব্রাহ্মণের উপর অত্যাচার কর্‌তে এসে আমার খুব শিক্ষা হয়েছে—নিজের জননীর নির্য্যাতন করেছি! আজ আমি নিজের উপর প্রতিশোধ নেবো—ক'রে যাবো বশিষ্ঠের মঙ্গল কামনা—নিজের হত্যার অস্ত্র প্রতিরোধ কর্‌বো নিজের সৃষ্ট অগ্নিতে আহুতি দিয়ে। ওরে রাক্ষস! আজ বশিষ্ঠ নয়, তুই আমার লক্ষ্য—

কিঙ্কর। তবে এ চক্রান্ত? আজ তোমারই মাতার সম্মুখে তোমাকে হত্যা ক'রে তোমার রক্ত-মাংস ভক্ষণ কর্‌বো।

মদনিকা। হত্যা কর সুমন্ত! শত্রুনিপাত কর!

সুমন্ত। মা! মা! শিরোধার্য্য তোমার আদেশ। এ শত্রুহত্যা নয়—আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত! ওরে রাক্ষস! ধর্‌ তোর পাপ বক্ষে এই কঠিন অস্ত্রাঘাত—[ঘন ঘন অস্ত্রাঘাত।]

কিঙ্কর। মার্—মার্, ধ্বংস কর্—ধ্বংস কর্—[ঘোরতর যুদ্ধ, সহসা সুমন্তের শরাঘাতে আহত হইয়া] ওঃ, ভেঙ্গে গেছে—ভেঙ্গে গেছে! বক্ষস্থল, হৃদ্‌পিণ্ড উপ্‌ড়ে নিয়েছ তুমি মিত্রের আবরণে আবরিত হ'য়ে। ওঃ, যদি আগে জান্‌তুম! নেবো—প্রতিশোধ নেবো, যদি জীবন পাই। ওঃ—ওঃ!

[প্রস্থান।

সুমন্ত। মা! মা! আমায় ক্ষমা কর! আমি অজ্ঞান—অবোধ—[মদনিকার পদতলে বসিল।]

নেপথ্যে বশিষ্ঠ। শক্তি! শক্তি!

মদনিকা। সুমন্ত! পালা—পালা! মহর্ষি আস্‌ছেন, দণ্ড দেবে—প্রতিশোধ নেবে—

সুমন্ত। [একটু দূরে সরিয়া গিয়া] না—না, আমি পালাবো না মা! ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করেছি আমি, চোরের মত মুখ লুকিয়ে পালাতে পার্‌বো না। আসুন মহর্ষি—দণ্ড দিন আমায়, দেখুন—চিনুন আমায় তিনি; বুঝুন তিনি, আমি আছি আমার জননীর স্নেহ-দুর্গের গণ্ডীর ভিতরে।

বশিষ্ঠের প্রবেশ।

বশিষ্ঠ। কই—কোথায় শত্রু? কে এসেছে প্রজ্বলিত অনলে আত্মাহুতি দিতে? রাজরাণী! কে শত্রুতা করেছে? [সুমন্তকে দেখিয়া] একি? তুমি কে? কি চাও—কি উদ্দেশ্য তোমার? বল, তুমি ক্ষত্রিয়?

সুমন্ত। হ্যাঁ ঋষি, আমি ক্ষত্রিয়।

বশিষ্ঠ। কালচক্রে বশিষ্ঠ ক্ষত্রিয়সংহার কর্‌তে চলেছে। ওরে ক্ষত্রিয়! ওরে পাপী! এই ব্রাহ্মণের মন্ত্রপূত বারির প্রভাবে—

মদনিকা। [বাধা দিয়া] না—না মহর্ষি, এ যে আমার পুত্র—আমার পুত্র—

বশিষ্ঠ। তোমার পুত্র? কে, এই ক্ষত্রিয় যুবক? [সুমন্তের চিবুক ধরিলেন।]

সুমন্ত। [বশিষ্ঠের পদতলে পড়িয়া] হ্যাঁ ঋষি, আমি ঐ মায়ের সন্তান; আমায় মার্জ্জনা করুন!

বশিষ্ঠ। মায়ের সন্তান? সাধিকার স্নেহরসসিঞ্চনে পরিবর্দ্ধিত সকল সন্তাপের পরম শান্তি তুমি মায়ের সন্তান? কই, দেখি—দেখি তোমার সুকুমার মুখখানি! ওরে, এ যে সত্যই তাই! এ যে বিশ্বামিত্রের প্রতিষ্ঠা—এ যে তারই প্রতিচ্ছবি—এ যে একনিষ্ঠ সাধকের ব্রহ্মাণ্ডের বুকে বীজসৃষ্টির সত্য অবদান—আমার আদরের—এই বক্ষে ধ'রে রাখ্‌বার শান্তি-উপাদান—[বক্ষে ধরিলেন] মহারাণী! পুত্রের হাত ধ'রে আশ্রমে নিয়ে এসো; বড় পরিশ্রান্ত—আহার্য্য দিয়ে ক্লান্তি দূর কর—

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

পর্ব্বতের পাদদেশ।

গীতকণ্ঠে পার্ব্বত্য রমণীগণের প্রবেশ।

পার্ব্বত্য রমণীগণ।—

গীত।

বন-বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে ফুরিয়ে এলো বেলা। (আমাদের)
কাজ্‌লা রাতে পথ হারিয়ে বাড়্‌বে শুধু জ্বালা লো, বাড়্‌বে শুধু জ্বালা॥
ওই মেঘের আড়ে সূয্যি ডোবে, ফির্‌ছে রাখাল বাটে,
(আর) মরদগুলো বাজায় ভেঁপু ব'সে নদীর ঘাটে,
আমাদের পরাণ কেমন করে—
সেই উতল করা ভেঁপুর সুরে আমাদের পরাণ কেমন করে,
তাই রইতে নারি ঘরকে লো, আছে কি মধু তায় ঢালা লো, কি মধু তায় ঢালা॥
পা চালিয়ে চল্‌,
আমাদের বয়েস কাঁচা লো, জানি না কার মনের কি ছল,—
ওদিকে ভাব্‌ছে ব'সে, ফির্‌বো কখন মুচ্‌কি হেসে,
আমাদের দেখ্‌লে দূরে আস্‌বে ছুটে, সোহাগে জড়িয়ে ধর্‌বে গলা।
আর আদর ক'রে পরাবে খোঁপায় বকুল ফুলের মালা লো, বকুল ফুলের মালা॥

[সকলের প্রস্থান।

একটি কাষ্ঠের বাঁশী ঘুরাইতে ঘুরাইতে জনৈক পার্ব্বত্য যুবকের প্রবেশ।

পার্ব্বত্য যুবক। আরে লাগ্‌—লাগ্‌—লাগ্‌—লাগ্‌—লাগ্‌—যাঃ! এ কি রকমটা হ'লো? ছুঁড়ীরা তো এইদিকেই নাচ-গান ক'চ্ছিল! আমায় দেখে পালালো না কি? তা পালাবেই তো! আমাকে যে তাদের

পছন্দই হয় না! বলে—তুই একটা বদ্ধ পাগ্‌লা, তোর সঙ্গে আবার পিরীত কর্‌বো কি? দাঁড়া, দিই এই বাঁশীতে ফুঁ—মারি এই তান, দেখি আমার পেছু-পেছু ঘুর্‌তে হয় কি না!

গীত।

তোর তরে কদমতলায় বাঁজাই বাঁশী। (বন্ধু রে)
আমি একলা ঘরে রইতে নারি, সদাই আমার মন উদাসী।
তোর ওই কালো রূপের জৌলসেতে,
পরাণটা আমার ওঠে মেতে,
হাল হেতের তাই ফেলে মাঠে তোরে দেখ্‌তে ছুটে আসি।
আমার মন সরে না খেতে শুতে,
ঘুম ভেঙ্গে যায় আধেক রাতে,
তখন মুখখানা তোর পড়ে মনে, আমি চোখের জলে ভাসি (হায় হায়)।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

পার্ব্বত্য পথ।

ব্রহ্মণ্যদেব ও লম্বোদর।

ব্রহ্মণ্যদেব। [লম্বোদরকে একরূপ টানিতে টানিতে] আঃ, এসো না! তুমি বড় কুঁড়ে; চল্‌তে চল্‌তে পথের মাঝখানে অমন হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে পড় কেন?

লম্বোদর। খুব যে লম্বা লম্বা কথা ছাড়্‌ছো হে ছোক্‌রা! বলি এ আমায় নিয়ে এলি কোথা? রাজার সঙ্গে দেখা করাবি বল্‌লি—

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাকাল করলি, এখনো বলছিস্ "এসো না!" আমি আর যাবো না। প্যাঁট-প্যাঁট ক'রে কাঁটা ফুটে পায়ের কি অবস্থা হয়েছে, দেখ্ দেখি! একটু দয়া-মায়া নেই র‍্যা? এই অল্প বয়সে এমন নির্দ্দয় হ'লে বুড়ো বয়সে করবি কি? একবারে যে পাথরের ঢিপি হ'য়ে পড়্বি!

ব্রহ্মণ্যদেব। তবে ফিরে যাও!

লম্বোদর। ওরে অলপ্পেয়ে ছোঁড়া! ফিরেই যদি যাবো তো এলুম কেন?

ব্রহ্মণ্যদেব। এই নাও ঠাকুর, তুমি তো বড় বেয়াড়া লোক! এগুবেও না—পেছুবেও না। আচ্ছা, তোমার মতবলটা কি?

লম্বোদর। বলি তুই যে মতলবে আমায় এখানে নিয়ে এলি, তার করলি কি? বল্লি—মহারাজ বিশ্বামিত্র এইখানে কোথায় তপ করছে—তপের ঠেলায় আকাশ বাতাস সব কাঁপছে—বাঘ ভাল্লুক পালাচ্ছে—বড় বড় সাপ ফণা গুটিয়ে মাথা নুইয়ে লম্বা দিচ্ছে, কই তার একটাও দেখাতে পারলি কই? একটা নেংটী ইঁদুর কি একটা গিরগিটীও চোখে পড়্লো না। তুই একেবারে বড় বড় বাঘ সিঙ্গীর তালিকা রচনা ক'রে নিয়ে এলি! বলি রাজা কোথায়, ঠিক জানিস্ তো? না আমার সঙ্গে রহস্য ক'রেই সময় কাটিয়ে দিবি?

ব্রহ্মণ্যদেব। এসো না আর একটু!

লম্বোদর। আমার ব'য়ে গেছে। নিজেই পথ-ঘাট চেনেন না, উনি আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন! জনার্দ্দনের নাম নিয়ে ভুরি-ভোজনটা সেরে বশিষ্ঠমুনিকে কল্যাণ ক'রে সবে মাত্র নাকটী ডেকেছে, এমন সময় আমার টিকি ধ'রে নিয়ে এলি এই কাঁটাবনে। ওঃ, কি বল্বো, সে রকম রাগ আমার নেই—তাই, নইলে—

ব্রহ্মণ্যদেব। নইলে দু'ঘা মারপিট করতে, এই তো? তা মারো না, তোমার সঙ্গে আর তা হ'লে কথাই কইবো না।

লম্বোদর। ওঃ, না কইলি তো ব'য়েই গেল! কি আমার সাত পুরুষের কুটুম! বেঁচে থাক্ আমার বশিষ্ঠমুনি! একটু আস্কারা দিয়েছি তো, অমনি মাথায় উঠে বসেছে! যা—যা, খেতে দেবার কেউ নয়, চড় মারবার গোঁসাই!

ব্রহ্মণ্যদেব। তবে আমি চল্লুম, তুমি পাহাড়পথে কাঁটাবনে ঘুরে ঘুরে মর। ও ঠাকুর! একটা সাপ—

লম্বোদর। [লাফাইয়া উঠিয়া] কই—কই—কই রে? ও বাবা—

ব্রহ্মণ্যদেব। মিছে কথা—মিছে কথা!

লম্বোদর। মিছে কথা বল্লি কেন? ভয়ে দম আট্‌কে যদি ম'রে যেতুম?

ব্রহ্মণ্যদেব। তুমি তো আমার কথা বিশ্বাস কর না, তুমি ভয় পাবে কেন? তুমি তো বরাবরই আমায় বিশ্বাস কর না, আর এই সাপের কথাটা বিশ্বাস করলে কেন?

লম্বোদর। দেখ্, সত্যি কথা বল্‌তে কি, আমি তোকে বিশ্বাস করি, তোর কাজগুলোকে বিশ্বাস করি না।

ব্রহ্মণ্যদেব। ঠাকুর! সর্ব্বনাশ করলে; একটা রাক্ষস আস্‌ছে—

লম্বোদর। ব'য়ে গেছে! তোর কথাতে বিশ্বাস ক'রে উল্টে গেলুম! আসুক্ গে রাক্ষস, আমি ভয় করি না।

সৌদাসের প্রবেশ।

সৌদাস। আকাশে প্রতিধ্বনি—বাতাসে প্রবাহ—ভূধরে কম্পন সেই ব্রহ্মশাপের সজ্ঘাতে। আলোর নির্ব্বাণে আকাশে হয়েছে আঁধার

প্রকাশ—আলোর শতদল ডুবে গেল ঘন অন্ধকারে—প্রকৃতির আলোর কিরীট ডুবে গেল কালোর ছায়ায় মরণশীল পাপের কোলে। ত্রাসের কল্লোল সহস্র কণ্ঠে বল্‌ছে, "ব্রাহ্মণের অভিসম্পাতে সৌদাস রাক্ষস—সৌদাস রাক্ষস!"

লম্বোদর। ওরে বাবা, মাটি ফুঁড়ে রাক্ষস বেরুলো যে! এঁ্যা—[সভয়ে বসিয়া পড়িল।]

ব্রহ্মণ্যদেব। কি ঠাকুর! ব'সে পড়্‌লে যে?

লম্বোদর। তুই একবার ক'রে সত্যি কথা, একবার ক'রে মিথ্যা কথা ক'স্ কেন বল্ দেখি?

সৌদাস। কে? কে এখানে? বিশ্বামিত্র—বিশ্বামিত্র আছ?

লম্বোদর। এই সেরেছে! এ যে আমাদের রাজাকেই খুঁজ্‌ছে।

সৌদাস। কে তোমরা?

ব্রহ্মণ্যদেব। তুমি তো অভিশাপে রাক্ষস হ'তে চলেছ? খুঁজে বেড়াচ্ছো বিশ্বামিত্রকে তার প্রতিকার কর্‌তে? তা এখানে বিশ্বামিত্র কই? ইনি হ'চ্ছেন তাঁর বয়স্য—তুমি রাক্ষস হবে শুনে ইনি ভয় পেয়েছেন। রাক্ষস হ'লে তারপর দেখা ক'রো। ঘি-দুধ খেয়ে আর একটু শরীরটা ভাল হোক্—বয়স্য মশায়ের দেহে একটু মাংস গজাক্, তারপর ভাল দিন দেখে চিবিয়ে খেতে এসো।

সৌদাস। তুমি জানো বিশ্বামিত্রের সন্ধান?

ব্রহ্মণ্যদেব। আঃ, কথা কও কেন? বয়স্যমশায় যে ভয়ে যেতে বসেছেন। ওই দিকটায় দেখ না! বিশ্বামিত্র ঐ দিকে কি কোথায়, যেখানে হোক্ আছেন।

সৌদাস। মহারাজ বিশ্বামিত্র! তপাসন ছেড়ে উঠে এসো অভি-সম্পাতের প্রতিকার কর্‌তে! চূর্ণ হ'য়ে গেছে আমার বক্ষস্থল—আমি

অন্ধকারে নিপতিত দৃষ্টিহীন পথিক—সর্ব্ব অমঙ্গল আমার চারিদিকে তাণ্ডব নৃত্য কর্‌ছে—শুষ্ক বক্ষের পিপাসায় আমি ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছি—নিয়তির কঠিন শাসন-ইঙ্গিতে আমি ডুবে যাচ্ছি এক জঘন্য হিংসার অগম বারিধিতলে। বিশ্বামিত্র! মহারাজ বিশ্বামিত্র! তুমি প্রতিকার কর এই মহাবিপ্লবের তোমার অর্জ্জিত তপস্যায়—

[দ্রুত প্রস্থান।

লম্বোদর। ওরে বাবা, এ রকম সৌখিন রাক্ষস তো কখনো দেখি নি। আমায় বোধ হয় তেমন পছন্দ হ'লো না?

ব্রহ্মণ্যদেব। পছন্দ হ'লে কি কর্‌তো জানো? গিল্‌তো—

লম্বোদর। তুই থাম্‌! ভয়ে আমার পেটের ভেতর হাত-পা সেঁধিয়ে গেছে—[উঠিয়া দাঁড়াইল।]

ব্রহ্মণ্যদেব। তা আমি কি করবো? তুমি ভয় পাও কেন? কই, আমি তো ভয় পেলুম না!

লম্বোদর। তুই যে সর্ব্বনেশে ছেলে! ওরে বাপ্‌ রে, এ রকম ডাংপিটে জান্‌লে তোর সঙ্গে এতটা পথ চ'লে আস্‌তুম!

চীৎকার করিতে করিতে কিঙ্করের প্রবেশ।

কিঙ্কর। পথ ছাড়—পথ ছাড়, বাতাসের গতিকেও পরাজিত ক'রে আমি ছুটে চলেছি বিশ্বামিত্রের সন্ধানে। বক্ষে আমার মৃত্যুর আকর্ষণী শর বিদ্ধ, কেউ গতিরোধ ক'রো না—শক্রতায় গ্রাস করবো সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড!

লম্বোদর। আঁা—আঁা—আঁা—আঁা—[মাটিতে পড়িয়া গেল।]

কিঙ্কর। কে?

ব্রহ্মণ্যদেব। তুমি কে?

কিঙ্কর। রাক্ষস—রাক্ষস—

লম্বোদর। আঁ—আঁ—আঁ—আঁ—

ব্রহ্মণ্যদেব। এ কি! সর্ব্বাঙ্গ যে রুধিরাক্ত—

কিঙ্কর। হ্যাঁ, বুকে বাণ মেরেছে—

ব্রহ্মণ্যদেব। যাও—যাও, যদি বাঁচ্‌তে চাও, একটু এগিয়ে যাও। ঐ পাহাড়টা যেখানে ঘুরে গেছে, ঐখানে বিশ্বামিত্র আছে, চিকিৎসা কর্‌বে।

কিঙ্কর। তুমি এতটুকু বালক—আমায় দেখে ভয় হ'চ্ছে না? তুমি হাস্‌ছো? বল, তুমি কে?

লম্বোদর। ভয় পেয়েছি—আমি ভয় পেয়েছি—

ব্রহ্মণ্যদেব। ঐ দেখ, ভয় পাওয়া আরম্ভ হ'য়ে গেছে; আমিও এইবার ভয় পেলুম ব'লে। যতটুকু সাহস ছিল—ফুরিয়ে গেছে, এইবার মূর্চ্ছা যাবো। যাও না—বিশ্বামিত্রের কাছে যাও না, এর প্রতিকার হবে।

কিঙ্কর। কিন্তু তারই পুত্রই আমার বুকে শরাঘাত করেছে।

গীতকণ্ঠে যোগবলের প্রবেশ।

যোগবল।—

গীত।

যদি প্রতিকার তার চাও, এসো সঙ্গে তারে খুঁজিতে।
বাসনা তোমার করিও প্রচার আত্মতৃপ্তি লভিতে।
যদি হিংসা থাকে হিংসা করিও,
যদি নত হ'তে সাধ মাথাটী নামায়ো,
সঙ্গত যাহা বিচার করিও পড়িতে কিংবা উঠিতে।

কর্ম্ম তোমার ফুরায়ে গিয়েছে মর্ম্মে পেয়েছ সূচনা,
শ্বাসহীন দেহ হইবে তোমার অচিরে ঘুচিবে যাতনা,
সফল করিতে পরের সাধনা জন্ম তোমার মহীতে॥

[কিঙ্করের হাত ধরিয়া প্রস্থান।

ব্রহ্মণ্যদেব। ও ঠাকুর, জেগে আছ না ঘুমিয়ে পড়্‌লে?

লম্বোদর। রাক্ষস গেছে?

ব্রহ্মণ্যদেব। গেছে তো; আবার ডাক্‌বো না কি?

লম্বোদর। এইবার কিন্তু তোর ব্যাভারে আমি আত্মহত্যা কর্‌বো।

ব্রহ্মণ্যদেব। তুমি এইখানে নাক ডাকিয়ে ঘুমোও না, আমি দু'টো একটা বাঘ-ভালুক দৈত্য-দানা রাক্ষস-টাক্ষস ডাকি—আমার বেশ লাগ্‌ছে কিন্তু—বেশ খেলাঘরের খেলার মতন!

লম্বোদর। তোর ছাই পাঁশ খেলার মাথায় মারি ডাণ্ডা! উনি বাঘ ভালুক নিয়ে খেলা কর্‌বেন, আর আমি এই কাঁটাবনে নাক ডাকিয়ে ঘুমুবো! ওঃ, ঘুমোবার কি জায়গা রে—একেবারে পাথরের তুল্‌তুলে বিছানা—যেমন সোনার পাথরবাটি! চল্‌—চল্‌—ফিরে চল্‌, আমার ক্ষিদে পেয়েছে—তেষ্টা পেয়েছে—

ব্রহ্মণ্যদেব। মহারাজ বিশ্বামিত্রের সঙ্গে দেখা কর্‌বে না?

লম্বোদর। আবার? তোর সঙ্গে? তুই সব পারিস্‌; এক ফোঁটা ছেলে, একেবারে ভেল্কি লাগিয়ে দিয়েছিস্‌। হ্যাঁ রে, তুই এমন হ'লি কি ক'রে? এমন মায়া শিখ্‌লি কোথায়?

ব্রহ্মণ্যদেব। বল্‌বো কেন? তুমি তো আর আমায় ভালবাসো না!

লম্বোদর। না রে না, তোকে ভালবাসি অন্তরে। মুখে তিরস্কার কর্‌লেও তোর সঙ্গ ছাড়া আমি থাক্‌তে পারি না। আমার দৃষ্টি জুড়ে, সমগ্র সৃষ্টি জুড়ে তুই ব'সে আছিস্‌; জানি না, এ তোর কি মায়া—কি ছলনা?

ব্রহ্মণ্যদেব।—

গীত।

আমার মায়া আমার ছলা ভালবেসে বিলিয়ে বেড়াই।
ভালবেসে মনের কথা মন পেলে তা আপনি শুনাই॥
তুমি যদি ভালবাসো মনের মানুষ হও না,
ফুটিয়ে তুলে প্রাণের মুকুল সরল কথা কও না,
আমি সঙ্গ পেলে সঙ্গী হ'য়ে অঙ্গে মধুর অঙ্গ মিশাই॥

[গীতান্তে] নাও, হাত ধর—আমরা পালাই চল, আমার ভাল বোধ হ'চ্ছে না; মনে হ'চ্ছে পৃথিবীর বুকে একটা প্রলয় সৃষ্টি হবে।

লম্বোদর। অর্থাৎ কিছুই হবে না—তোর অর্দ্ধেক কথা বাজে। চল্, সাবধানের মার নেই।

[উভয়ের প্রস্থান।

বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।

বিশ্বামিত্র। নাহি জানি অহেতুক
কেন মন হইল চঞ্চল!
কেন হারাইয়ে চিত্ত-স্থৈর্য্য
খুঁজিয়া না পাই ব্রত-অনুষ্ঠান হেতু
যোগ্য ক্ষেত্র আসন পাতিতে?
যেন শত বাধা পদে পদে—
যেন উল্কা আসে বেগে,
অশনি শিয়রে ঘুরে,
রক্তবৃষ্টি—অগ্নিদাহ!
কেন—কেন, এ কি দেবমায়া?

দেবগণ শত্রু যদি,
মহামন্ত্রে স্বর্গরাজ্যে
বাসবের টলাবো আসন।
কই—কোথা,
কেবা শত্রু আছ লুকাইয়া
বিশ্বামিত্রে করিতে পাতিত ?

সৌদাসের পুনঃ প্রবেশ।

সৌদাস। বিশ্বামিত্র ? কই—কোথা বিশ্বামিত্র ?

বিশ্বামিত্র। কে ? একি, মহারাজ সৌদাস ?

সৌদাস। হ্যাঁ, তোমার প্রতিহিংসার আগুন বহন ক'রে নিয়ে গিয়েছিলুম বশিষ্ঠের তপোবনে, কিন্তু সেখানে প্রতিহিংসার আগুন নির্ব্বাপিত করবার মন্ত্রৌষধি বিদ্যমান। দেবতা নয়—দানব নয়—বশিষ্ঠ নয়, মন্ত্রে অগ্নিবৃষ্টি ক'রে দগ্ধ করেছে আমায় বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি।

বিশ্বামিত্র। সৌদাস ! তুমি পরাজিত ?

সৌদাস। অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতায় বশিষ্ঠপুত্র আমায় নিরস্ত হ'তে ব'লেছিল, আমি তাকে জর্জ্জরিত ক'রেছিলুম কশাঘাতে ; যখন তাকে রুধিরাক্ত-কলেবরে মাটির উপর আছড়ে ফেলেছি, তখন সে অভিসম্পাত দিলে, "রাক্ষস হও !" আমি রাক্ষস হ'তে চলেছি ; যদি পার, প্রতিকার কর বিশ্বামিত্র !

বিশ্বামিত্র। বিশ্বামিত্রের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার সুযোগ সৃষ্টি করেছে বশিষ্ঠপুত্র শক্তি। শক্তি নিজের হাতে নিজের মৃত্যুবাণ সৃষ্টি করেছে। তুমি রাক্ষস হও সৌদাস ! আমি বশিষ্ঠের বংশধরগুলি একটীর পর একটী ধ'রে দেবো তোমার রাক্ষসবৃত্তি চরিতার্থ করতে।

কিঙ্করের প্রবেশ।

কিঙ্কর। আর আমি? দেখ আমার পরিণাম! তোমার পুত্রকে সাহায্য করতে গিয়ে তারই শরাঘাতে আমি মৃত্যুপথযাত্রী।

বিশ্বামিত্র। সুমন্তের শরাঘাতে? কেন?

কিঙ্কর। আমি বুঝ্তে পারি নি—জান্তে পারি নি সুমন্তের জননী সেখানে বর্ত্তমান। তপোবনের আশ্রমরক্ষিণী ভেবে আমি তার উপর অত্যাচার করতে গিয়েছিলুম, তাই সুমন্ত আমার বুকে তার কঠিন শরাঘাত করেছে।

বিশ্বামিত্র। তাতে তোমারও আক্ষেপ কর্‌বার কিছু নেই; জননীর সন্তান তার মায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করেছে।

কিঙ্কর। বিশ্বামিত্র!

বিশ্বামিত্র। নিরস্ত হও, এ তোমার যোগ্য কার্য্যের শাস্তি—পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

কিঙ্কর। পূর্ব্বে জান্‌লে বিশ্বামিত্রকেও অব্যাহতি দিতুম না।

বিশ্বামিত্র। দেবে কোথা থেকে? তোমাকে যে প্রয়োজন আমার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে।

কিঙ্কর। কি করবে কর, আর বাক্‌-বিতণ্ডার প্রয়োজন নেই। বিশ্বামিত্র! যন্ত্রণার উপশম করতে আজ আমি তোমার পায়ের তলায় পতিত—

বিশ্বামিত্র। তোমার মৃত্যু অনিবার্য্য! কিন্তু দেহত্যাগ কর্‌বার পুর্ব্বে তোমার আত্মাকে চালিত কর ঐ সৌদাসের দেহে। সৌদাসের দেহ আর তোমার রাক্ষস-মায়ার আত্মায় এক অপূর্ব্ব রাক্ষস সৃষ্টি হোক্‌। দুই শক্তি এক শক্তিতে পরিণত হ'য়ে প্রতিহিংসা গ্রহণ কর

বশিষ্ঠের উপর; তোমরা আগুন জ্বালো, আমি বাতাস দিয়ে তা জাগিয়ে রাখ্‌বো। যাও, স্নান ক'রে এসো ঐ ঝরণার জলে।

সৌদাস। রাক্ষসই সাজালে বিশ্বামিত্র! উত্তম! হিংসা দিও—ক্ষুধা দিও—তৃষ্ণা দিও। সৌদাস রাক্ষস—রাক্ষস!

[প্রস্থান।

কিঙ্কর। ঐ ঝরণার জলে দেহত্যাগ কর্‌বো, শুধু আত্মা আমার খেলা কর্‌বে পরদেহে। বিশ্বামিত্র! তুমি নিভ্‌তে দিও না আমার আত্মার প্রতিহিংসা। ওঃ—কি যন্ত্রণা! যাই—জলে ঝাঁপ দিয়ে শান্তি-লাভ করি গে। [প্রস্থান।

বিশ্বামিত্র। চলুক দ্বন্দ্ব বিশ্বামিত্রে বশিষ্ঠে, এ আগুন নিভ্‌বে না—নেভ্‌বার নয়।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

তপোবন-সান্নিধ্য পথ।

নীলাম্বর গাহিতেছিল।

গীত।

আমায় শিখিয়ে দাও গো পরমব্রহ্ম কোন্ রূপেতে থাকো কোন্‌খানে?
যা শিখাবে তাই শিখিব, চিন্‌বো তোমায় সেই ধ্যানে।
শুনি তুমি নয়ন আমার; হাসি আমার দেহ মন,
তুমি না কি প্রেমের ধারায় কোন্ মহিমায় চিনাও তোমার মুক্ত চরণ,
কোথায় থাকো অচিন রতন কোন্ সাগরের মাঝখানে॥

জরাগ্রস্ত শক্তি্র প্রবেশ

শক্তি্। নীলাম্বর—নীলাম্বর! ওরে তপোবনের গণ্ডী ছেড়ে প্রকৃতির মুক্ত বুকে এসে দাঁড়িয়েছিস্ কার ইঙ্গিতে? কি পেলি এখানে? সাহস না ভয়? কি দেখ্‌লি এখানে? সৌন্দর্য্য না নরকের বিভীষিকা? কি আশা করিস্ বুক থেকে? সান্ত্বনার আশ্রয় না জ্বালাময় অগ্নির তাণ্ডবলীলা? নেই—নেই, ফুরিয়ে গেছে সব সাধনার সম্বল; যা পাওয়া যায়, তা প্রাণঘাতী বিষ। ওরে, পালিয়ে আয়—পালিয়ে আয়! এতটুকু কোমল প্রাণখানি তোর, নিঃশ্বাসে আঁখির পলকে শুখিয়ে যাবে।

নীলাম্বর। কি বল্‌ছো বাবা? এমন শিক্ষা তো কথনো দাও নি! এমন ভয় তো কখনো দেখাও নি! এখানে হিংসা নাই—দ্বেষ নাই—কত আনন্দ! সাপে ময়ূরে একসঙ্গে নৃত্য করে। এখানে কাকে ভয় করবো বাবা?

শক্তি্। একদিন এই তপোবনের সেই গর্ব্ব ছিল, আর আজ—এই দেখ্ আমার পৃষ্ঠদেশে তার প্রতিহিংসার চিহ্ন, ক্ষত-বিক্ষত ক'রে দিয়ে গেছে নিয়তির করাল ইঙ্গিতে সর্ব্বগ্রাসী রাক্ষস,—বুঝি চিরদিনের জন্য কেড়ে নিয়ে গেছে আমার উদ্যম, আমার দৃঢ়তা, আমার সাধনা। কশাঘাতে জর্জ্জরিত আমি—জরাগ্রস্ত। ঠিক এইখানে—রক্ত-আঁখিতে গর্ব্বিত ক্ষত্রিয় সর্ব্বস্ব অপহরণ ক'রে নিয়ে গেছে ব্রাহ্মণের,—বেত্রাঘাতে শাসন ক'রে ক্ষত্রিয় নামিয়ে দিয়ে গেছে ব্রাহ্মণকে তার গর্ব্বের সমুচ্চ আসন থেকে।

নীলাম্বর। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে শাসন করতে এসে হয়েছে রাক্ষস, সে তো ব্রাহ্মণেরই অভিশাপে; ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব যায় নি বাবা!

ব্রাহ্মণ হয় তো কর্ম্ম হারিয়েছে। যে দিন ব্রাহ্মণ যাবে, সে দিন স্বয়ং ব্রহ্মও অন্তর্হিত হবেন। সে ধারণা যদি না থাক্‌বে, তবে আমার সংস্কার কি জন্য? কার বিশ্বাসে আমি ব্রহ্মচারী? কে চিনিয়ে দিলে আমায় ব্রহ্মপদ? আমি মহামুনি বশিষ্ঠের পৌত্র—আমার ব্রহ্মতেজও সহজ নয়। পিতা! আমিও পিঠ পেতে ক্ষত্রিয়ের কশাঘাত বহন ক'রে অভিশাপ দিতে শিক্ষা করেছি।

শক্তি। পারবি—পারবি নীলাম্বর! তোর পিতার পৃষ্ঠের একটী মাত্র ক্ষতের চিহ্ন বর্ত্তমান পর্য্যন্ত মন্ত্রপূত খড়্গ হাতে নিয়ে ক্ষত্রিয় নিধন ক'রে জগতের বুকে ব্রাহ্মণের তেজ-গর্ব্ব অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে? আমি আশীর্ব্বাদে গ'ড়ে তুল্‌বো তোর সাধনা-শক্তিসাফল্য! ক্ষত্রিয়ের কশাঘাতে শুধু রক্তধারা ঝরে নি নীলাম্বর! তারও শতগুণ ঝ'রে গেছে যন্ত্রণার নয়নাশ্রু। আমি পার্‌বো না, আজ আমি জরাগ্রস্ত—পঙ্গু; পারিস্‌ যদি, নির্ব্বাণের পূর্ব্বে তুই একবার জ্ব'লে ওঠ্‌ ধ্বংসকারী রুদ্রতেজে।

যোগিনীর প্রবেশ।

যোগিনী। বাঃ, চমৎকার! ছেলেকে বুঝি এমনি ক'রে কুশিক্ষা দিতে হয়? নিয়তির ডাকে তুমি ঝাঁপ দিতে চলেছ মরণ-সমুদ্রে, তার আগে বংশের দুলালটীকে বুঝি এগিয়ে দিচ্ছো?

শক্তি। কে তুমি? কেন আস্‌ছো বারবার? আস মিত্রতার ছলে, যাবার সময় চ'লে যাও শত্রুর বিদ্রূপের হাসিতে অনল সৃষ্টি ক'রে। তোমায় দেখে শান্তির শীতল সলিলশিকর ভেবে তৃপ্তি খুঁজে নিতে যাই, দেখি তুমি বাড়বানল—মর্ম্মভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস—তিন লোকের ঘর অন্ধকার করা তুমি নিয়তি!

যোগিনী। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ওই পৃষ্ঠে কশাঘাত—সেও নিয়তি! এই

জরাগ্রস্ত—সেও নিয়তি, এই নয়নাশ্রু—সেও নিয়তি! এ চাই, নইলে ক্ষত্রিয় শাসিত হবে কেন? সে চাবুক তুলেছে ব্রাহ্মণের উপর—পরিণামে রাক্ষস হয়েছে, সেও নিয়তি। আকাশে নিয়তি—বাতাসে নিয়তি—ভঙ্গিমায়—কথায়—চক্রান্তে নিয়তি—নিয়তি!

শক্তি। এ কি তোমার দৃষ্টি! ও কি লোলুপ চাহনি! নীলাম্বর! নীলাম্বর! পালিয়ে আয়—পালিয়ে আয়, গ্রাস করবে!

যোগিনী। ভয় পেয়েছ? ভয় কি? [নীলাম্বরকে ক্রোড়ে লইয়া] এই আমি নীলাম্বরকে কোলে ক'রে দাঁড়িয়ে আছি। তুমি আশ্রমে যাও—পূজা কর—ধ্যান কর, জরাগ্রস্ত জীবনে শান্তি পাবে,—ক্ষত্রিয়ের উপর অভিশাপের সাফল্য কামনা কর।

শক্তি। এমন মাতৃমূর্ত্তি তুমি? তুমি এসেছ আমার নীলাম্বরকে প্রকৃতির বিষের নিঃশ্বাস থেকে বাঁচাতে? নীলাম্বর! প্রণাম কর্—প্রণাম কর্ ঐ মায়ের চরণে, আমি গন্ধপুষ্প নিয়ে আস্‌ছি ঐ স্বলোক-পূজিতা মায়ের চরণে অঞ্জলি প্রদান করতে।

[প্রস্থান।

যোগিনী। নীলাম্বর! কি পেলি এই বুকে?

নীলাম্বর। মাতৃস্নেহ।

যোগিনী। মায়ের কোলে ঘুমাবি?

নীলাম্বর। ইচ্ছা করে ঘুমাই, সে ঘুম আর কখনো যেন না ভাঙ্গে!

যোগিনী। ঘুমো—ঘুমো, রাক্ষস আস্‌ছে, ধ'রে নিয়ে যাবে—

সৌদাসের প্রবেশ।

সৌদাস। এই সেই তপোবন—এই সেই অভিশাপের কেন্দ্রস্থল! ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ শুধু শীর্ষস্থান অধিকার করেছে অভিশাপ দিতে। বেত্রা-

ঘাতের পরিণামে অভিশাপে আমি রাক্ষস! [কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া] কে—কে ওখানে? যোগিনীবেশিনী কে তুমি? তোমার কোলে ও কে?

যোগিনী। ব্রাহ্মণপুত্র—ব্রহ্মচারী।

সৌদাস। ও সাক্ষাৎ সর্পশিশু; দাও, নামিয়ে দাও ঐ শিশুকে।

যোগিনী। কেন, কি করবে?

সৌদাস। হত্যা করবো; ক্ষত্রিয়সমাজকে নিমন্ত্রণ ক'রে ব্রহ্মচারীকে বলিদান দেবো। ব্রাহ্মণ আমার শত্রু।

যোগিনী! জানো, এ কে? মহর্ষি বশিষ্ঠের পৌত্র—শক্তির পুত্র।

সৌদাস। ও আমার শত্রুর পুত্র।

যোগিনী। হ্যাঁ, দেখ না এই মুখখানি; হত্যা করতে পারবে? [ক্রোড় হইতে নামাইয়া দিল।]

সৌদাস। ব্রহ্মহত্যা আমার পণ—অভিশাপের প্রতিশোধ নিতে ব্রহ্মহত্যাই আমার ব্রত—ব্রহ্মরক্ত আমার তর্পণের উপাদান।

যোগিনী। কিন্তু তার পশ্চাতে আছে আরও তীব্র অভিশাপ।

সৌদাস। সে অভিশাপ আমার কামনার।

যোগিনী। তবে নিয়ে যাও—হত্যা কর।

সৌদাস। [নীলাম্বরকে দৃঢ়হস্তে ধরিয়া] হাঃ-হাঃ-হাঃ! ব্রহ্মচারী—ব্রহ্মচারী—

নীলাম্বর। মা—মা—!

যোগিনী। মা নই—মা নই, নিয়তি—নিয়তি—হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

নীলাম্বর। মা গো, কই তোমার স্নেহ? কই তোমার আশ্বাসের কোল? কই তোমার ঘুমপাড়ানো কোমল করস্পর্শ? মা—মা—!

সৌদাস। স্নেহ নেই—আশ্বাস নেই—ঘুমাবি আমার অস্ত্রের তলায়। এ প্রতিশোধ—অভিশাপের প্রতিশোধ!

নীলাম্বর। না—না, আমায় ছেড়ে দাও; তুমি ক্ষত্রিয় রাজা, ব্রহ্মহত্যা তোমার সাজে না।

সৌদাস। ব্রহ্মহত্যাই আমি চাই!

নীলাম্বর। আমায় রক্ষা কর—আমায় রক্ষা কর—আমায় মুক্তি দাও!

সৌদাস। মুক্তি নাই—মুক্তি নাই! প্রতিহিংসার খড়্গ মুক্তি দেবে ক্ষত্রিয়ের বিরাট হত্যা-যজ্ঞের মাঝখানে! শক্র—শক্র—

নীলাম্বর। মা—মা—!

সৌদাস। হাঃ-হাঃ-হাঃ! [অট্টহাস্য]

[নীলাম্বরকে টানিয়া লইয়া সৌদাসের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

তপোবন—দেবগৃহ।

বশিষ্ঠ ও তাপসকুমারীগণ।

বশিষ্ঠ। গাও—গাও তাপসকুমারীগণ!
সুকণ্ঠে তুলিয়া তান, আবাহন-গানে
বিশ্বপতি নারায়ণে বিশ্রাম-শয়ন হ'তে
টেনে আন জাগরণ-পথে।
ফুলহারে, সুগন্ধি চন্দনে,
মনোমত উপহার দানে
সসম্মানে আরতির কর অনুষ্ঠান।
কর সদুপায়, অভাগায় বিমুখ বৈকুণ্ঠপতি
অচিরায় সুপ্রসন্ন হন যাহে।

তাপসকুমারীগণ।—

গীত।

এসো আরতি নিতে ওগো ফুল্লচিতে হাসি-আননে।
বরণে তোমার বর-উপহার রচিত এ হার ফুলচয়নে॥
পরাগ-প্রলেপ মাখা গন্ধফুলে,
ভিজায়ে রেখেছি প্রিয় নয়নজলে,
মনের আগল খুলে, পরাতে তোমার গলে, এসেছি তোমার চরণে॥

শক্তির প্রবেশ।

শক্তি। পিতা! পিতা!
বুঝি ঘটিয়াছে সর্ব্বনাশ!
নীলাম্বরে খুঁজিয়া না পাই;
এসেছিল যোগিনী কামিনী এক.
বুঝি অপহৃত নীলাম্বর তাহারি চক্রান্তে!
বশিষ্ঠ। যোগিনী? কে সে যোগিনী?
শক্তি। মহাশত্রু বিশ্বামিত্র প্রেরিত নিশ্চয়।
বশিষ্ঠ। বিশ্বামিত্র? না—না,
নীলাম্বর রাহুগ্রস্ত আজি
বুঝি মোর অদৃষ্টের দোষে!
কিন্তু একি অসম্ভব কথা শুনি বিশ্বপতি?
শত্রুতায় বিশ্বামিত্র জয়ী হবে আজ?
শক্তি। পিতা!
বশিষ্ঠ। পুত্র! খুঁজে দেখ তন্ন-তন্ন করি
পৃথিবীর বুক চিরে; তাপসকুমারীগণ!
নাহি নীলাম্বর, এ নহে সম্ভব কভু!
দেখ—দেখ, খেলাচ্ছলে আছে লুকাইয়া।

[তাপসকুমারীগণের প্রস্থান

শক্তি। পিতা! অনুমান মম
নীলাম্বর ডুবে গেছে শত্রুর চক্রান্তে;
তাই হ'য়ে নিরুপায়, আসিয়াছি তব পায়
সমুদায় করিবারে নিবেদন।

পিতা! আশুগতি করহ উপায়,
নহে ধ্বংস হ'য়ে যায় অচিরায়
তপোবনে শান্তি সমুদায়
বিশ্বামিত্রের হিংসার অনলে।
ক্ষত্রবংশোদ্ভব গাধীর নন্দন
কাম, ক্রোধ, লোভাদির হইয়া অধীন,
ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ সুজনে করিতে দলন
অহঙ্কারে উন্মত্ত-আকার।
সমকক্ষ হইতে তোমার,
ব্রাহ্মণত্ব করিতে অর্জ্জন,
দাম্ভিক ক্ষত্রিয় উর্দ্ধপদে হেটমুণ্ডে
সহি রৌদ্রজল করিছে সাধনা;
পুনঃ করে আয়োজন আশ্রিত তাহার
ক্ষত্রিয় ত্রিশঙ্কুরাজে পাঠাইতে স্বর্গধামে।
দেবের দেবত্বনাশে সঙ্কল্প যাহার,
তোমা সনে মিত্রতা তাহার সম্ভব না হবে।

বশিষ্ঠ। কহ, কিবা যুক্তি চাহ সে কারণ?

শক্তি। পিতা! যুক্তি নাহি চাই,
চাই শক্তি ক্ষত্রিয়-অধমে করিতে দলন।

বশিষ্ঠ। দ্বিজপুত্র তুমি; পার যতক্ষণ,
ব্রহ্মশক্তি তব দেখাও জগতে।
জেনো পুত্র! কর্ম্মফলে মরতের বুকে
মহাপরাক্রমী বিশ্বামিত্র ঋষি;
তুচ্ছ গণে মহাশক্তিধর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরে।

শক্তি। তপস্যায় এত শক্তি করেছে অর্জ্জন ?
ব্রহ্মবরে ব্রহ্মশক্তি চাহে দলিবারে ?
না—না পিতা! এ হেন আদর্শ
মুছিয়া ফেলিতে হবে জগৎ হইতে।
ওঠো—জাগো তুমি পিতা!
সাধনা-অর্জ্জিত তব মহামন্ত্র ল'য়ে।
ত্রাসিতপরাণে গৃহ-অন্তরালে
কত কাল ফেলিব নয়নজল ?
পিতা! পিতা! ধরি পায়,
মহা-সাধনায় মহাবিদ্যা জাগায়ে তোমার
জয়যুক্ত কর আপনারে ;
ভীরুতায় রোদন সম্বল করি
কেন হও ঘৃণ্য ত্রিভুবনে ?

বশিষ্ঠ। ওরে, অনন্ত দুঃখের গীতি গাহিয়া ভুবনে
ভাগ্য মোর করিছে প্রচার—
নারায়ণ আপনি স্বহস্তে তাঁর
বিশ্বামিত্রে দিতে চান ব্রাহ্মণত্ব,
কাম্য যাহা তার।
তাই যদি হয়, কোথা শক্তি মম
এ হেন নরের গর্ব্ব করিতে দলন ?
নারায়ণ হন যদি বাদী,
ত্রিভুবন কলঙ্ক ঘোষিবে
প্রতিবাদী হ'য়ে সংগ্রামস্থজনে মোর ;
তার চেয়ে প্রকৃতির বুকে রহিব নির্ব্বাক,

দেখিব দাঁড়ায়ে
ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণত্ব দেবকার্য্য ভাবি।
কিবা ক্ষতি তায়,
সাধনায় ক্ষত্র নর পায় যদি ব্রাহ্মণত্ব?

শক্তি। সত্য বিশ্বামিত্র হইবে ব্রাহ্মণ?

বশিষ্ঠ। এই নিয়তিলিখন।

শক্তি। আর তুমি?

বশিষ্ঠ। সমাদরে দিয়ে আলিঙ্গন,
ক্ষত্রিয় সাধকে সাজাবো ব্রাহ্মণ।
এ যে বিধাতৃ-বাঞ্ছিত!
তাই বশিষ্ঠের ব্রাহ্মণত্ব
ক্ষত্রিয়ের সৌভাগ্য গড়িয়া
ছাড়িয়া দিয়াছে তারে কর্ম্মের জগতে;
তাই বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মদণ্ডে তার
ক্ষত্রিয়ের স্নেহ মোহ
পুড়াইয়া আঁখির ইঙ্গিতে,
বিশ্বামিত্রে সাজাইল সাধক সন্ন্যাসী।
ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণত্ব হইবে প্রকাশ,
যবে ধ্বংস হবে বশিষ্ঠের শত পুত্র
বিশ্বামিত্র সাধকের মন্ত্রচালনায়।

শক্তি। না—না, পিতা! বিধাতা স্বয়ং যদ্যপি
জয় দিতে বিশ্বামিত্রে
অস্ত্রহাতে স্বর্গ হ'তে অবতীর্ণ হন,
তপোবলে তব

প্রবল ঘূর্ণীর চক্র করি সম্বরণ
বিশ্বমাঝে খুঁজে দেখ আপন কল্যাণ;
নহে সৃষ্টি যাবে—ব্রাহ্মণত্ব যাবে,
লুপ্ত হবে ব্রহ্ম-আরাধনা
বিশ্বামিত্র হইলে ব্রাহ্মণ।

বশিষ্ঠ। নিয়তি-লিখন পারিবে কি করিতে খণ্ডন?

শক্তি্র। পিতা! পাই যদি অনুমতি তব,
জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলা করিতে পালন,
শত নিয়তির লেখনী-প্রসূত ভাবী চিত্র যত
অগ্নি-মন্ত্রে দিব জ্বালাইয়া।

বশিষ্ঠ। এত শক্তি যদি দুরদৃষ্ট করিতে দলন,
কেন কর নাই এত দিন?
কেন নিরুপায়ে যুক্তকরে
আমার দুয়ারে কৃপাপ্রার্থী,
ধৈর্য্য নিয়ে অযাচিত রোদন সম্বল করি?

শক্তি্র। তুমি যে রক্ষক পিতা!

বশিষ্ঠ। ওরে, না—না; বৈষম্যের স্রোতস্বিনী
অবিরাম তরঙ্গ-আঘাতে তার
গগণচুম্বিত অচল অটল পর্ব্বতের বাঁধ
ক্ষয় হ'য়ে লয় হ'য়ে গেছে।
ভাব মোরে, নহি রে রক্ষক আমি;
ব্রত মোর—
সংযমী হইতে নির্দ্দয় কাঠিন্যে মোর।

[প্রস্থান।

শক্তি । না—না, সম্ভব না হয়
ব্রহ্মসাধনায় ব্রাহ্মণের হেন পরিণাম ।
বল—বল তুমি পূর্ণব্রহ্ম সত্য সনাতন !
চাহ তুমি জগতের সৌভাগ্যনিচয়,
চক্রাঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন করি
আবর্জ্জনা বোধে ফেলে দিয়ে সব
প্রলয়-পয়োধি-জলে, করিয়াছ সাধ
বটপত্রকোলে নিদ্রা যেতে শয়ন পাতিয়া ?
সেই ইচ্ছা যদি,
ঘুমাও - ঘুমাও তবে নিদ্রাতুর !
ধ্বংস হ'য়ে যাক্ সারা সৃষ্টিখান ।

গীতকণ্ঠে যোগিনীর প্রবেশ ।

যোগিনী ।—

গীত ।

সে যে বহুদূর—বহুদূর, হয় নি তালিকা রচনা ।
প্রলয়-পয়োধি মহাজলে আসন রচনা হবে না ॥
পর পর কত কর্ম্ম দেখ না, চিত্র এঁকেছি তুলিকায়,
ধর্ম্ম রাখ, কর্ম্ম কর গোলোকপতির মহিমায়,
কথায় কথায় মান-অভিমান কর্ম্মজগতে চলে না ॥
উঠিবে কি তুঙ্গ শিখরে, নামিবে কি পাতাল-নীরে,
জীবন-যুদ্ধে কার হবে জয়, ভাসিবে কি মরণ-জোয়ারে,
ছত্রে ছত্রে নিয়তি-লেখনী এঁকে গেছে তার সূচনা ॥

দেখ্‌ছো কি ? ভাব্‌ছো কি ? [হস্তস্থিত আলেখ্য দেখাইয়া] এতে কত সাজানো বাগানের কত আশার ফুল—কত স্নেহ-মোহের ফল বীজ,

কত জন্ম—কত মৃত্যু—কত জন্ম! যাদের অচেনা, যারা অন্ধের মত বোঝে না—বুঝ্‌তে চায় না, তাদের চোখের সাম্‌নে ধ'রে দিতে হয়। এই দেখ না, বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ—

শক্তি। কি—কি? বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ?

যোগিনী। হ্যাঁ, বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ—বিধির চক্রে। তুমি জিজ্ঞাসা ক'রে দেখো, দেখ্‌বে বিধাতার চক্রের ঘূর্ণনে তালিকায় চিত্র ফুটে উঠেছে—বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ।

অরুন্ধতীর প্রবেশ।

অরুন্ধতী। কিসের ব্রাহ্মণ সেই দুর্ম্মতি দুর্জ্জন,
পশু সম আচরণ যার?
থাকুক্ সে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব নিয়ে
সমাজের গণ্ডীর ভিতরে,—
সে সমাজ আমাদের নয়।
ওরে পুত্র! চ'লে আয় সমাজ বাহিরে,
নাহি যথা বিশ্বামিত্র-অধিকার।
যদি স্থান পাই ঘন অন্ধকারে,
সেও ভাল; ঝাঁপ দিয়ে
লুকাইয়া রবো চিরকাল।
ওরে, জননীর কোল হ'তে
দুর্ম্মতি দুর্জ্জন সদর্পে ছিনায়ে নেছে
যত্নে গড়া বক্ষরত্ন স্নেহের দুলালে,
ব্রহ্মশক্তি এতখানি হ'য়ে গেছে হীন?
তবে কেন আর বসবাস উজ্জ্বল আলোকে?

আয়—খুঁজে দেখি,
অন্ধকার-আবরণে শান্তি যদি মিলে।

শক্তি। দাঁড়াও জননী!
ব্রহ্মময়ী জননী আমার তুমি।
প্রভাবে তোমার মর্ত্ত্য হ'তে স্বর্গধামে
নিত্য তব ওঠে জয়গান,
বিমুক্ত বাতাসে উড়িতেছে বিজয়-পতাকা তব,
কীর্ত্তি-যশোরাশি ত্রিলোক-বিদিত,
সুশীতল ছত্রছায়াতলে
সগৌরবে বসতি তোমার,
অরুণ, বরুণ, দেবতা, পবন
যুক্তকরে নতশিরে ফিরে তব পাশে;
তপোসিদ্ধা তুমি,
ক্ষত্রিয় নরের ভয়ে অত্যাচারে তার,
শোক-তাপ ল'য়ে হীন গণি আপনায়
দিবে ঝাঁপ অন্ধকারকোলে লুকাইতে মুখ?
না—না মাতা! জ্ব'লে ওঠো সাধনায় তব
দলিতা ভুজঙ্গী সম বিষের গর্জ্জনে;
ক্ষমা নাই—ক্ষমা নাই,
শত্রুতার বিনিময়ে পরম শত্রুতা।

অরুন্ধতী। কিন্তু পিতৃ-আজ্ঞা তোর,
ভাগ্য—ভাগ্য—ভাগ্য!
ভাগ্যের এ উত্থান পতনে
একমনে বিধিপদে কর আত্মসমর্পণ,

দীনতায় সাধনা অর্জ্জন কর,
নহে পারিবে না শুদ্ধচিত্ত হ'তে,
পারিবে না জয় নিতে রিপু পরাজয়ে।

শক্তি। কহ তবে, কিবা বাসনা তোমার?

অরুন্ধতী। আমি বলি, বিশ্বামিত্রে নাহি নিবারিলে
চিরকাল রহিব অশুদ্ধচিত্ত।

যোগিনী। তবে তার সাধনায় বিঘ্ন হও। বড় শক্ত কথা! স্বর্গের রাজা ইন্দ্রও পারে নি, তার অনেক পরীক্ষাও হ'য়ে গেছে। উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, তারাও হার মেনেছে; তাই দেবরাজ আবার অস্ত্র শাণাচ্ছে। অস্ত্র কাম-ধনু কাম-শর—যুদ্ধ করবে মদন রতি। ঐ যে দেখ না তাদের রণবেশ!

গীতকণ্ঠে মদন ও রতির প্রবেশ।

গীত।

মদন।— এই ফুলবাণে রসসিন্ধু উথলে হানিলে পাষাণে।
রতি।— আঁখি-ইঙ্গিতে ফুলশাখাতে ফুল ফোটে সেই বিতানে।
মদন।— ফুলে গড়া পঞ্চমুখী বাণ,
রতি।— হাওয়ায় ফোটা মাতনভরা প্রাণ,
উভয়ে।— দখিন বায়ে গন্ধ নিয়ে ছন্দ আনে পরাণে।
মদন।— মনের আগল খুল্‌তে পারে,
রতি।— মন মজানো ফুলের শরে,
উভয়ে।— ঘুমন্তকে জাগিয়ে তোলে বসন্তের আবাহনে।

[উভয়ের প্রস্থান।

যোগিনী। ওদের সন্ধি করতে হবে—সন্ধির নিশানও তৈরী; বিশ্বামিত্র যে ব্রাহ্মণ! [প্রস্থান।

শক্তি । শুন্‌ছো মা বিশ্বামিত্রের যশোগাথা ? সে ব্রহ্মমেধ-যজ্ঞ ক'রে সেই ভস্মস্তূপে বেদিকা গ'ড়ে ব্রাহ্মণত্ব নিয়ে আসন রচনা কর্‌তে চলেছে ; তাতে দেবরাজের অস্ত্রও প্রতিহত হবে—তার জয়ের নিশান উত্তোলিত হবে।

অরুন্ধতী। সে নিশান নামিয়ে ফেল্‌তে হবে পুত্র ! সারা জীবনের অৰ্জ্জিত শক্তি নিয়ে জীবন পণ ক'রে বিশ্বামিত্রের প্রত্যেকটী প্রতিষ্ঠান ভস্মে পরিণত কর্‌তে হবে। কেন জান ?

শক্তি । ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বরক্ষায়।

অরুন্ধতী। তারপর ?

শক্তি । ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়ত্বপালনের নির্দ্দেশে।

অরুন্ধতী। আরপর ?

শক্তি । আমার পিতার গৌরব—জননীর মর্য্যাদারক্ষায়।

অরুন্ধতী। তাপপর ?

শক্তি । নির্য্যাতনের প্রতিশোধ নিতে।

অরুন্ধতী। আর বংশধর নীলাম্বরকে স্নেহের চক্ষে ফিরিয়ে আন্‌তে।

শক্তি । অগ্নিগর্ভ ধধূপের মত জ্ব'লে উঠ্‌তে হবে মা ! দাও মা অভয়—দাও মা মন্ত্রশক্তি—দাও মা বিশ্বজোড়া আশীর্ব্বাদ, আজ তোমারি প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে জয়ের গৌরব নিয়ে কর্ম্মসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

অরুন্ধতী। আয় তো—আয় তো পুত্র ! মর্ম্মাহত জননীর আশীর্ব্বাদ আর নির্য্যাতিত পুত্রের কর্ম্মদক্ষতায় দেখি, বিশ্বামিত্র সমুচ্চ পর্ব্বতের মসৃণ শিখর থেকে মাটিতে আছ্‌ড়ে পড়ে কি না ! দাঁড়া—আমি আধার নিয়ে আস্‌ছি অস্ত্র-উপাদানের, নিয়তির অখণ্ড প্রতাপকেও জয় কর্‌তে।

[প্রস্থান।

শক্তি । বিশ্বামিত্র ! বিশ্বামিত্র !
উঠে যদি থাকো যত উচ্চে উঠিবার,
নামিতে হইবে ত্বরা কঠিন ইঙ্গিতে ।
কেহ পারে নাই—পারিবে না
স্পর্দ্ধার শিখরে উঠি শান্তিতে করিতে বাস ।
যাবো আমি বিচূর্ণ করিতে
তেজ দর্প অহঙ্কার যত ।

অদৃশ্যন্তীর প্রবেশ ।

অদৃশ্যন্তী । আর আমার নীলাম্বর ? দেখ্‌বে না তাকে ? খুঁজে আন্‌বে না তাকে ? সে কি বিশ্বামিত্রের কবলে ? হ্যাঁ—হ্যাঁ, তাই । আমি স্বপ্ন দেখেছি, বিশ্বামিত্র যজ্ঞ কর্‌ছে ; সে নিজেই পুরোহিত—নিজেই হোতা—আগুন জ্বেলে মন্ত্র উচ্চারণ কর্‌ছে ; রক্ত বস্ত্র পরিয়ে রক্ত-চন্দনের তিলক দিয়ে তাকে আগুনে ফেলে ভস্ম কর্‌বে—সে ব্রাহ্মণ হবে । ওগো, তোমার পায়ে ধরি, আমার নীলাম্বরকে এনে দাও !

শক্তি । ব্রহ্মাণ্ডের বুক চিরে তোমার নীলাম্বরকে এনে দেবো, তারই আয়োজন কর্‌ছি অদৃশ্যন্তী ! মা স্বয়ং যাচ্ছেন অস্ত্রহাতে ব্রহ্মাণ্ডের বক্ষ বিদীর্ণ কর্‌তে—আমি তাঁর অস্ত্রবাহী কর্ম্মী ।

অদৃশ্যন্তী । তাতে যদি আর একখানা অস্ত্রের প্রয়োজন হয়, দাও স্বামী ! তুলে দাও আমার হাতে সেই অস্ত্র ; পৃথিবীর বুকে অস্ত্রাঘাত ক'রে আমিও পুত্রশোকের জ্বালা নিবারণ কর্‌বো ।

শক্তি । শোনো অদৃশ্যন্তী ! তুমি দুর্ব্বলা নও, তপোবনচারিণী সাধিকা তুমি—সতীকুলরাণী ; সতী-অংশে তোমার জন্ম—জগতকে বাঁচিয়ে রেখেছ তোমার সহিষ্ণুতায় ; কিন্তু সেই সহিষ্ণুতাকে যারা উপেক্ষা ক'রে

চ'লে যায়, তাদের শিক্ষা দাও তুমি কালী কপালিনীর মত খড়্গ খর্পর ধারণ ক'রে। সাজ্‌তে হবে তোমায় রণরঙ্গিণী, আজ তার প্রয়োজন হয়েছে।

অদৃশ্যন্তী। তাই কি? তাই কি জগৎপালিনী করালিনী নরমুণ্ডের মালা গলায় প'রে জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিচ্ছেন—ওরে পাপী! ওরে অত্যাচারীর দল! তোদের অত্যাচারের দাপটে মায়ের নখাগ্র হ'তে শিরোশোভার কুঞ্চিত কুণ্ডল প্রতিকার কর্‌তে মুক্ত বাতাসে উন্মাদিনী! স্বার্থত্যাগিনী মা তাই কি নরমুণ্ডের ভূষণে ছিন্ন নরকরের কটিবেড়ায় বসনের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন? তাই কি রক্তের আসব পান ক'রে পৃথিবীর বুকে নৃত্যশীলা? ঠিক তাই! সর্ব্বংসহা পৃথিবীকে মা চান না পাপের ভরা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে, তাই ক্ষিপ্তা তিনি তাকে পাতালে পাঠাতে। তাই হোক্ স্বামী! ডুবে যাক্ পৃথিবী তার পাপের ভরা নিয়ে অন্ধকার রসাতলে। কি প্রয়োজন সে পৃথিবীর, যেথানে নৃশংস অত্যাচারী, কপটী, মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে নেয় তার যত্নে গড়া সন্তান?

শক্তি। জান অদৃশ্যন্তী! আজ ব্রাহ্মণ বড় নয়—দেবতা বড় নয়, শ্রেষ্ঠ হ'তে চলেছে ক্ষত্রিয় তার জাতিত্ব-গৌরব নিয়ে।

অরুন্ধতীর পুনঃ প্রবেশ।

অরুন্ধতী। ধ্বংস হ'য়ে যাক্ সে গৌরব। এস পুত্র! আধার পেয়েছি—মন্ত্র পেয়েছি—অস্ত্র সাজিয়েছি, সঙ্গে এসো বিশ্বামিত্রের উচ্ছেদসাধনে।

বশিষ্ঠের প্রবেশ।

বশিষ্ঠ। যাবার প্রয়োজন নেই; বশিষ্ঠ যাবে সেই মহাযজ্ঞ-সম্পাদনে। আধার, মন্ত্র, অস্ত্র ফেলে দাও! বশিষ্ঠের তপোবনের ভাণ্ডারে সঞ্চিত

আছে যে সুধাভাণ্ড, তাই নিয়ে যাও তার তৃষ্ণার পানীয় ব'লে উপহার দিতে। তৃপ্তির পর প্রসন্নমুখে দিতে হবে আশীর্ব্বাদ; শাস্তি নয়—অভিশাপ নয়—অপ্রীতি নয়, মাত্র সম্প্রীতি।

অরুন্ধতী। স্বামী!—

বশিষ্ঠ। আমার নিষেধ।

শক্তি। পিতা!—

বশিষ্ঠ। আমার আদেশ।

অদৃশ্যন্তী। পিতা! কন্যার মুখপানে চাও—

বশিষ্ঠ। সম্বল কর মা অশ্রুজল—ধ'রে দাও আমায় নিবেদনের হাতে, বিধাতৃপদে তাই আমি নিবেদন করি। এসো আত্মতৃপ্তির সন্ধানে দেবের মন্দিরে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

তপোবনস্থিত হরিমন্দির।

নৈবিদ্যের থালাহস্তে আশ্রমরক্ষকের প্রবেশ।

আশ্রমরক্ষক। ওঃ, আজ ক'দিন ধ'রে কম নাকালটা হওয়া গেল! বিশ্বামিত্র ঋষির উৎপাত—রাক্ষসের উৎপাত; এ সব ঝঞ্ঝাটের ভেতর এখনো যে বেঁচে আছি, এইটেই আশ্চর্য্য! বিশ্বামিত্র রাজা হ'য়ে ছিল ভাল, মুনি হ'য়ে যেন মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলেছে। আমাদের তো আমলই

দেয় না; মহর্ষি বশিষ্ঠদেবকেই ঘোল খাইয়ে ছাড়ছে, তা আবার আমরা! তার ওপর রাক্ষস, সর্ব্বদাই আতঙ্ক—গেল গেল শব্দ! সর্ব্ব-নেশে মুনি, আর রাক্ষস তাড়াবার শক্তি কি আমার আছে? দিন-রাত প্রাণটা হাতে ক'রে চলা-ফেরা কর্‌ছি; একদিন একবার স্থির হ'য়ে ভগবানকে পর্য্যন্ত ডাক্‌তে পার্‌ছি না। যা থাকে অদৃষ্টে, মুনিই আসুক্ আর রাক্ষসই আসুক্, আজ এই নৈবিদ্যের থালা ভগবানকে দিয়ে দশবার ইষ্টমন্ত্র জপ ক'রে তবে অন্য কাজ! [পূজায় বসিয়া ধ্যানস্থ হইল।]

নারায়ণ ও লক্ষ্মীমূর্ত্তিতে আটাশে ও ঢোলকরামের প্রবেশ।

আটাশে। [প্রবেশ পথ হইতে] বলি ঢোলক ভায়া! লক্ষ্মী-নারায়ণের মহিমাটা দেখ্‌ছিস? তপোবনে আজ একটা প্রাণী দেখ্‌তে পাচ্ছিস্? শৃগাল কুকুরের মত আজ আর কেউ তাড়া মার্‌ছে? ঠিক যেন অন্তর্দ্ধান-বিদ্যায় আজ আমাদের জয়-জয়কার! দেখ্‌ছিস—চেহারার চটকটা একবার দেখ্‌ছিস! এই সময় যদি সত্যিকারের নারায়ণ এসে পড়ে, তা হ'লে তাঁকেও সত্যি মিথ্যে প্রমাণ কর্‌তে বেশ একটু বেগ পেতে হবে।

ঢোলকরাম। আর আমার কথাটাও বল্! পায়ে ঘুমুর বেঁধে, মাথায় ওড়না চাপিয়ে, শিরপ্যাঁচ-কল্‌কা এঁটে কি পয়মন্ত লক্ষ্মীটা সেজেছি বল্! এ আর অলক্ষ্মী ব'লে ডাক্‌বার ফাঁক রাখি নি।

আটাশে। এইবার আমি যখন শঙ্খ চক্র ধ'রে "প্রিয়ে কই—প্রিয়ে কই" ব'লে কেঁদে উঠ্‌বো, তখন খুব কাছে গিয়ে ভক্তিভাবে আমার পদসেবা কর্‌বি।

ঢোলকরাম। দূর! তা আমি পার্‌বো না।

আটাশে। আরে, তা না পার্‌লে লোকে বিশ্বাস কর্‌বে কেন? তারপর এ একটা সাঙ্ঘাতিক স্থান—বশিষ্ঠমুনির তপোবন, এখানে লক্ষ্মী নারায়ণের পদসেবা কর্‌বে না?

ঢোলকরাম। তার চেয়ে তুই আমার পদসেবা কর্‌তে পারিস্ তো!

আটাশে। নারায়ণ পদসেবা কর্‌বে কি রে? সে যে খুব অস্বাভাবিক হ'য়ে পড়্‌বে।

ঢোলকরাম। আরে, অস্বাভাবিক হ'লো তো ব'য়ে গেল; একটা নতুনত্ব হবে তো!

আটাশে। দূর! লোকে ভাব্‌বে, নারায়ণ ভয়ানক স্ত্রৈণ। যদি কেউ আমাদের কপালগুণে ভক্ত হ'তে আসে, পরে বিদ্রোহ করতে পারে।

ঢোলকরাম। দূর্ তোর বিদ্রোহ! আমরা কি পাকা-পোক্ত লক্ষ্মী-নারায়ণ না কি? ভেবে দেখ্‌ছিস না একবার, আমরা এখানে কি কর্‌তে এসেছি? ভাড়া করা পোষাক গায়ে দিয়ে যে একেবারে সংসারের কথা সব ভুলে গেলি! সন্দেশ—সন্দেশ!

আটাশে। হ্যাঁ—হ্যাঁ, সন্দেশ—সন্দেশ! জয় মা লক্ষ্মী—ভোজনেচ জনার্দ্দন! [বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে দুইটী থলি বাহির করতঃ] এই তো থ'লে রয়েছে; কামধেনু যে সন্দেশ খাইয়েছিল, আজ এই থ'লে ভর্ত্তি ক'রে নিয়ে যাবো।

ঢোলকরাম। এবার আর ফাঁকা ঝুড়ি নয়, থ'লে ভর্ত্তি ক'রে মুখ বেঁধে মাথায় চাপিয়ে একেবারে বাড়ীর অন্দরমহলে। নে—কত খাবি খা!

আটাশে। [অগ্রসর হইয়া] ওরে, এইটেই বোধ হয় সন্দেশের মন্দির! আজ ভারি সুবিধে! দেখ্ না, সন্দেশের ডাঁই কোন্‌খানে! তুই কোন কর্ম্মের নোস্—একেবারে সাক্ষাৎ অলক্ষ্মী।

ঢোলকরাম। দেখ্‌, অলক্ষ্মী—অলক্ষ্মী কর্‌লে আমি কিন্তু নিজমূর্ত্তি ধর্‌বো। নিজেই বা কি একেবারে হৃদয়বল্লভ নারায়ণ! মনের মিল না থাক্‌লে কাজ হয়? সেবারেও অষ্টরম্ভা, এবারেও তাই হবে দেখ্‌ছি। আমরা এসেছি চুরি-জোচ্চুরি কর্‌তে; অম্‌নি যা তা কর্‌লেই হ'লো? ভদ্রলোকের মত লক্ষ্মী-নারায়ণের চাল বজায় রেখে কর্‌তে হবে তো? তুই ও রকম করিস্‌ কেন? সন্দেশের জন্যে যে রকম উতলা হয়েছিস্‌, আমাকেই না চেটে মেরে দিস্‌!

আটাশে। তুই থাম্‌! ঘরের ভেতর ভাল ক'রে দেখ্‌; এক থ'লে মনোহরা, আর এক থ'লে কাঁচাগোল্লা, যেন টাট্‌কা দেখে থ'লে ভর্ত্তি করবি—তাড়াতাড়ি খাম্‌চা-খাম্‌চা ক'রে তুলে নিবি। যদি কেউ এসে পড়ে, বল্‌বি—আমি সাক্ষাৎ ক্ষীরোদনন্দিনী লক্ষ্মী; আমি অম্‌নি ঝাঁ ক'রে, শঙ্খ-চক্রহাতে তোর পাশে দাঁড়িয়ে চোখ কপালে তুলে বল্‌বো—আমি ভয়ানক বিভীষিকাময় গুণ্ডা নারায়ণ।

আশ্রমরক্ষক। [জপ করিতে করিতে] নারায়ণ! নারায়ণ!

ঢোলকরাম। ওরে, সর্ব্বনাশ! বশিষ্ঠ ঠাকুরের বন্দোবস্ত দেখেছিস্‌, এখানেও ঠিক সন্দেশের ভাণ্ডারে পাহারা রেখেছে।

আটাশে। আরে, ও তো জপ কর্‌ছে; নৈবিদ্যির থালা থেকে সন্দেশগুলো সাবাড় ক'রে দু'জনে একবার ভক্তের সাম্‌নে যুগল মিলনে দাঁড়াই আয়! আয়—সন্দেশ খা! [থালা তুলিয়া লইয়া উভয়ে সন্দেশ খাইতে লাগিল।]

ঢোলকরাম। [খাইতে খাইতে] বশিষ্ঠ ঠাকুরের কামধেনুটা বেড়ে সন্দেশ তৈরী করে কিন্তু! এখন জল পাই কোথা? মিষ্টি খেয়ে জল না খেলে তো আর প্রাণ বাঁচে না!

আটাশে। দেখ্‌ না, ওদিকে ঘটি ফটি আছে না কি?

ঢোলকরাম। ওরে, এ যে সেই তপোবনের পাহারাদার—আমরা এলেই তাড়া মার্‌তো।

আটাশে। তাই না কি? তবে আজ ভক্তের সম্মুখে যুগলমূর্ত্তিতে দাঁড়াই আয়; ভগবান মনে ক'রে তিড়বিড়েয়ে উঠুক্। দাঁড়া—ঠিক হ'য়ে দাঁড়া! ভক্তকে ডাকি। [উভয়ে যুগলমিলনে দাঁড়াইল।] ভক্ত রে! একবার চক্ষু বিস্ফোটন কর, আমি তোমার মুক্তির জন্য যুগলমিলনে এসে নৈবিদ্যের সন্দেশ খেয়ে ফেলেছি। ভক্ত! এইবার দু'জনকে দু' ঘটী জল দাও—হাতটা মোছ্‌বার জন্য একখানা গামছাও দাও। ওরে—ওরে তপোবনরক্ষক!

আশ্রমরক্ষক। [ধীরে ধীরে চক্ষু চাহিয়া] কে—কে? এ কি? এ আমি কি দেখ্‌ছি!

আটাশে। যা জীবনে দেখিস্ নি, তাই দেখ্‌ছিস বাপ! এই নে—থালাখানা ধর্। সন্দেশগুলো মন্দ নয়! এ সন্দেশ আর আছে কি বাপ?

আশ্রমরক্ষক। [ঢোলকরামের প্রতি] মা! তুমি কে মা? সত্যই কি তুমি মা লক্ষ্মী, বৈকুণ্ঠ ত্যাগ ক'রে অধমকে দেখা দিতে এসেছ?

ঢোলকরাম। [আটাশেকে দেখাইয়া] ওই ওঁকে জিজ্ঞাসা কর—আমার বল্‌তে বড় লজ্জা হয়।

আটাশে। অয়ি লজ্জাশীলা লজ্জাবতী! ভক্তের কাছে লজ্জা কি? ভক্ত যে সন্দেশের নৈবিদ্যি দিয়েছে, তা শেষ ক'রে তোমার যদি আরো ক্ষুধা পেয়ে থাকে, ভক্তকে আমি আদেশ কর্‌ছি, তোমায় দু' থ'লে সন্দেশ অকপটে দান কর্‌বে।

আশ্রমরক্ষক। প্রভু! প্রভু! আমার কি ভাগ্য!

আটাশে। ভক্ত রে! আর কাঁদাস্ নি। তোর ভক্তি দেখ্‌লে আমার কান্না পায়। তোর নৈবিদ্যির থালা দেখ্‌লে আমার জিব দিয়ে

জল পড়ে—আমার প্রিয়তমে লক্ষ্মীদেবী খাই-খাই ক'রে মূর্চ্ছা যান। ভক্ত রে! এই থ'লে নাও—দু' থ'লে সন্দেশ এখুনি এনে দাও, আমরা লক্ষ্মী-নারায়ণ ভক্তের দান মাথায় তুলে নিয়ে বৈকুণ্ঠে চ'লে যাই। বৎস! শীঘ্র থ'লে ভর্ত্তি ক'রে দাও—দড়ি দিয়ে মুখটা বেঁধে দিও, প'ড়ে না যায়।

আশ্রমরক্ষক। সে রকম টাট্‌কা সন্দেশ তো নেই প্রভু! কামধেনুর কাছে আজ তো সন্দেশ চাওয়া হয় নি প্রভু! বশিষ্ঠমুনি হোমের জন্য আজ শুধু ঘি চেয়েছিলেন—ঘিই পাওয়া গেছে, সন্দেশ তো নেই!

ঢোলকরাম। ছ্যাঃ-ছ্যাঃ-ছ্যাঃ! তোরা আর ভক্ত ব'লে পরিচয় দিস নি; পুজো-আজা করিস্, ঘরে দু' দশ মণ সন্দেশ গাদা ক'রে রেখে দিতে পারিস্ না? ঐ জন্যই ক্ষীরোদনন্দিনী আমি রেগে চঞ্চল হ'য়ে উঠি।

আটাশে। জানিস্ তপোবনের দরোয়ান! এখনি এই চক্র দিয়ে তোর গলা কেটে ছিন্নমস্তা হ'য়ে তোর রক্তপান করতে পারি! চালাকি পেয়েছিস্? ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু নারায়ণকে সন্দেশ খাওয়াতে পার না! রোজ না হোক্, সপ্তাহে একদিন খাওয়াতে পার তো? নিজে কেবল খাচ্ছো, আর ভুঁড়ি তৈরী কর্‌ছো! সে দিন দু'টো লোক ঝুড়ি ক'রে সন্দেশ নিয়ে যাচ্ছিল, তাদের সন্দেশ ফুস্‌মন্তরে উড়িয়ে দিয়েছিস্ কেন? এই থ'লে নে—সন্দেশ বোঝাই কর্, আমরা মাথায় ক'রে তাদের দিয়ে আস্‌বো।

আশ্রমরক্ষক। [স্বগত] তাই তো, এ কি রকম লক্ষ্মী-নারায়ণ? থ'লে নিয়ে এসে সন্দেশ চায়, এ রকম তো কখনো শুনি নি! আবার কেটে ফেল্‌বো ব'লে ভয়ও দেখাচ্ছে! সত্যই লক্ষ্মী-নারায়ণ না অন্য কেউ ছদ্মবেশে? আমার সন্দেহ হ'চ্ছে, একটু পরীক্ষা করা যাক্!

আটাশে। কি ভাব্‌ছিস্‌ রে? সন্দেশ তু'থ'লে দিবি না কি?

ঢোলকরাম। দেখ নারায়ণ! অমন রাগ ক'রে ভক্তের ভক্তি চটিয়ে দিও না।

আটাশে। [জনান্তিকে] তুই থাম্‌! রক্ত-চক্ষু না দেখালে কাজ হবে কেন? একেবারে কেটে জবাব দিয়েছে—সন্দেশ নেই। জানে না, লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজো করলে সন্দেশ দিতে হয়?

ঢোলকরাম। ভাল কথায় বল না!

আটাশে। ভাল মানুষের কাল না কি!

ঢোলকরাম। তবে তোর সঙ্গে আমার বন্‌বে না—যা!

আটাশে। ভারি ব'য়েই গেল! সন্দেশ আদায় হ'লে আমার বথ্‌রা থেকে একটাও দিচ্ছি না কিন্তু!

ঢোলকরাম। না—বথ্‌রা দেবে না! তবে কি জন্যে লক্ষ্মী সেজে তোকে প্রাণেশ্বর বলি রে? তার মূল্য নেই?

আটাশে। চুপ্‌ কর্‌ বল্‌ছি; একটি ঘুসিতে নাকের ডগা থেঁতো ক'রে দেবো—[ঘুসি প্রদর্শন]

ঢোলকরাম। আয়—আয় দেখি! [কোমর বাঁধিতে লাগিল।]

আশ্রমরক্ষক। হে লক্ষ্মী-নারায়ণ! আপনারা তুচ্ছ সন্দেশ নিয়ে বিবাদ করবেন না। আমি খুঁজে পেতে দেখ্‌ছি, সন্দেশ আছে কি না? থ'লে তু'টো তবে নিয়ে যাই।

[থলে লইয়া প্রস্থান।

আটাশে। কোমর বাঁধ্‌ছে! দেখ্‌লি, চোখ না রাঙালে হ'তো? সন্দেশ আদায় করা মেনীমুখো নারায়ণের কর্ম্ম নয়। চোখটা রাঙিয়েছি, এখন তু'থ'লের জায়গায় দশ থ'লে বেরিয়ে পড়্‌বে।

ঢোলকরাম। তা জানি; কিন্তু ভক্তকে পীড়ন করা কি ভাল? বিরক্ত

হ'য়ে শেষে সব বন্ধ ক'রে দেবে। না দিলে গায়ের জোরে নিবি না কি? ভাল কথায় আদায় করতে হয়। নারায়ণ সম্বন্ধে তোর কিছু জ্ঞান নেই।

আটাশে। না, তোর খুব আছে!

লাঠিহস্তে আশ্রমরক্ষকের পুনঃ প্রবেশ।

আটাশে। এনেছ বৎস, সন্দেশ এনেছ?

আশ্রমরক্ষক। সন্দেশ থ'লেবোঝাই হ'চ্ছে, আপাততঃ কোঁৎকা এনেছি।

ঢোলকরাম। কোঁৎকা কি হবে বৎস?

আশ্রমরক্ষক। ততক্ষণ একটু জলযোগ করুন—

আটাশে। [রাগতস্বরে] কি?

আশ্রমরক্ষক। প্রভু! চটলে হবে না; যদি তোমরা সত্যই লক্ষ্মী-নারায়ণ হও, আগে এই কোঁৎকা খেতেই হবে। আর যদি অন্য কেউ হও, দু' থ'লের জায়গায় দশ থ'লে দেবো।

আটাশে। দেবে বাবা? তা হ'লে আমার কোন পুরুষে নারায়ণ নয়, আমি আটাশে—[পোষাক খুলিয়া ফেলিল।]

ঢোলকরাম। আমিও লক্ষ্মী নই—আমি ঢোলকরাম। [পোষাক-খুলিয়া ফেলিল।]

আশ্রমরক্ষক। কি সর্ব্বনাশ! সেই সন্দেশচোর আটাশে আর ঢোলকরাম? সেবার ঝুড়ি থেকে সন্দেশ উড়ে গেছে ব'লে ভগবান সেজে থ'লে এনেছিস্ সন্দেশ নিয়ে যেতে? ওরে জোচ্চোর লক্ষ্মী-নারায়ণ! এই কোঁৎকা পেটা ক'রে—[লাঠি উত্তোলন; আটাশে ও ঢোলকরাম সভয়ে পেছু হাটিয়া আসিল।] আমি মনে করি, সত্যি নারায়ণ! মার্—মার্—[মারিতে উদ্যত]

উভয়ে। আর কথ্‌খনো আস্‌বো না বাবা! এইবারকার মত দাও—

আশ্রমরক্ষক। যেমন ভগবান, ভক্তের ভক্তিও তেমনি—[উভয়কে প্রহার।]

আটাশে। ওরে বাপ্‌!

ঢোলকরাম। আরে গেছি—গেছি—গেছি!

আশ্রমরক্ষক। বেরোও—বেরোও এখান থেকে—

আটাশে। যাচ্ছি—যাচ্ছি বাবা! থ'লে দু'টো—

ঢোলকরাম। সন্দেশ না দাও, থ'লে দু'টো—

আশ্রমরক্ষক। আস্‌ছেবারে নিয়ে যেও, এখন এই কোঁৎকানি খাও। মোহন কোঁৎকা—হজ্‌মী কোঁৎকা—

[আশ্রমরক্ষক উভয়কে প্রহার করিতে লাগিল; তাহারা পলায়ন করিলে আশ্রমরক্ষক লাঠিহস্তে উহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল।]

তৃতীয় দৃশ্য।

অযোধ্যা-রাজপুরী—সিংহদ্বার।

নীলাম্বরকে টানিয়া লইয়া সৌদাসের প্রবেশ।

নীলাম্বর। না—না, আমায় ছেড়ে দাও! আমি পীড়িত—ক্ষুধার্ত্ত—তৃষ্ণার্ত্ত!

সৌদাস। জানি, আমারই পীড়নে পীড়িত—ক্ষুধার্ত্ত আমারই প্রচেষ্টায়—তৃষ্ণার্ত্ত আমারই শাসনে।

নীলাম্বর। কেন, আমি তোমার কি করেছি?

সৌদাস। কি করেছ? তোমার ব্রাহ্মণত্ব আমার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত ক'রে দিয়েছে—আমি তোমাদেরি অভিশাপে আজ রাক্ষস, তাই সে রাক্ষসের অত্যাচার তোমারই প্রাপ্য।

নীলাম্বর। আর ক্ষত্রিয়? ব্রাহ্মণের পৃষ্ঠে কশাঘাতের পরিণামে তোমার বুঝি কিছু প্রাপ্য নেই? ব্রাহ্মণ বুঝি তার ব্রাহ্মণত্ব নিয়ে সকল অত্যাচার শুধু নীরবে সহ্য ক'রে যাবে? সহ্য করাই গুণ, অভিশাপ দেওয়া তার দোষ?

সৌদাস। জানি না; এখানে দোষ খুঁজে পেয়েছি আমি ব্রাহ্মণের, তাই আমি দণ্ড দেবো তাকে। অভিশাপের ভাণ্ডার ব্রাহ্মণ আমার শত্রু—একটী ব্রাহ্মণশিশুও আমার চক্ষে বিষধর কালসর্প। ওরে নির্ম্মম নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণসন্তান! আজ তোর পিতার দোষে তোকে মশানে জীবন দিতে হবে।

নীলাম্বর! না—না, আমার পিতার কোন দোষ ছিল না; পিতা আমার নির্দ্দোষ—বিশ্বের কল্যাণে তিনি জীবন দিতে পারেন। আমায় ছেড়ে দাও! আমায় হত্যা ক'রে তোমার মঙ্গল হবে না; আমার পিতা পিতামহের চোখের জলে তোমার সাম্রাজ্য ডুবে যাবে—তোমার কীর্ত্তি স্মরণ ক'রে তোমায় তাঁরা আরও অভিশাপ দেবেন।

সৌদাস। পুড়ে ভস্ম হ'য়ে যাবো অভিশাপ-অগ্নিতে, তবু কোন একটী জীবন্ত ব্রাহ্মণের মুক্তি নাই আমার হিংসা-দৃষ্টির সম্মুখ থেকে। ওরে ব্রাহ্মণশিশু! ব্রহ্মমেধ-মহাযজ্ঞে তুই আমার অভীষ্টসিদ্ধির প্রথম বলিদান।

নীলাম্বর। না—না রাজা! আমায় মুক্তি দাও—আমায় ফিরিয়ে দাও আমার পিতামাতার কাছে।

সৌদাস। না—না—

নীলাম্বর। তুমি ক্ষত্রিয় রাজা, আমি তোমায় অনুরোধ করছি; আমি ব্রাহ্মণসন্তান—তোমার সম্মুখে নতজানু হ'য়ে আমার জীবন ভিক্ষা চাইছি!

সৌদাস। ওরে শত্রু! একদিন ছিল, যখন শত্রুর চোখের জলে এই অন্তরের করুণা গ'লে গিয়ে নয়নপথ দিয়ে ছুটে আস্তো; আজ তা পাষাণের চাপে অভিশাপের কশাঘাতে রুদ্ধ হ'য়ে গিয়েছে। তার পরিবর্ত্তে আছে সেখানে নিষ্ঠুরতা—বর্ব্বরতা—প্রতিশোধের অদম্য পরিকল্পনা! তাই আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ব্রহ্মহত্যায়।

ক্ষুধার্ত্ত খাণ্ডবের প্রবেশ।

খাণ্ডব। কেন—কিসের ব্রহ্মহত্যা? তুমি ক্ষত্রিয় রাজা—তোমার ব্রাহ্মণ প্রজা আজ বিপন্ন—ক্ষুধায় কাতর; তার প্রতিকার করতে পার না—তার দারিদ্র্যজ্বালায় অন্ন দিতে পার না, পার তাকে হত্যা করতে?

সৌদাস। তুমি কে?

খাণ্ডব। আমি ব্রাহ্মণ—ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ; গৃহে স্ত্রী-পুত্র উপবাসী—আমি নিজে উপবাসী—সপরিবারে গাছের পাতা খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করি। প্রজার রক্ষক তুমি! অন্ন দাও—জীবন রক্ষা কর!

সৌদাস। তুমি জান না, ব্রাহ্মণ আমার পরম শত্রু।

খাণ্ডব। মিথ্যা কথা; ব্রাহ্মণ কারো শত্রু হ'য়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে না, সহাস্যবদনে সে ঢেলে দিয়ে যায় তার জীবনের সকল অর্জ্জিত রত্ন জগদ্বাসীর কল্যাণে।

সৌদাস। না—না, সে পুড়িয়ে মারে অভিশাপ-অগ্নিতে শুধু ক্ষত্রিয়কে।

খাণ্ডব। না—না, সেটা ক্ষত্রিয়ের অনাচারের কর্ম্মফল। তার আশীর্ব্বাদী পুষ্পে পদাঘাত কর্‌লে অভিশাপের ভুজঙ্গই কণ্ঠালিঙ্গন করে। যাক্ সে কথা, যুক্তি-তর্কের সময় নেই। অযোধ্যারাজ! আহার্য্য দাও—প্রাণ রক্ষা কর!

সৌদাস। কে রাজা? কিসের রাজা? আজ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে স্বর্গ নরক এক হ'য়ে গেছে—ধনী দরিদ্র সমান পর্য্যায়—ভুক্ত অভুক্তের সমান দুর্দ্দশা! রাজা ছিলুম একদিন, আজ আমি পথের ভিক্ষুক—নিরুপায়।

খাণ্ডব। মহারাজ! যদি মঙ্গল চাও, অভুক্ত অতিথির সম্মান রক্ষা কর!

সৌদাস। কিসের সম্মান? কিসের অতিথি?

খাণ্ডব। শুধু অতিথি নয়, ব্রাহ্মণ—

সৌদাস। হ্যাঁ—হ্যাঁ, মূর্ত্তিমান অভিশাপ! কিন্তু জান কি ব্রাহ্মণ, আজ আমি ব্রাহ্মণজাতির উচ্ছেদসাধনে দৃঢ়সঙ্কল্প? আমি ভয় করি না তোমার অভিশাপকে।

খাণ্ডব। কি কর্‌তে চাও তুমি? ব্রহ্মহত্যা? সে কার্য্য নিষ্পন্ন ক'রো তোমার ক্ষত্রধর্ম্ম প্রতিপালনের পর। অভুক্ত অতিথি ক্ষুন্নিবৃত্তি ক'রে পরিতৃপ্ত হ'লে তার দক্ষিণা দিও তোমার প্রতিহিংসার অস্ত্রাঘাতে। [নীলাম্বরকে দেখিয়া] ও কে? ও কার শিশু? কপোলে গলদশ্রুধার—ও কি ব্রাহ্মণশিশু? তোমার মহাযজ্ঞে বলিদানের উপাদান?

সৌদাস। হ্যাঁ—এই প্রথম উপাদান।

খাণ্ডব। ঠিক এম্‌নি—এম্‌নি এক সুকুমার শিশু আমার ঘরেও বিদ্যমান—ঠিক্ এমনি নয়নাশ্রু তার কোমল গণ্ড প্লাবিত কর্‌ছে—ঠিক এম্‌নি কাতর দৃষ্টি তার অন্তরের সকল ব্যথা পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। মহারাজ! এমন শিশুকে তুমি হত্যা কর্‌বে?

সৌদাস। ব্রাহ্মণ! তাতে তোমার এত করুণা কিসের? তোমার এ ঘোর দারিদ্র্যে তুমি কারো সাহায্য পেয়েছ? কেউ তোমায় এক মুষ্ঠি অন্ন দিয়ে তোমার তৃপ্তিসাধন করেছে? কেউ দেবে না—পাবে শুধু আমার কাছে। আমি খাদ্য দিয়ে তোমায় সজীব ক'রে তুলে বলিদান দেবো তোমায় তোমার তপ্ত রক্ত দেখে উল্লাস করতে। বল—কি আহার্য্য চাও তুমি?

খাণ্ডব। মহারাজ! সূর্য্য-কুলোজ্জ্বল তুমি; আমার ব্রত-উপবাসের পারণায় আমি চাই সুকোমল মৃগমাংসে উদরের তৃপ্তিসাধন করতে।

সৌদাস। মৃগমাংস? ক্ষত্রিয়ের শিকারলব্ধ? উত্তম; তুমি অপেক্ষা কর ঐ তোরণগৃহে, অবিলম্বে মৃগমাংসের ব্যঞ্জনে উদরের তৃপ্তিসাধন করবে। এসো ব্রাহ্মণশিশু! দেখবে এসো কেমন সেই মৃগমাংস—কেমন তার ব্যঞ্জনরচনার অপূর্ব্ব কৌশল!

নীলাম্বর। না—না, আমায় ছেড়ে দাও! আমি যাবো না—আমি যাবো না—

[নীলাম্বরকে লইয়া সৌদাসের প্রস্থান।

খাণ্ডব। ঐ তোরণগৃহ—ঐখানে পাবো আমার ক্ষুন্নিবৃত্তির মৃগমাংস—উপবাসের পারণা। সপরিবারে আজ উদরের তৃপ্তিসাধন করবো।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

বশিষ্ঠের তপোবন।

মদনিকা ও সুমন্ত।

সুমন্ত। মা!

মদনিকা। কি পুত্র?

সুমন্ত। ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের সহিষ্ণুতা দেখে মনে হয়, লজ্জায় মাটির কোলে রেণু-রেণু হ'য়ে মিশে যাই। মনে হয়, কত গুপ্ত অপরাধে তপাচারী ব্রাহ্মণের কাছে আমি অপরাধী—আমি কলুষিত! বশিষ্ঠের মহত্বের পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে যতটুকু তৃপ্তি পাই, তার শতগুণ অতৃপ্তি অর্জ্জন করি পিতার উপর অভিমান কর্‌বার সুযোগ পেয়ে। ভাবি, কি করেছি আমরা! কি কঠোর নিষ্ঠুরতায় পিতা সর্ব্বনাশ করেছেন এই আদর্শ ব্রাহ্মণের!

মদনিকা। সুমন্ত! পিতৃনিন্দা মহাপাপ; তাঁকে চল্‌তে দাও তাঁর বাঞ্ছিত গন্তব্যপথে, তাঁকে আপনা-আপনি মীমাংসা কর্‌তে দাও এই গভীর দ্বন্দ্বের! আমি এইখানে, এই ঋষির আশ্রমে ব'সে সেই মীমাংসার সাধনা কর্‌ছি। আশ্রয় পেয়েছি দেবতুল্য মহামানবের—সাধনার ইঙ্গিত পেয়েছি সেই অতিমানবের—আবার নীতি প্রতিপালনের উপচার যুগিয়ে দিচ্ছেন এই ঋষি-পরিবার। একদিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও কি এই আদর্শ দ্বন্দ্বের মীমাংসা হবে না?

সুমন্ত। না মা, হবার নয়। দিন দিন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়্‌ছে ধ্বংসকারী লেলিহান বহ্নি! পিতারই অত্যাচারে ঋষি অশান্তির আগুনে দগ্ধ হ'চ্ছেন। আমি দেখেছি তাঁর নয়নের জলধারা—অনুমান করেছি

তাঁর বেদনার পরিমাণ—অনুভব করেছি তাঁর অন্তরের সঞ্চিত সহন-বাষ্প। সহিষ্ণুতার বাঁধ ভেঙ্গে যদি সে একবার বেরিয়ে আস্‌তে পারে পৃথিবীর বুকে, তা হ'লে এই তপোবনে দাঁড়িয়ে আমরা পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবো।

মদনিকা। তাতে ভয় কিসের? কর্ম্মফল বরণ ক'রে মাথায় তুলে নেবো; প্রায়শ্চিত্ত হবে আমাদের মহাপাপের, তবু এ কল্যাণের সাধনা-মন্দিরে আমি দাঁড়িয়ে থাক্‌বো সাহসে নির্ভর ক'রে।

সুমন্ত। ভুল ক'রো না মা! পিতা যাঁর শত্রু, তাঁর আশ্রয় আমাদের নিরাপদ হ'লেও, তাঁর অকপট আদর-যত্ন আমার চক্ষে লজ্জার সামগ্রী মনে হয়।

মদনিকা। কি বল্‌তে চাও—কি কর্‌তে চাও তুমি?

সুমন্ত। আমি তপোবনের এ আশ্রম পরিত্যাগ কর্‌তে চাই।

মদনিকা। সে তোমার অভিরুচি।

সুমন্ত। আর তুমি?

মদনিকা। আমি? আমি প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বো তোমাদের অকৃতজ্ঞতার সকল পাপের—পরিশোধ কর্‌বো তোমাদের জ্ঞানকৃত সকল ঋণ।

সুমন্ত। না মা, চল আমরা রাজধানীতে ফিরে যাই; আর অপরাধের বোঝা মাথায় নিও না। আমি আর দাঁড়াতে পার্‌ছি না এখানে—আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়্‌ছে। উপকারের প্রত্যুপকার দেবার যাদের ক্ষমতা নেই, তারা এ পবিত্র আশ্রমে কেন? নিগ্রহদানের বিনিময়ে ঋষির কাছে অর্জ্জন কর্‌ছি আমরা তাঁর অকপট আশীর্ব্বাদ; কিন্তু এ বিষের দাহন—এ মনস্তাপ রাখ্‌বার স্থান নেই এ পৃথিবীতে।

মদনিকা। আগে তোমার পিতাকে ফেরাও।

সুমন্ত। অসম্ভব! তিনি শত্রুতাসাধনে উন্মত্ত—অন্ধ—বধির! তিনি

বশিষ্ঠের ধ্বংসসাধনে কৃতসঙ্কল্প—বশিষ্ঠের শত পুত্রনাশে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তার সূচনা হ'য়ে গেছে—নীলাম্বরকে তিনি ধ্বংস করেছেন।

মদনিকা। কে বল্‌লে ?

সুমন্ত। অপরাধ নিও না মা! এ তপোবনের শান্তি ভঙ্গ করেছেন তিনি—আমার পিতা।

মদনিকা। না।

সুমন্ত। তবে কোথায় গেল নীলাম্বর? কার চক্রান্তে সে আজ তপোবন হ'তে অন্তর্হিত ?

মদনিকা। আর তাই জেনে তুমি তপোবনে নিত্য-নৈমিত্তিক গ্রাসাচ্ছাদনে পরিতৃপ্ত হ'য়ে অলসতায় ঘুমিয়ে আছ? কেন ফিরে এলে না কৃতকার্য্য হ'য়ে আমার সম্মুখে নীলাম্বরকে তার মায়ের কোলে তুলে দিতে? কেন নিয়ে এলে না নীলাম্বরকে স্বয়ং মৃত্যুর কবলকেও প্রতিহত ক'রে কীর্ত্তিমানের গৌরব-নিশান হাতে নিয়ে? যাও পুত্র! নিঃসঙ্কোচে সারা পৃথিবী অন্বেষণ ক'রে নীলাম্বরকে নিয়ে এস; আমি দেখ্‌তে চাই মায়ের বুকে মায়ের আদরের সন্তানকে।

সুমন্ত। আশীর্ব্বাদ কর মা, এ হতভাগ্য সন্তান যেন সাফল্য অর্জ্জন কর্‌তে ভগবানের করুণা আকর্ষণে সক্ষম হয়।

[প্রস্থান।

লম্বোদরের প্রবেশ।

লম্বোদর। এই যে মহারাণী! আর কালবিলম্ব না ক'রে এখান থেকে তল্পি-তল্পা গুটানো হোক্; সরাসর একেবারে রাজধানী—কোথাও আর ঠেক্ খাবার দরকার নেই!

মদনিকা। কি বল্‌ছেন ব্রাহ্মণ? বিপদের সময় এদের ত্যাগ ক'রে

গেলে যে মহাপাপ অর্জ্জন করবেন! ভগবানের কাছে তার যোল আনা কৈফিয়ৎ দিতে পারবেন? যাঁদের আশ্রয় স্বর্গ, যাঁদের মুখের বাণী দেবতার আশীর্ব্বাদ, যাঁদের স্নেহ-যত্ন স্বর্গীয় মন্দাকিনীর পূত অমিয়ধারা, তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতার অশ্রু বিসর্জ্জন না ক'রে, তাঁদের আচার-নীতিতে সন্দেহ দেখিয়ে অকৃতজ্ঞতায় তাঁদের পরিত্যাগ করবো? না—না ব্রাহ্মণ! আসুন আমরা তাঁদের দুঃখে দুঃখিত হই—আসুন আমরা তাঁদের বুকে নিয়ে কান্নার অশ্রু মাটিতে ফেলি। আসুন—তাঁদের ব'লে আসি, আমরাও তাঁদেরি মত বিপন্ন—তাঁদেরি মত সন্তান হারিয়ে মনস্তাপের আগুনে জর্জ্জরিত।

লম্বোদর। তারা সে কথা শুনবে তো? আমরা শ্রদ্ধা দেখালে তারা বোঝা ভেবে চোখ ফিরিয়ে নেবে না তো?

মদনিকা। না—না ব্রাহ্মণ! তারা দেবতা; প্রাণের সবটুকু সাধনাগঠিত পূজানুষ্ঠানের সাজানো প্রদীপের পরম আরতি তাঁদেরই প্রাপ্য।

[প্রস্থান।

লম্বোদর। তবে সত্য হোক্ সেই সাধনা; সাধনায় ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ থাকুক্ পৃথিবীর বুকে—সৃষ্টি হোক্ বিমল আনন্দভরা অপূর্ব্ব মিলন-মন্দির।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

বৃক্ষতলে দেবমন্দির।

দ্রুত খাণ্ডবের প্রবেশ।

খাণ্ডব। কই—কোথা ভূপতি সৌদাস?
উপহাস করি ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ সনে
জাগাইতে চাও সংহার-মূরতি তার?
ক্ষুধায় পীড়িত—পিপাসায় ব্যথিতজীবন,
তুমি সামান্য দুর্ব্বল ভাবি'
দাবানলে ঘৃতাহুতি দিয়ে
জ্বালাইতে চাও পরাক্রমী হুতাশনে?
ক্ষুধাতুর আমি—ক্ষুধা দূর না করি আমার,
অখাদ্য আনিয়া দিয়ে গেলে সম্মুখে আমার?
কই—কোথা মহারাজ?

সৌদাসের প্রবেশ।

সৌদাস। কহ হে ব্রাহ্মণ!
মৃগমাংস আনিয়া দিয়াছি,
আস্বাদনে তার
জঠরানল আরও কি জ্বলিল?
খাণ্ডব। মৃগমাংস? সত্য বল—
সুপাচিত ব্যঞ্জন যাহার,
ও কি মৃগমাংস?

সৌদাস । কহ, তৃপ্তিকর মাংস করেছ ভক্ষণ ?

খাণ্ডব । না—না, করি নাই ; সাধ ছিল মনে,
দেবতায় নিবেদন করি
প্রসাদ লভিব তার ;
কিন্তু নিবেদিত মাংসপাত্র
স্খলিত হইল হস্ত হ'তে,
উপাস্য দেবতা
অপবিত্র বোধে ফেলিয়াছে দূরে ।

সৌদাস । হাঃ-হাঃ-হাঃ ! নরমাংস—নরমাংস !

খাণ্ডব । [সবিস্ময়ে] নরমাংস ?

সৌদাস । হাঁ—হাঁ ; সর্পশিশু সম
ভয়ঙ্কর হিংসা-বিষে ভরা
মম হস্তে নিপীড়িত ব্রাহ্মণকুমারে
ছিন্নভিন্ন ক'রে দিয়ে
অভিশাপ-ভাণ্ডার-আগার তার
অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন শির পাড়িয়া ভূতলে,
খণ্ড খণ্ড করি অস্থি-মাংস
ব্যঞ্জন রচিয়া তার দিয়াছি তোমায় ।
তুমিও ব্রাহ্মণ—
অভিশাপ দিতে ব্রহ্মতেজে ভরা ;
ভাল হ'তো—
স্বজাতির রক্ত-মাংস করিলে ভক্ষণ ।

খাণ্ডব । ব্রহ্মঘাতী ব্রহ্মদ্বেষী রাজা !
ব্রাহ্মণের অবিনাশী পবিত্রতা করিতে বিনাশ,

দ্বিজপুত্রে নাশি'
অস্পৃশ্য সে নরমাংসে ব্যঞ্জন রচিয়া
ব্রাহ্মণের মুখে তুলে দেছ
সুখাদ্য আহার্য্য বলি ?
পৈশাচিক অনাচারে দগ্ধ রক্ত-মাংস
মৃগমাংস বলি আনিলে সম্মুখে মোর !
এই রাজা তুমি ? এই শাস্ত্রজ্ঞান তব ?
বিপ্রে কর নরমাংস দান ?

সৌদাস । হে ব্রাহ্মণ ! ক্ষুধার সে দাবানল
থাকে যদি জাগ্রত এখনো,
মাত্র এই শিশুমাংস নয়—
শত শত ব্রহ্মহত্যা করি,
ব্যঞ্জন রচিয়া তার
নিতে হবে ক্ষুধার আহার্য্য ।
চাহ ? রহ কিছু কাল এইখানে,
রক্তের প্লাবনে নরমাংস ভাসিতে থাকিবে ।

খাণ্ডব । এ নৃশংস অত্যাচার—

সৌদাস । না—না, প্রতিশোধ !

খাণ্ডব । মতিভ্রম ঘটিয়াছে তব ! পতঙ্গের মত
মরণে বরণ দিতে হইয়াছে সাধ,
তাই পরমাদে
প্রতিশোধ নিতে চাও ব্রহ্মহত্যা করি ?
কিন্তু পরিণাম তার জান কি ক্ষত্রিয় ?
বাঁচ যদি—বেঁচে থেকে দেখিবে স্বচক্ষে,

গর্ব্বোন্নত শিরস্ত্রাণ তব
নেমে এসে মাথা হ'তে মাটিতে লুটাবে—
অশান্তি-আগুনে দগ্ধ হবে চিরকাল ;
পিশাচের রঙ্গভূমিমাঝে
পিশাচের রাজা হ'য়ে নাচিয়া বেড়াবে।

সৌদাস। হয় হোক্, ব্রহ্মনাশে বিরত না হবো।
জান কি ব্রাহ্মণ,
কার শিশু নাশিয়াছি আমি?
বশিষ্ঠের পৌত্র—শক্ত্রির নন্দন,
হাঃ—হাঃ—হাঃ !

সুমন্তের প্রবেশ।

সুমন্ত। শক্ত্রির নন্দন?
হে রাজন্! তুমি নাশিয়াছ তারে?
ব্রহ্মরক্তে পাইয়াছ আনন্দের ধারা?
কি করেছ মহারাজ!
দেখে এসো তপোবনে ঋষির আশ্রমে,
পুত্র অদর্শনে জনক-জননী তার
কত ব্যথা নিয়ে
ব'সে আছে প্রতীক্ষায় তার!

খাণ্ডব। আর ব্যঞ্জন রচিয়া তার
হিংসা-নীতি নিয়ে ক্ষত্রিয় সৌদাস
করে হেথা অতিথিসৎকার
মিথ্যা বাক্যে মৃগমাংস বলি।

সৌদাস। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ! [অট্টহাস্য]

সুমন্ত। থামাও এ প্রতিহিংসা-হাসি!
আত্মদোষে শিরে ধরি ব্রহ্মশাপ,
ব্রহ্মহত্যা করি প্রতিশোধ নিতে সঙ্কল্প তোমার?
কেন যাও বালকের বুদ্ধি নিয়ে
অগ্নিশিখা মুষ্টিতে বাঁধিতে?
কেন যাও ঘুমন্ত সিংহের শিরে
যষ্টির প্রহার দিয়ে শিকার সাজিতে তার?
কেন যাও শান্তি-কুঞ্জে তার
অনলের স্পর্শ দিয়ে কৃতান্ত সাজাতে?
সে তো আসে নাই কোন দিন
ভিক্ষা ছাড়া রাজত্ব যাচিতে!
সে তো হিংসা নিয়ে আসে নাই
কোন দিন সৌভাগ্য নাশিতে তব!
আসে নাই কোন দিন
স্বেচ্ছাবশে বিষ নিয়ে অভিশাপ দিতে!
চাহে মাত্র, ব্রাহ্মণত্ব নিয়ে
পবিত্র প্রথায় অকাতরে
সাধনায় অর্জ্জিত শক্তির আশীর্ব্বাদ দিতে।
আহত করেছ তারে,
অভিশাপ বিনা কিবা প্রাপ্য তব,
সুবিচারে করহ নির্ণয়!

সৌদাস। আর তুমি দেখ—
ব্রহ্মশাপে কত ক্ষত অন্তরে আমার!

ফলে যার, নবনীতকায় দুগ্ধপোষ্য শিশু
প্রতিহিংসাবশে নিজ হস্তে করেছি বিনাশ !
অন্য শাস্তি নাহি ছিল ব্রাহ্মণ-ভাণ্ডারে ?
শুধু অভিশাপ—অভিশাপ !

সুমন্ত। উত্তম—উত্তম ! ভাল কীর্ত্তি রাখিলে ধরায়।
মিটেছে তো মনোসাধ ?
অতিথিসৎকার করিবার আগে
ব্রহ্মমেধ-যজ্ঞভাগ নিজে তুমি করেছ গ্রহণ ?
হে রাজন্ ! তার চেয়ে অনুতাপে
নিজ মাংস নিজে কেন না কর ভক্ষণ ?

সৌদাস। যাও—যাও উপদেষ্টা !
ব্রহ্মমেধ-মহাযজ্ঞে ব্রতী আমি,
আত্মদানে পারি না রাখিতে
কীর্ত্তি অতুলন তব মন্ত্রণায়।
ভীরু তুমি—ব্রাহ্মণের পদলেহী,
তাই তব পিতৃশত্রু বশিষ্ঠের পাশে
প'ড়ে আছ যোগাইয়া পূজা-উপচার,
তোষামোদে মুষ্টি মাত্র তণ্ডুলের
করুণাপ্রত্যাশী হ'য়ে।

সুমন্ত। নাহি কহ পিতৃশত্রু,
বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পিতৃগুরু মোর।

সৌদাস। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তাড়নায় যার
রাজ্যেশ্বর পিতা তব রাজ্য ছাড়ি
বন হ'তে বনান্তরে করিছে ভ্রমণ।

সুমন্ত। জান না রাজন্ !
পিতা মম ব্রহ্মপদ-অভিলাষী—
সৌদাস। আর বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ তার সৌভাগ্যবিধাতা !
যাও—যাও, চাটুকার সেজে
প'ড়ে থাকো বশিষ্ঠের পদতলে ;
ব্রহ্মহত্যা পণ মম—শত্রু সে ব্রাহ্মণ।
সুমন্ত। ব্রহ্ম-অগ্নিমাঝে পুড়িতে বাসনা যদি,
শত প্রচেষ্টায় হান তবে
বিমুক্ত কৃপাণ ব্রহ্মহত্যা-আশে ;
দেখি—কত শক্তি পতঙ্গের
ব্রহ্ম-অগ্নি করিতে নির্ব্বাণ !
সৌদাস। রে ব্রাহ্মণ—[খাণ্ডবকে অস্ত্রাঘাতে উদ্যত।]
সুমন্ত। [অস্ত্র প্রতিহত করিয়া] সাবধান !
নিরস্ত্র বিপন্ন ব্রাহ্মণের রক্ষাকারী
উপস্থিত সম্মুখে তোমার !
খাণ্ডব। আরে রে দর্পিত ! ব্রাহ্মণের শিরশ্ছেদ ?
অভিশাপে অভিশপ্ত, কলুষিত ব্রহ্মহত্যা-পাপে,
নহে তবু চৈতন্য উদয় ?
মৃগমাংস বলি নরমাংস
ব্রাহ্মণে খাওয়াও—ধ'রে দাও দেবতায়,
রাক্ষস-আচারী তুমি,
তবু অহঙ্কার ক্ষত্রধর্ম্ম নিয়ে ?
পরীক্ষা করিবে ?
আরো চাও পরীক্ষিতে ব্রহ্মবল ?

সুমন্ত। ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ!
জ্ব'লে ওঠো ধ্বংসকরী বজ্র-অগ্নি নিয়ে—
ধূমাচ্ছন্ন করি এ বিশ্ব-সংসার
জাগাইয়া তোল রুদ্র হুতাশনে;
কলঙ্কিত জ্ঞান-বুদ্ধি স্বার্থের গৌরব
পুড়াইয়া ফেলে, রেখে দাও ধরণীর বুকে
মাত্র তার কঙ্কালের রাশি।
শিক্ষা দাও, আহত ভুজঙ্গ
কত বিষ ধরে তার বিদলিত বুকে!

খাণ্ডব। ওরে পাপী! ওরে হীনবুদ্ধি অন্ধ!
শত অস্ত্র বিদলিত করি
ব্রহ্মবলে দিনু অভিশাপ—
ক্ষত্রশক্তিহারা হ'য়ে রাজত্ব হারাবি,
ব্রাহ্মণের মুখে অখাদ্য প্রদান ফলে
রাক্ষস-আচারী হ'য়ে
নরমাংস-আশী রক্ষমূর্ত্তি ধ'রি
দিক্‌হারা উল্কা সম
অতৃপ্ত কামনা ল'য়ে বনে বনে কর বিচরণ।

[প্রস্থান।

সৌদাস। তবু—তবু আমি স্থির অচঞ্চল!
শত বজ্র গরজিয়া
অগ্নির আকারে আসিলে শিয়রে মোর,
নত নহি আমি—
উন্নত গর্ব্বিতশির বীরের প্রথায়।

ধূমাচ্ছন্ন হুতাশনে দিব রণ,
ক্রীড়নক বোধে দুরদৃষ্ট ল'য়ে
মাতিব খেলায়—
যাদুকর যথা মন্ত্রবলে
সর্পপুচ্ছ ধ'রি ইচ্ছামত ঘুরায় তাহারে।
ক্ষত্রিয়ের বাহুবল অস্ত্রবল
বিনাশিবে ব্রাহ্মণের সর্ব্ব অস্ত্রবল।

সুমন্ত এখনও সতর্ক হও,
চেষ্টা কর অভিশাপে বিমুক্ত হইতে।
মহাভ্রমে আত্মাহুতি নাহি দাও
নিজ হস্তে জ্বালা অনলের মাঝে!
ভেবে দেখ, ব্রহ্মশাপে
সগরের মহাবংশ ধ্বংস হ'য়ে গেল,
ত্রিতাপহারিণী সুরধুনী
ব্রহ্মশাপে প্রবাহিতা ধরণীমাঝারে।
ব্রহ্মশাপে বিধিও চঞ্চল হয়,
ছার তুমি নরজন্মা ব্রহ্মদ্বেষী ক্ষত্রিয়-অধম,
চিরদিন শাপাধীন ব্রাহ্মণের।

বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।

বিশ্বামিত্র। কে কহিল, ক্ষত্রিয়-অধম
চিরদিন শাপাধীন ব্রাহ্মণের?
কে তুমি? দেবতা, গন্ধর্ব্ব, দানব কিম্বা—
একি!—সুমন্ত? আমারি পুত্র?

সুমন্ত। পিতা—পিতা! [পদতলে উপবেশন

বিশ্বামিত্র। কহ শুনি, ক্ষত্রিয়ের নিন্দাবাদ
কেন তব মুখে?

সুমন্ত। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়বাদে
কার জয় ঘোষিবে জগত পিতা?

বিশ্বামিত্র। জয় ক্ষত্রিয়ের।

সুমন্ত। তবে কেন পিতা রাজ্যহারা তুমি,
বনে বনে সন্ন্যাসী ভিক্ষুক?

বিশ্বামিত্র। ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ সাজিতে।

সুমন্ত। কেন পিতা,
ব্রাহ্মণ কি এত উচ্চ ক্ষত্রিয় হইতে?

বিশ্বামিত্র। হ্যাঁ—হ্যাঁ, বহু উচ্চে;
ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব যোগ্য অধিকারে,
কিন্তু ক্ষত্রিয়ের সাধনায় ব্রাহ্মণত্বলাভ
উচ্চগতি দেয় তারে।
ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব হ'তে
শ্রেষ্ঠ সুনিশ্চয় ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণত্ব।
শ্রেষ্ঠ না হইলে
কেন হয় ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ?
ব্রহ্মজ্ঞানে আমি যে ব্রাহ্মণ।

সুমন্ত। কহ পিতা! বশিষ্ঠ হইতে
শ্রেষ্ঠ তুমি ব্রাহ্মণত্বে?

বিশ্বামিত্র। হ্যাঁ—হ্যাঁ; শ্রেষ্ঠ আমি
মহামানী বশিষ্ঠ হইতে।

গর্ব্বিত নয়নে তার ঝরাইব রোদনের জল ;
দেখিবে ত্রিলোক, বশিষ্ঠ কহিবে মোরে—
সাগ্নিক-আচারী ব্রহ্মবিদ্ পবিত্র ব্রাহ্মণ।

সুমন্ত্র। পিতা! পিতা!
এখনো রহিবে তুমি বশিষ্ঠ-বিদ্বেষী?

বিশ্বামিত্র। হ্যাঁ—হ্যাঁ, চন্দ্র সূর্য্য যত কাল
পদ্ধতির বশে শোভিবে আকাশে,
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হ'তে
জগতের অণু-পরমাণু
যতকাল ব্রাহ্মণ বলিয়া মোরে
না করে স্বীকার।

সুমন্ত্র। কিন্তু পিতা! সভয় অন্তর মম
ভবিষ্যৎ তব করিয়া স্মরণ।

বিশ্বামিত্র। যা রে ভীরু পুত্র!
কর্ম্মাধীন ক্ষত্রিয় নিয়ত,
জীবন-মরণ পণে কার্য্য করে জগতের বুকে।
মরি বাঁচি, হেন তত্ত্ব বিচারিয়া মনে,
সৌধ অট্টালিকা, রাজসিংহাসন,
ঐশ্বর্য্য-সম্পদ করি পরিত্যাগ,
সার করি গৈরিক বসন
বসি নাই কাননমাঝারে তপস্যা কারণে।
যাও—যাও ভীরু পুত্র!
ভীরু বংশধরে মম নাহি প্রয়োজন।

সুমন্ত্র। পিতা! ভেবে দেখ জননীর কথা—

বিশ্বামিত্র। কহিও মাতারে তব,
চিরদিন প'ড়ে থাকে যেন বশিষ্ঠ-আশ্রমে
পতির বিদ্রোহী হ'য়ে রাণীত্ব লইয়া তার
ব'লো তারে, দেখা হবে কার্য্যশেষে
বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী সাজিতে।

সুমন্ত্র। পিতা! আছে মম বহু নিবেদন—

বিশ্বামিত্র থাকে থাক্—
রেখে দাও অন্তর-সাম্রাজ্যে তাহা।
যাও—যাও, বিনা বাক্যে ত্যজ এই স্থান।

সুমন্ত্র। যথাদেশ পিতা! প্রস্থান।

সৌদাস। হে রাজর্ষি!

বিশ্বামিত্র। না—না, কহ ব্রহ্মর্ষি আমারে।
রাজর্ষি—রাজর্ষি! কেন?
পাও নাই পরিচয় মম?
এই জটাভার, আভরণ অক্ষমালা,
পরিধান গৈরিক বসন,
এ কি বৃথা? অকারণ সব?
না—না, ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ আমি।
চাহ পরিচয় তার? এসো—
মন্ত্রপূত করিয়া তোমারে
অভিশপ্ত দেহে ব্রহ্মবল জাগাইয়া দিব
সমকক্ষ হ'য়ে ব্রাহ্মণের গৌরব দলিতে।

সৌদাস। মন্ত্রে দিবে ব্রহ্মবল?
সেই মন্ত্রবলে দলিব ব্রাহ্মণে?

তপোনিধি! তাই কর;
মন্ত্রে দেহ ব্রহ্মশক্তি,
গ'ড়ে নাও মনোমত তব।
শিক্ষা দাও—দীক্ষা দাও,
অভিশপ্ত এ দেহের
আজি হ'তে তুমিই চালক।

বিশ্বামিত্র। রাক্ষস-আচারে বশিষ্ঠের বংশনাশ
শত পুত্রনাশ মূল মন্ত্র কর তব!
ব্রহ্মশাপে নরমাংস আহার্য্য তোমার,
ব্রহ্মহত্যা করি আন সেই মাংস খাদ্য;
আগে শক্ত্রি—

সৌদাস। হ্যাঁ—হ্যাঁ, অভিশাপদাতা
বশিষ্ঠের পুত্র শক্ত্রি, তার রক্ত-মাংস—
আমি ক্ষুধার্ত্ত রাক্ষস—আমারই প্রাপ্য।
মুনি! মুনি! ব্রাহ্মণ যদি হে তুমি,
তুমিও সরোষে দাও গুরু অভিশাপ,
রাক্ষসের ক্ষুধা-তৃষ্ণা জ্বলুক্ অন্তরে মোর,—
শুধু তৃপ্তি—তৃপ্তি দাও মুনি!

বিশ্বামিত্র। সম্পূর্ণ রাক্ষস হও! মম মন্ত্রবলে
অভিশাপ নিয়ে দিতে শেখ অভিশাপ!
এসো সখা! দেখাইয়া দিব
রাক্ষসের তৃপ্তির শোণিত।

[সৌদাসকে লইয়া প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

তপোবনের এক প্রান্ত।

অদৃশ্যন্তী।

অদৃশ্যন্তী। নীলাম্বর! নীলাম্বর! কত দূরে—
কোন্ বৈরীকরে নির্য্যাতিত তুই?
ব'লে দাও তাপহারী ভগবান!
সংসারের এই বাড়বাগ্নিমাঝে
তাপদগ্ধ হ'য়ে ক্ষুদ্র এ জীবন বর্ত্তি
কতকাল সহন-সলিল দিয়ে
নীরবে পড়িয়া রবো?
ব্রহ্মতেজে জনম বলিয়া
শুধু বিলাইতে হবে দয়া ধর্ম্ম ক্ষমা গুণ?
ব্রহ্মদ্রোহী ক্ষত্রিয়ে নাশিতে
সাজিব না উন্মত্তা ভৈরবী?
মাতৃকোল হ'তে শিশুহরণের
প্রতিশোধ নিতে দেখাবো না রক্ত-আঁখি?
শিশুহন্তারকে জ্বালাইয়া দিতে
নিষ্ঠুর সে মহাব্রতে হবো না দীক্ষিত?
কাল বিষধরী শুধু
নির্ব্বিষ ভুজঙ্গী সম রহিবে পড়িয়া?

যোগিনীর প্রবেশ।

যোগিনী। ছেলেকে খুঁজে বেড়াচ্ছিস্? দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধ'রে বুকের রক্ত দিয়ে প্রতিপালন করা ছেলে! কি ছেলেই জন্মেছিল মা!—উঠ্‌লো আর অস্ত গেল! অম্‌নি নিত্য কত যায়, আবার আসে আবার যায়।

অদৃশ্যন্তী। তুমি জান? আমার ছেলেকে দেখেছ?

যোগিনী। শুধু আমি কেন? তুই তো দেখ্‌ছিস তোর অন্তরে! তোর অন্তর কথা কইছে—ডাক্‌তে ব'লে দিচ্ছে. তবু আমাকে বল্‌তে হবে?

অদৃশ্যন্তী। না গো না, অন্তর আমার কিছুই বলে না; বৈধম্যের তাড়নায় সে পাথর—পাথর!

যোগিনী। তোরা রাক্ষসমেধ-যজ্ঞ করতে পারিস্ মা? তাকে পুড়িয়ে ফেল্‌লে তার রাক্ষসবৃত্তির কলুষ-কালিমা দূর হবে। যেমন সোনাকে পুড়িয়ে নিলে সোনা খাঁটি হয়, ঠিক্ তেম্‌নি হবে। কলুষ-কালিমার নিঃশ্বাসে তোর ছেলে শুখিয়ে কুঁক্‌ড়ে মরতে বসেছে! রাক্ষসী মায়া—বুঝ্‌লি মা, রাক্ষসী মায়া! বলি দেবে—শাঁক বাজিয়ে বলি দেবে—ঢাক বাজিয়ে মাংস খাবে।

অদৃশ্যন্তী। যোগিনী! যোগিনী! কি বল্‌ছো? আমার নীলাম্বর—

যোগিনী। ভয় পাচ্ছিস্ মা? ভয় কিসের? আবার তুই মা হ'তে চলেছিস্—গর্ভে তোর মহাপুরুষের জন্ম হয়েছে, আগে ভূমিষ্ঠ হোক্—পরিচয় পাবি।

অদৃশ্যন্তী। মা! মা! কে তুমি, পরিচয় দাও?

যোগিনী। আর থাক্‌তে দিলি না তবে! পরিচয় চাইলেই আমি

চমকে উঠি। আমার কথা ভাবিস্ নি মা! যত ডাক্‌বি, ততই নীলাম্বরকে মনে পড়্‌বে; দেখ্‌তে পাবি জগৎজোড়া বিশ্বামিত্র—জগতজোড়া রাক্ষস,—খাবে—সব খাবে!

[প্রস্থান।

অদৃশ্যন্তী। কে ও? কে ও পাগলিনী বেশে
বিদ্যুৎবরণী বামা
আঁখির পলকে লুকালো অনন্তে?
কত কথা কয়—কথার ছটায়
কখনো আশ্বাস দেয়—
কখনো ত্রাসিত করে!
কাঁদে প্রাণ যোগিনী-কথায়—
সব খাবে—সব খাবে দুরন্ত রাক্ষস,
ব'সে আছে বিশ্বামিত্র জগত জুড়িয়া!
বিশ্বামিত্র? কে সে বিশ্বামিত্র?
কোন্ শক্তিবলে শত্রু হয় ব্রাহ্মণের?

যোগিনীর পুনঃ প্রবেশ।

যোগিনী। আর একটা কথা মা! পতি তোর শাপভ্রষ্ট দেবতা, স্বর্গের ঋণ পরিশোধ কর্‌তে মর্ত্ত্যে এসে জন্মগ্রহণ করেছে। সে মায়া-ত্যাগী হ'তে চলেছে, তাই তোর সিঁথির সিঁদুর মলিন হ'য়ে আস্‌ছে! তাকে উজ্জ্বল ক'রে রাখ্ মা—উজ্জ্বল ক'রে রাখ্!

[প্রস্থান।

অদৃশ্যন্তী। দূর হও—দূর হও উন্মাদিনী
ছলাময়ী পিশাচী রমণী!

না—না, প্রতারণা তোর,
সর্ব্বনাশী শত শিহরণ-বাণী
আঁখি পালটিতে পলকে দলিব।
লক্ষ রাক্ষসের করাল কবল হ'তে
ফিরায়ে আনিব নীলাম্বরে মোর,
পতির কল্যাণে সীমন্তে সিন্দূর
দিব উজ্জ্বল করিয়া।
ভগবান! ভগবান!
দূর কর প্রাণের সংশয় মম।

অরুন্ধতীর প্রবেশ।

অরুন্ধতী। আর কত কাঁদ্‌বি মা? কত ফেল্‌বি আর হতাশার দীর্ঘশ্বাস?

অদৃশ্যন্তী। মা গো! নীলাম্বর বুঝি নেই!—[অরুন্ধতীর বক্ষাশ্রয় গ্রহণ করিল।]

অরুন্ধতী। সে আমার জান্‌তে বাকী নেই মা! মনের আগুন দাউ-দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠ্‌লেও চোখের জল ফিরিয়ে দিতে হবে মা! মরুভূমির বুকে দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলে কি হবে? জ্বলন্ত অনলে সে উষ্ণ অশ্রুজল ঘৃতাহুতির কার্য্য নির্ব্বাহ কর্‌বে। আগুন নেভাবার উপায় নেই মা! অপার্থিব সহ্যগুণ নিয়ে তোমার শ্বশুর আদেশ দিয়েছেন, কান্না তপোবনবাসীর তৃপ্তির উপাদান নয়, শত্রুকে ক্ষমা কর্‌তে হবে পরম সহিষ্ণুতা আশ্রয় ক'রে।

অদৃশ্যন্তী। কোন উপায় নেই? ব্রহ্মতেজে যাঁরা ভগবানকেও আকর্ষণ ক'রে নিয়ে আস্‌তে পারেন, তাঁরা বিশ্বামিত্রকে পুড়িয়ে মার্‌তে

পারেন না? আমার মুখের দিকে চাও মা! নীলাম্বরের মুখখানি স্মরণ কর; তবু যদি প্রতিহিংসা ভুলে আমায় চোখের জল ফেল্‌তে নিষেধ কর, আমি কাঁদ্‌বো না। শিখিয়ে দাও আমায় দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণায় নিষ্কৃতি লাভ করতে।

অরুন্ধতী। মা গো! কর্ণে জাগে মহামন্ত্র,
চক্ষে ভাসে মহানাশী মহাকাল,
কর্ম্মে দেখি প্রলয়-পয়োধি জলে
ভেসে আছে শুধু শতদল;
পদ্মাসনে দেখি বেদ-গীতি অপূর্ব্ব গায়ক
কমণ্ডলুধারী রক্তবর্ণ বিধি চতুর্ম্মুখ,
ভিন্ন পদে গরুড়বাহন
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী
চতুর্ভুজ নীলবর্ণ শ্যাম;
যোগ-পদ্মাসনে বৃষভবাহন
হেরি ভুজঙ্গভূষণ ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধান
তুষারমণ্ডিত শ্বেতবর্ণ
ত্রিলোচন যোগীশ্বর ত্রিশূল-ডমরুকরে
যোগমগ্ন দেবতামণ্ডলে;
মধ্যে তার ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ
আহুতির অগ্নি জ্বালি
"স্বাহা" "স্বাহা" উচ্চারণে
মায়া-যজ্ঞে ধরিয়াছে আহুতি-অঞ্জলি;
বিনা প্রতিবাদে
যোগাইতে হবে তার হবি-আহরণ।

কাঁদিলে হবে না মাতা,
অকপটে আত্মাহুতি দিতে হবে
ব্রাহ্মণের স্বধর্ম্মরক্ষণে।

সুমন্তের প্রবেশ।

সুমন্ত। আর কত দিন ব্রাহ্মণ এম্‌নি ক'রে স্বধর্ম্ম রাখ্‌বে মা?

অরুন্ধতী। কে, সুমন্ত? দেখ্‌ছো ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম? ব্রাহ্মণ এম্‌নি ক'রেই তার ধর্ম্ম রক্ষা করে। ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্ম রাখে সকল ধর্ম্মের ধর্ম্মরক্ষায়।

সুমন্ত। ব্রাহ্মণের উদার শান্তমূর্ত্তি—ক্রিয়াচারে স্থির প্রকৃতিস্থ প্রশান্ত মহানদ; কিন্তু তার ক্রুদ্ধ আঁখি প্রত্যক্ষ ভুজঙ্গের বিষ। প্রয়োজনে সে বিষও উদ্গীরণ করতে হয় মা! কে না জানে, শান্ত প্রকৃতিস্থ মহানদ হাঙ্গর কুম্ভীরের আশ্রয়-আবাস, অসাবধানতার ফলে সেই জলচর কাউকে অব্যাহতি দেয় না।

অরুন্ধতী। যাও—যাও ক্ষত্রিয়! নগরের শিক্ষায় শিক্ষিত বিলাস-বাসনার অন্তরে সে মহাধর্ম্মের মহাপদ্ম প্রস্ফুটিত হয় না।

সুমন্ত। কিন্তু আমি যে ব্রাহ্মণ-আশ্রিত তপোবনচারিণী মায়ের সন্তান! এই বুক চিরে দেখ মা! এখানে ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে মহামূল্য জ্ঞান-পদ্ম বিকসিত। আমি ব্রাহ্মণের দাস; চৈতন্যের ইঙ্গিতে ব্রাহ্মণ-রক্ষা আমার ধর্ম্ম। অন্তরে মহাপদ্মের সৃষ্টি করেছ মা, কিন্তু ভুলে গিয়েছ তাতে কীট সৃষ্টি কর্‌তে, যে কীট রক্ষা কর্‌বে সেই মহাপদ্মকে। চারিদিকে শত্রু মা, চারিদিকে শত্রু! কীট সৃষ্টি কর্‌তে হবে মহাপদ্ম-বিচ্ছিন্নকারীর বক্ষ বিদীর্ণ কর্‌তে।

অরুন্ধতী। কে সে? কে সে পুত্র, মহাপদ্ম বিদীর্ণ কর্‌তে চায়?

সুমন্ত। মা! মা! মহাপদ্ম অপহৃত—পদদলিত—সংসারবক্ষ হ'তে

নিশ্চিহ্ন ! তাতে কীট ছিল না, তাই দংশন করতে পারে নি সেই অপহরণকারীকে। মা গো ! স্বর্গের মন্দাকিনীবিধৌত নয়নের নীলপদ্ম তোমাদের নীলাম্বর নাই !

অদৃশ্যন্তী। নীলাম্বর নাই ? মা গো—

অরুন্ধতী। শোনাও—শোনাও সুমন্ত, নীলাম্বর নাই—নীলাম্বর নাই, আর সে তোমার পিতারই চক্রান্তে !

সুমন্ত। মিথ্যা নয় মা ! অযোধ্যারাজ সৌদাস অনুষ্ঠাতা যাজ্ঞিক, আর আমার পিতা মহর্ষি বশিষ্ঠের মারণ-যজ্ঞের হোতা।

অরুন্ধতী। তবু মহর্ষি তাঁর সহিষ্ণুতার সম্মানরক্ষায় এখনও বিশ্বামিত্রের মারণ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন নি।

সুমন্ত। বিশ্বামিত্রের পরিবর্ত্তে তার সন্তানকে বলি দিলে সে মারণ-যজ্ঞ কি সম্পূর্ণ হবে না ? তাই কর মা ! পিতাকে স্নান করিয়ে দাও তার পুত্রের রক্তে ! তুমি শান্ত হও—তৃপ্ত হও, সমগ্র ক্ষত্রিয়সমাজ পাপমুক্ত হোক্ আমার এই আত্মনিবেদনে।

অরুন্ধতী। মা-বলা সন্তানকে মা কবে বলি দিয়েছে পুত্র ? শুধু প্রায়শ্চিত্ত কর ; যদি কোন পাপ থাকে, সেই পাপ ধৌত ক'রে নাও মায়ের অবিরাম নয়নাশ্রুর প্লাবনে। নীলাম্বর নাই, এ সংবাদ যে বহন ক'রে এনেছে, সেও আমার পুত্র। তুমি তার সন্ধানে গিয়েছ—তাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেছ, পার নি ব'লে তোমায় পুত্রত্বের আসন থেকে নামিয়ে দিয়ে প্রতিহিংসায় বলি দেবো ? ওরে পুত্র ! এ কি তোর তেম্‌নি মা ? এ যে সারা বিশ্বখানাকে বুক দিয়ে আদর ক'রে কোলে তুলে নেয়। বল পুত্র, নীলাম্বরকে কি ভাবে ধ্বংস করেছে ?

সুমন্ত। শুনতে পারবে মা ?

অরুন্ধতী। পারবো না ? প্রতিপালন করেছি যাকে, তার ধ্বংস-

কাহিনী না শুনলে যে জগতে একটা মহৎ কার্য্য অপূর্ণ থেকে যাবে বাবা !

সুমন্ত। তোমার পুত্র রাজা সৌদাসকে অভিশাপ দিয়ে রাক্ষস করেছিলেন, সেই সৌদাস তার রাক্ষসবৃত্তি চরিতার্থ করতে নীলাম্বরকে অপহরণ ক'রে অস্ত্রাঘাতে হত্যা ক'রে তার রক্ত-মাংসে ব্যঞ্জন রচনা করেছে। আমি পারতুম মা সেই রাক্ষসকে হত্যা ক'রে তার প্রতিশোধ নিতে; অস্ত্র উন্মুক্ত করেছি, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে বাধা পেয়েছি আমার পিতার। উদ্যত অস্ত্র নেমে এলো মা, বাধ্য হ'লুম তাঁর একটি ইঙ্গিতে প্রতিহিংসা গোপন ক'রে নতমস্তকে ফিরে আসতে।

মদনিকার প্রবেশ।

মদনিকা। তা নয় পুত্র! তোমার পিতার প্রতিহিংসার পোষকতা-কল্পে ভুলে গিয়েছ তুমি আত্মবলি দিতে। যে কার্য্যে অগ্রসর হ'লে মরণ-ব্রত নিয়ে, সে কার্য্য থেকে ফিরে এলে পিতার আদিষ্ট হ'য়ে নিরয়গামী হবার আশঙ্কায়? আর মা—তার আদেশের বুঝি কোন মূল্য নেই? তার আদেশে পিতাকে অসৎ পথ থেকে ফেরানো কি পুত্রের কর্ত্তব্য নয়? কেন রক্তপিয়াসী উদ্যত অস্ত্রকে ফিরিয়ে আনলে রাক্ষসের রক্তপানে অতৃপ্ত রেখে? কেন নিয়ে এলে না সৌদাসের ছিন্নমুণ্ড? তোমার প্রতি আমার কি আদেশ ছিল পুত্র? কেন এই ঔদাসিন্য? পিতার অভিশাপের ভয়ে? জীবনের মায়ায়? এ জীবন এম্‌নি ক'রে রক্ষা করবার সাধ হয়? কলুষিত জীবনভার বহন ক'রে অপরাধী জীবন্ত মুখখানি নিয়ে দেবতার দ্বারে এসে দাঁড়াবার সাহস হয়? তাঁদের চোখে চোখ দিয়ে চাইতে পারছো? পুত্র! পুত্র! দিন দিন কত নিম্নে ফেলে দিচ্ছ আমায়! তোমার জননীর মুখোজ্জ্বল করতে

তোমার কি এতটুকু সাধনা নেই—এতটুকু কর্ত্তব্য নেই? পিতার কাছে পুত্রত্ব রক্ষা ক'রে আশীর্ব্বাদ নিয়ে ফিরে এলেও, ওরে অবাধ্য পুত্র! তোর জননীর অভিশাপে—

অরুন্ধতী। স্থির হও—ধৈর্য্য ধর মহারাণী! তৃণাদপি তুচ্ছ তোমার পুত্র; কালচক্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে চক্রধারীর কর্ম্মের ব্যতিক্রম ঘটাতে কেউ সক্ষম নয়। যা ঘট্‌বার তাই ঘট্‌বে, তার বৈরতাসাধন তোমার আমার উভয়েরই সাধ্যাতীত।

মদনিকা। সাধ্যাতীত ব'লে চুপ ক'রে থাক্‌বো মা?

অরুন্ধতী। কি করবে? পতির বিরুদ্ধে দাঁড়াবে?

মদনিকা। এর নাম কি পতির বিরুদ্ধাচরণ?

অরুন্ধতী। হাঁ—তাই; তোমার পতি অগ্নি জ্বেলেছেন মহর্ষি বশিষ্ঠের মারণ-যজ্ঞ সম্পন্ন করতে—আহুতি দিতে চান সেই অগ্নিতে একটি একটি ক'রে আমার শত পুত্র; তুমি তাঁর সহধর্ম্মিণী, আহুতি-পাত্রের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে তুমি তাঁকে উৎসাহিত না ক'রে দাঁড়াতে চাইছো তাঁর বিরুদ্ধে? তাতে তো যজ্ঞ পূর্ণ হবে না মা! যাও—যাও, নিপুণতায় পাত্র সাজাও—আহুতির হবিঃ ঢেলে দাও—পরকালের পথ পরিষ্কার করতে স্বামীর যোগ্য সহধর্ম্মিণী হও। এখানে কোথায় প'ড়ে আছ মুখ লুকিয়ে? কি পাবে এই শূন্য তপোবনে? যা আছে, তাও থাক্‌বে না—এখানে থেকে তুমি তাও রক্ষা করতে পারবে না। নিয়ে যাও তোমার পুত্রের হাত ধ'রে, মাতা পুত্রে চেষ্টা কর তোমাদের যজ্ঞ সম্পন্ন করতে। তোমার স্বামীর কঠোর নীতিতে আমরা শুষ্ক—আমাদের কণ্ঠাগত প্রাণ—আমরা এইখানে দাঁড়িয়ে মৃত্যু আহ্বান করছি, আমাদের সঙ্গে কেন পুড়ে মরবে বাছা? যাও—যাও, এ শুষ্ক নীরস জীবনে আর করুণা নেই, এতটুকু তার প্রত্যাশা ক'রো না।

মদনিকা। তাই কি? এ তপোবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যে তুমি, গুরুদেব বশিষ্ঠ যে তার দেবতা—

অরুন্ধতী। মনে কর, সে দেবতার নিরঞ্জন হ'য়ে গেছে।

মদনিকা। তা হ'লে তাঁদের আশ্রিত জনেরও নিরঞ্জন হওয়া অসম্ভব নয়! আমি যে তোমাদেরি শরণাগত! আশ্রিতবর্জ্জন তো তোমাদের ধর্ম্ম নয় মা! আমার চোখের সম্মুখে ব্রাহ্মণ বলি হবে, আমরা ক্ষত্রিয় হ'য়ে, ব্রাহ্মণের রক্ষক হ'য়ে সেই বলি দেখে চুপ ক'রে থাক্‌বো? তাতে পতি-বিদ্রোহিনী সাজ্‌তে হয়, তাও সাজ্‌বো মা! এইখানে দাঁড়িয়ে আমার পতির নির্ম্মম যজ্ঞের বজ্রাগ্নি ফিরিয়ে দেবো সবিতৃ-মণ্ডলবর্ত্তী অগ্নিদেবকে সাক্ষ্য রেখে, এই আমার প্রতিজ্ঞা।

সুমন্ত। আমারো প্রতিজ্ঞা মাতা,
স্থির কর্ণে শোন তুমি!
সাক্ষ্য করি অমরার দেবতামণ্ডলী,
সাক্ষ্য করি অধঃ, ঊর্দ্ধ, মধ্যস্থলে
যে আছে যেখানে,
সাক্ষ্য করি গ্রহ উপগ্রহ তারকানিচয়,
পিতার আশ্রিত কাম ক্রোধ আদি
ষড় রিপুগণ করিতে দলিত,
আশ্রয়দাতার পুণ্যক্রিয়া করিতে উজ্জ্বল,
মহাযজ্ঞে আত্মবলি দিব—
তব পুণ্য পদাশ্রয় প্রাণভয়ে করিব না ত্যাগ।
ব্রহ্মবধ পিতার উদ্দেশ্য যদি,
তাঁর জ্বালা অগ্নিকুণ্ডে
আহুতি সাজিব ব্রাহ্মণের পদাশ্রয়ে থাকি।

সেই ধর্ম্ম—সেই ক্রিয়াচার,
কর্ম্মে যার পাপ অগ্নি নিভিবে ত্বরায়।

অরুন্ধতী। ওরে পুত্র! আশা দিয়ে
মায়ার সাগরে এখনো ভাসাতে চাস্?
অকূল পাথারে ডুবে গেল সোনার তরণী,
ক্ষুদ্র এক তৃণখণ্ড দিয়ে
অঙ্গুলিনির্দ্দেশে দেখাইয়া দিস্
জীবনরক্ষার শেষ উপাদান?
ওরে পুত্র! বাঁচিবে না এ জীবন
জনকের ঈর্ষার আগুনে তোর,
বিপ্রের আত্মজ সনে
তোরও জীবন দিতে হবে পূর্ণাহুতি;
তবে কেন র'বি
বিপ্রের আশ্রয়ে পিতৃশত্রু হ'য়ে?
পিতা তোর ধরেছে কুঠার
বশিষ্ঠ তরুর সহ
শত শাখা তার করিতে ছেদন;
পিতৃকার্য্য করিতে সাধন,
বাজাইয়া কালের বিষাণ
শান্ত তরু কর মূলোচ্ছেদ।
যদি পারি সহিব দাঁড়ায়ে,
নহে বিঘ্ন বিনাশনে মরণের পূর্ব্বে
শত দীপ্তি ল'য়ে জ্বলিয়া উঠিব একবার
ধরাবক্ষে সংহার-মূরতি ধরি।

অদৃশ্যন্তী। সংহারিণী—সংহারিণী সাজো মা জননী
নহে শত্রুনাশ হবে না জগতে।

সুমন্ত্র। তাই কর মাতা!
নত শির চরণে তোমার।
ধরি কালান্তক শূল সাজিয়া ভৈরবী,
মহাবিদ্যা-শক্তি ল'য়ে
নাশ ত্বরা অনাচারী ক্ষত্রিয়ের প্রাণ।

মদনিকা। সব সাধ মিটেছে জননী!
জ্বেলেছ স্বর্গীয় আলো,
ভয়াকুলে দিয়েছ আশ্রয়;
আজি শত্রুতার প্রতিশোধ নিতে,
ধরিয়া বীভৎস দৃশ্য, অরাতি দুর্জ্জনে
ফেলে দাও নরকের ঘন অন্ধকারে।

অরুন্ধতী যা রে ধরা প্রলয়-কম্পনে, ছুটে আয়
ভাঙ্গিয়া ব্রহ্মাণ্ডদ্বার গলিত পাষাণ,
শত ফণাধরা ছুটে আয় কালফণী,
সহস্রধারায় ছুটে আয় দাবানল,
ডুবাইয়া দে রে সব
জগতের স্মৃতিচিহ্ন বিলুপ্ত করিতে!

বশিষ্ঠের প্রবেশ।

বশিষ্ঠ। অসম্ভব কথা! কর্ত্তব্যের দৃষ্টি হ'তে
কে কবে দেখেছে—ঝ'রে যায়
মেদিনী প্লাবিত করা নয়নের জল?

নীলাম্বর? নীলাম্বর? তার শোকে
বিকার-অন্তরে আত্মহারা সবে?
না—না, ভাব মনে, অদম্য চঞ্চল
বারিধিবক্ষের তরঙ্গ আঘাতে
সহস্রদল স্বর্ণকমল বৃন্তচ্যুত হ'য়ে
চ'লে গেছে ভাসিতে ভাসিতে;
এইভাবে কত যায় আসে।
এই প্রকৃতির রীতি—
হেথা ঝড় ওঠে, পুনঃ থেমে যায়।
কে আনায় জান? মানবের অন্তর-সাধনা।
সে অন্তর বশিষ্ঠের অভেদ্য পাষাণ—
শোকের তাড়নে সদা নীরব নিশ্চল!
যাও—যাও সবে! কাঁদ যদি,
কাঁদ গিয়ে দৃষ্টির বাহিরে মোর,
কর্ম্মফল নিবেদন বিধাতৃ-চরণে।

[প্রস্থান।

অরুন্ধতী। কর কর্ম্ম অটল সংযমী হ'য়ে,
তুমিই রহিবে মাত্র তোমার উপমা।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

তপারণ্য।

বিশ্বামিত্র।

বিশ্বামিত্র। রাজা সৌদাস ক্ষিপ্ত; দেখিয়ে দিয়েছি কার্য্য—চিনিয়ে দিয়েছি তার কর্ম্মপথ। সে রাক্ষস হয়েছে আমারই কর্ম্মপথ পরিষ্কার করতে—আমাকেই আমার সৌভাগ্যের চরম সীমায় পৌঁছে দিতে। যাবে—বশিষ্ঠের শত পুত্র ধ্বংস হ'য়ে যাবে। এইবার বশিষ্ঠের মারণ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান; আগুন জ্বেলেছি, কৃত্যা হোমে তিনটি মাত্র আহুতি দিয়ে বশিষ্ঠের মারণ-যজ্ঞ পূর্ণ করবো। কিন্তু হবিঃ চাই; আমার হবিঃর ভাণ্ডার শূন্য। ত্রিভুবনে আর কামধেনু প্রদত্ত হবিঃ নাই, কেবল-মাত্র বশিষ্ঠের ভাণ্ডারেই তা পূর্ণ। আমি ব্রাহ্মণ হবো—বশিষ্ঠের মারণ-যজ্ঞ সম্পন্ন করবো। কিন্তু চিন্তার বিষয়! তার শত পুত্র ধ্বংসের আয়োজন করছি, এ শুনেও বশিষ্ঠ কি আমাকে হবিঃ দান করবে?

গীতকণ্ঠে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের প্রবেশ।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ।—

গীত।

হবিঃ ঢেলে দাও—হবিঃ ঢেলে দাও,
শুধু আগুনে হবে না সাধনা।
যদি ব্রাহ্মণ হবে হবিঃর প্রভাবে,
হ'তে পারে প্রিয় সকল কামনা॥
ক্ষুধিত আগুন রয়, হবিঃ না ঢালিলে নয়,
দেবলোক হবে জয়, মিছে নয়—মিছে নয়,
ভূলোকে আসিবে স্বলোক-করুণা॥

বিশ্বামিত্র। চারিদিক থেকে কর প্রসারিত ক'রে আর্ত্তনাদ করছে, হবিঃ দাও—হবিঃ দাও! প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বেও দেখেছি এই হবিঃভিক্ষা। সত্যই তো! সিন্দূররাগে রঞ্জিত ক'রে জ্বেলেছি যে দাবানল, সে প্রচণ্ড অগ্নির হবিঃ কই? ওগো ক্ষুধিত ভিক্ষার্থী! হবিঃ নাই—হবিঃ নাই! কিন্তু অতৃপ্ত রাখ্‌বো না তোমাকে; বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড অন্বেষণ ক'রে হবিঃ আহরণে অক্ষম হ'লে অবশেষে ঐ প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে আত্মদেহ আহুতি দিয়ে সিদ্ধিলাভ করবো।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

ধারায় ধারায় ঢাল হবির ধারা,
নয়নে ঝরিবে নহে সলিলধারা,
ভাঙ্গ শক্তিবলে বাধা বাঁধনঘেরা,
হবিঃ-আহুতি আন এই বাসনা।

[বিশ্বামিত্র ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বিশ্বামিত্র। এই হবিঃ আহরণে ঝঞ্ঝাজড়িত এই জীবনে আবার কি সৃষ্টি করতে হবে বিরাট দ্বন্দ্ব-ঝটিকা? কর্ম্ম-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে ক্ষত-বিক্ষত আমার দেহ; স্বর্গের দেবতার দল হ'তে মর্ত্ত্যের রাক্ষস মানব কেউ আমায় অব্যাহতি দেয় নি আমায় বিপর্য্যস্ত করতে। তবে এই শেষ চেষ্টা করতে আমার বিপদের আশঙ্কা কি? ভীষণা বারিধির শিরোভূষণ সহস্রদল স্বর্ণকমল আহরণে যদি ঝাঁপ দিতে হয় ফেনিল রাক্ষসীমুখে, তাতে দ্বিধা কেন? হত্যায় হোক্—দাসত্বে হোক্—ভিক্ষায় হোক্, হবিঃ চাই! বশিষ্ঠ কি দেবে না?

যোগিনীর প্রবেশ।

যোগিনী। কেন দেবে না? সে যে ব্রাহ্মণ! ভিক্ষার্থীকে সে প্রাণদানেও কুণ্ঠিত নয়।

বিশ্বামিত্র। আমি যে তার শত পুত্রকে ধ্বংস করতে চলেছি!

যোগিনী। সে তোমারই কল্যাণে তা আহুতি দেবে।

বিশ্বামিত্র। আমি বশিষ্ঠের মারণ-যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্রতী।

যোগিনী। যদি তার সাহায্য চাও, সে মারণ-যজ্ঞে বশিষ্ঠ নিজেই তোমার পৌরহিত্য করবে!

বিশ্বামিত্র। তার ভাণ্ডার হ'তে কামধেনু প্রদত্ত হবিঃ আমার প্রয়োজন।

যোগিনী। যজ্ঞের প্রয়োজনে সে হবিঃ বিতরণ তার ধর্ম্ম।

বিশ্বামিত্র। [সবিস্ময়ে] বশিষ্ঠ দেবে?

যোগিনী। বশিষ্ঠ দাতা।

বিশ্বামিত্র। সে শত্রুতা স্মরণ ক'রে আমায় অভিসম্পাত দেবে না?

যোগিনী। তার সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। অভিশাপ দেবার হ'লে তোমার এক একটি কীর্ত্তি তোমাকে অব্যাহতি দিত না। অভিশাপ দেয় নি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করবে ব'লে।

বিশ্বামিত্র। আশীর্ব্বাদ?

যোগিনী। হ্যাঁ; গুরুর দায়িত্ব স্মরণে আশীর্ব্বাদ করবার অধিকারটুকু সে ক্ষুণ্ণ করতে চায় না।

বিশ্বামিত্র। উত্তম! কে যাবে হবি আহরণে?

যোগিনী। তুমি লজ্জা বা ঘৃণায় না যেতে পারলে, চেষ্টা ক'রে আমিও যেতে পারি।

বিশ্বামিত্র। তবে যাও যোগিনীরূপিণী! শত্রু হও—মিত্র হও, যাও তুমি সহিষ্ণুতার আদর্শমূর্ত্তি বশিষ্ঠের কাছে—নিয়ে এসো এই প্রতিহিংসা-পরায়ণ ক্ষত্রিয়ের যজ্ঞানলের আহুতির হবিঃ। চোরের মত নয়,—বল্‌বে, তারই মারণ-যজ্ঞের হবিঃ,—বল্‌বে, তাকেই পৌরহিত্য করতে হবে এই যজ্ঞে, আমার কৃত্যাহোমের আহুতির জন্য আমার ব্রহ্মর্ষিত্বলাভে।

যোগিনী। বল্‌বো; তুমি চিত্তশুদ্ধি কর, এ যজ্ঞ তোমার পূর্ণ হবেই।

[প্রস্থান।

বিশ্বামিত্র। হবে? পূর্ণ হবে? ঈশ্বরপ্রেরিত এক অপূর্ব্ব আশার আলোক যেন অন্ধকারময় অন্তর আমার সহস্র উজ্জ্বল ধারায় আলোকিত ক'রে দিলে! বশিষ্ঠ! আমি তোমার মুখে শুনতে চাই—অগ্নিমিলে পুরোহিতম—

রাক্ষসবেশী সৌদাসের প্রবেশ।

সৌদাস। বিশ্বামিত্র! ক্ষুধা—ক্ষুধা—
ক্ষুধানলে দগ্ধ হয় প্রাণ!
বলেছিলে দেখাইয়া দিবে
রাক্ষসের ক্ষুণ্ণিবৃত্তি হেতু
বশিষ্ঠ হইতে শত পুত্র তার,
কই—কোথা আনি লুকায়ে রেখেছ
রক্তপূর্ণ অস্থি-মাংস দেহ?
আগে চাই শক্ত্রির শোণিত—

বিশ্বামিত্র। পাও নাই এখনো সন্ধান?
দেখি অত্যধিক ক্ষুধার যাতনা
দৃষ্টিহীন করেছে তোমারে।

এসো সাথে,
দূর হ'তে দেখাইয়া দিই তপোবন।

সৌদাস। না—না, তুমি মোর পার্শ্বে থাকি
অঙ্গুলিনির্দ্দেশে দেখাইয়া দিবে,
আর আমি পরাক্রমী হিংসায় মাতিয়া
একে একে করি আক্রমণ,
তীক্ষ্ণধার দন্তে কাটি
রক্ত-মাংসে ক্ষুণ্ণিবৃত্তি করিব আমার।

বিশ্বামিত্র। আমি? কিন্তু—উত্তম—উত্তম!
এসো সাথে বিদ্যুৎগতিতে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

তপোবন-সান্নিধ্য।

শক্তি।

শক্তি। পুত্রশোকে অস্থিরজীবন,
তায় জরাগ্রস্ত দেহ;
কোথা যাই? কোথা খুঁজি নীলাম্বরে?
নিবিড় আঁধার যেন চারিধারে!
এত যে হৃদয়বল,
এত যে কর্ম্মের দক্ষতা,

কে যেন হরিয়া নিল
শক্তিহীন করিয়া আমারে !
কোথা আলো ? কোথা নয়নের জ্যোতিঃ ?
অন্ধকার-আলোড়নমাঝে
কালের জাগ্রত মূর্ত্তি
ডাকে যেন মোরে বাহু প্রসারিয়া !
যাবো—যাবো ? শান্তি পাবো
তোমার ও প্রলয়-মূর্ত্তি করি আলিঙ্গন ?

[প্রস্থানোদ্যত]

অদৃশ্যন্তীর প্রবেশ ।

অদৃশ্যন্তী । কোথা যাও আর্য্যপুত্র
জরাগ্রস্ত দেহভার ল'য়ে ?
অনিয়মে কর্ম্মের দক্ষতা
কাতরতা করিবে সৃজন ;
এসো আশ্রমে ফিরিয়া,
শুশ্রূষার প্রয়োজন তব ।
যাক্ নীলাম্বর—
তুমি থাকো দেবতা আমার !

শক্তি । অদৃশ্যন্তী ! সতী ! সাধ মনে—
এখনো খুঁজিয়া দেখি নীলাম্বরে মোর
ভাঙ্গিয়া ব্রহ্মাণ্ডদ্বার প্রচণ্ড নিঃশ্বাসে ।

অদৃশ্যন্তী । না—না, নাহি যাও অখণ্ডপ্রতাপ
সংহারমূরতি দাবানলমাঝে ।

দগ্ধকরী শক্তি নিয়ে,
পরাক্রমী দুর্জ্জয় রাক্ষস যেন
জীবনসংহারে ফেরে তপোবনমাঝে !
এসো প্রিয়তম ! এখনো সময় আছে
সাধনায় ব্রহ্মশক্তি জাগায়ে তুলিতে।

শক্তি । স্তম্ভিত ব্রহ্মণ্য ধর্ম্ম, নিপীড়িত অত্যাচারে ;
ডুবে গেছে ক্রিয়া তার,
মন্ত্র তার হয়েছি বিস্মৃত।
জ্ঞানশূন্য আমি ; মন্ত্র নাই—ক্রিয়া নাই,
বেঁচে আছি যেন নিয়তির যন্ত্র-পুত্তলিকা !
বিস্মৃতি—বিস্মৃতি—[অৰ্দ্ধ অচৈতন্য অবস্থায় পতন ।]

অদৃশ্যন্তী । আর্য্যপুত্র !—স্বামী ! [শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন ।]

বিশ্বামিত্র ও রাক্ষসবেশী সৌদাসের প্রবেশ ।

বিশ্বামিত্র । ওই দেখ শিকার তোমার।
আশ্চর্য্য মনের গতি !
কোন্ প্রাণে ভুলিলে তাহারে,
অভিশাপ শিরে ধরি যার
রাক্ষস-আচারী হ'য়ে ধরেছ রাক্ষস-মূর্ত্তি ?
নাও—কর আক্রমণ,
চলি আমি স্বকার্য্যসাধনে ।

[প্রস্থান ।

সৌদাস । ওই শক্তি ? বশিষ্ঠের জ্যেষ্ঠ পুত্র—আমার অভিশাপদাতা ? [অদৃশ্যন্তীর প্রতি] তুমি কে ? শক্তির পত্নী ? স'রে যাও—স'রে যাও !

তোমার স্বামীর রক্তমাংস খেয়ে রসনার তৃপ্তির পর তোমাকেও গ্রাস করবো।

অদৃশ্যন্তী। না—না, স্বামী আমার অসুস্থ, তার উপর অত্যাচার ক'রো না; বরং তুমি আমায় গ্রাস কর।

সৌদাস। যে আমায় অভিশাপে রাক্ষস তৈরী করেছে, তার রক্ত-মাংসে আগে ক্ষুন্নিবৃত্তি করবো না? না—না, বিশ্বামিত্র দেখিয়ে দিয়েছে—বিশ্বামিত্র বলেছে, আগে তোমার স্বামীই আমার লক্ষ্য! রক্ত চাই—মাংস চাই—[শক্ত্রিকে আক্রমণোদ্যোগ।].

অদৃশ্যন্তী। কে আছ, রক্ষা কর! সর্ব্বনাশ হয়—প্রাণ রক্ষা কর!

সৌদাস। ভোজনের তৃপ্তিকর মাংস সরিয়ে নেবে আমার চক্ষুর সম্মুখ থেকে, আমার ক্ষুধার্ত্ত রসনাকে বঞ্চিত ক'রে?

অদৃশ্যন্তী। ওগো স্বামী! জাগো—জাগো—মন্ত্র উচ্চারণ কর—আত্মরক্ষা কর!

সৌদাস। কে আত্মরক্ষা করবে? ক্ষুধার্ত্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ রাক্ষস-শক্তিকে কে প্রতিহত করবে?

অদৃশ্যন্তী। আমি—আমি; জান আমি কে—কি শক্তি আমার?

সৌদাস। পার, রক্ষা কর তোমার স্বামীকে,—আমি আমার রসনা চরিতার্থ করি! [শক্ত্রিকে আক্রমণ] রাক্ষসসৃষ্টিকারী আজ রাক্ষসের কবলে!

অদৃশ্যন্তী। ভগবান! রক্ষা কর; তপোবনবাসী! জাগো—জাগো! রাক্ষস—রাক্ষস!

শক্ত্রি। [মূর্চ্ছাভঙ্গে] এঁ্যা—সে কি? অদৃশ্যন্তী! পত্নী! আমার কমণ্ডলু—মন্ত্র জাগাবো আত্মরক্ষায়—

সৌদাস। আঃ—ক্ষুধাতুরের শিকারলব্ধ মাংস—[শক্ত্রিকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল।]

অদৃশ্যন্তী। পিতা!—পিতা! মা—মা! ছুটে এসো—পুত্রকে রক্ষা কর! কমণ্ডলু—কমণ্ডলু— [দ্রুত প্রস্থান।

সৌদাস। রে ব্রাহ্মণ! দেখ, তব অভিশাপ
তব শিরে বজ্রসম পড়িল গর্জ্জিয়া।

শক্তি। অদৃশ্যন্তী! প্রাণ যায়—
রক্ষা কর প্রাণ রাক্ষসকবল হ'তে!

সৌদাস। কে বাঁচাবে? শমন ধরেছে তোরে,
রক্ত দে রে ক্ষুধার্ত্ত রাক্ষসে!

শক্তি। ওঃ—ভীষণ পরাক্রম! অদৃশ্যন্তী—

[শক্তিকে লইয়া সৌদাসের প্রস্থান।

বশিষ্ঠ ও অদৃশ্যন্তীর প্রবেশ।

বশিষ্ঠ। কই—কোথা শক্তি?

অদৃশ্যন্তী। এইখানে—এইখানে ছিল,
ধরেছিল তাঁরে দুরন্ত রাক্ষসে;
স্বচক্ষে দেখেছি প্রভু!

বশিষ্ঠ। ওই যায়—ওই যায়!
ওই সেই দুরন্ত রাক্ষস
শক্তি-শক্তি করি হতবল পাড়িল ভূতলে।
ওরে—ওরে দুর্জ্জয় রাক্ষস! দেখ্ তবে,
এই মন্ত্রপূত বারির প্রভাবে—

সহসা যোগিনীর প্রবেশ।

যোগিনী। কি কর মহর্ষি? কারে দিবে অভিশাপ?

বশিষ্ঠ।   পুত্র মম রাক্ষসকবলে;
বাঁচাতে চলেছি তারে
মন্ত্রপূত বারি দিয়ে রাক্ষসে নাশিয়া।

যোগিনী।   বাঁচাইতে পার, বাঁচাও পশ্চাতে;
কিন্তু আছে কার্য্য গুরুতর।
বিশ্বামিত্র ঋষি ব'সে আছে
অগ্নি জ্বালি অগ্নিকুণ্ডপাশে
তোমারই করুণাভিখারী হ'য়ে।
হবিঃ নাই, হবিঃর অভাবে
নিভে বুঝি যায় আহূত অনল!
দেহ কামধেনু-হবিঃ,
রক্ষা কর ধর্ম্মকার্য্য তার।

বশিষ্ঠ।   স'রে যাও—স'রে যাও,
আগে বাঁচাইতে দাও পুত্রের জীবন!

যোগিনী।   বিলম্ব করিলে অগ্নি নিভে যাবে,—
যজ্ঞানল রক্ষা, সে কি ধর্ম্ম নয়?
যজ্ঞরক্ষা নহে শ্রেষ্ঠ পুত্ররক্ষা হ'তে?
এত স্বার্থ-আচরণ?
ধর্ম্মরক্ষা হেতু আগে দেহ হবিঃ,
নহে বুঝিব নিশ্চয়,
বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ঘোর স্বার্থপর,
কার্য্য তার আত্মরক্ষা হেতু—
পরহিতে নয়।

বশিষ্ঠ।   উত্তম! এসো ত্বরা, নিয়ে যাও হবিঃ—

অদৃশ্যন্তী । পিতা—পিতা !
লক্ষ্য কর তব পুত্রের দুর্দ্দশা !

বশিষ্ঠ । দেখিতে পারি না মাতা !
ক্রমে ক্রমে অন্ধ হয় দৃষ্টিশক্তি মোর ;
অন্তরের আলো শুধু জানায় ইঙ্গিতে,
আত্মকার্য্য হ'তে
শ্রেষ্ঠ হয় পরহিত-ব্রত ।

যোগিনী । আরো আছে কথা ! বিশ্বামিত্র
ব্রত নিল বশিষ্ঠের মারণ-যজ্ঞের,
তুমি লবে পৌরহিত্য তার—
সাদরে তোমায় দেছে নিমন্ত্রণ ।

বশিষ্ঠ । অতীব সুন্দর কথা শোনালে যোগিনী !
আপনার মারণ-যজ্ঞের
আপনি হইব হোতা !
এই ব্রত বিশ্বামিত্র নিল ?
চল গো যোগিনী !
মায়ারত্ন পুত্রধনে দিয়ে বিসর্জ্জন,
বিশ্বামিত্র গড়া যজ্ঞীয় অনলে
অকপটে এ জীবন আহুতি ধরিব ।
বুঝিয়াছি, নিয়তি এসেছ তুমি
সর্ব্বস্ব গ্রাসিতে মোর,
বিশ্বামিত্র উপলক্ষ শুধু ।
এসো—নিয়ে যাও হবিঃ—[প্রস্থানোদ্যত]

অদৃশ্যন্তী । পিতা ! পিতা !

পুত্রে তব রাক্ষসে বধিল,
নীরব রহিবে তুমি?
করিবে না কোন প্রতিকার?

বশিষ্ঠ। প্রতিকার? প্রতিকার দেখিবি জননী?
দেখিবি বারেক, নির্ব্বাণের আগে
কেমন উজ্জ্বল হ'য়ে জ্ব'লে ওঠে দীপ?
দেখিবি সে মহাতেজ? দেখিবি,
কেমনে পুড়িয়া যায় সারাটা জগৎ?

অরুন্ধতীর প্রবেশ।

অরুন্ধতী। কেন, কি হেতু জগত ধ্বংস হবে পুড়ে?

বশিষ্ঠ। অপরাধে।

অদৃশ্যন্তী। মা গো—[অরুন্ধতীর বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল।]

অরুন্ধতী। কেন শোকার্ত্তের মত রোদনবিহ্বলা মাতা?
কেন দুই চক্ষে বহে অশ্রুধার?

বশিষ্ঠ। পুত্রে তব রাক্ষসে গ্রাসিল,
নিয়তির ক্রীতদাস আমি,
নীরব—নিশ্চল, দেখিনু দাঁড়ায়ে শুধু!
অদৃশ্যন্তী বিধবা তোমার—
নয়নের জলে
ধুয়ে দাও উজ্জ্বল সিন্দূররেখা।

অরুন্ধতী। শক্তি নাই? শক্তি নাই?
ওগো স্বামী!
তপস্যায় তবে কি শক্তি পেয়েছ?

পেয়েছিলে যাহা,
সব কি বিলায়ে দেছ পরের কারণে ?
পত্নী পুত্র হেতু
সম্বল কি রাখ নাই এতটুকু তার ?

সগর্জ্জনে রক্তাক্তহস্তে রাক্ষসবেশী সৌদাসের প্রবেশ।

অরুন্ধতী। ও কে ? ওই কি রাক্ষস ?

সৌদাস। হ্যাঁ—রাক্ষস, এই রক্ত পুত্রের তোমার।
তবু তৃপ্তি হয় নি এখনো,
প্রতিহিংসা হয় নি নির্ব্বাণ !
আরো রক্ত চাই—আরো রক্ত চাই !

অদৃশ্যন্তী। মা !—মা ! [পড়িয়া যাইতেছিলেন।]

অরুন্ধতী। [অদৃশ্যন্তীকে ধরিয়া ফেলিলেন।]
হোস্ নি দুর্ব্বল মা গো,
সোজা হ'য়ে দাঁড়া
বুক বেঁধে কঠিন মাটির বুকে।
বড় ভয়ঙ্কর—বড় ভয়ঙ্কর !
আয় মা গো, পলায়ে লুকাবি আয়,
নহে তোরও ব্যথার ভারে
লুটায়ে পড়িব আমি ধরণী-ধূলায়।
[অদৃশ্যন্তীকে লইয়া প্রস্থান।

সৌদাস। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ !

বশিষ্ঠ। মিটিল না ক্ষুধা-তৃষ্ণা ?
খাবে—খাবে ? আরো রক্ত চাও ?

ব্রহ্মরক্ত? শাখা যার
একটি একটি করি ফেলেছ কাটিয়া,
সেই মুল কাণ্ড সম্মুখে তোমার!
যদি তৃপ্তি চাও, বুক চিরে তার
আশ মিটাইয়া রক্ত কর পান।

সৌদাস। তোমার রক্ত খাবে বিশ্বামিত্র—আমি নই।

সুমন্তের প্রবেশ।

সুমন্ত। আর তোমার রক্ত খাবে বিশ্বামিত্রের পুত্র সুমন্ত।

মদনিকার প্রবেশ।

মদনিকা। কোন কথা নয় পুত্র! ভূলুণ্ঠিত কর ঐ রাক্ষসের ছিন্ন মুণ্ড!

সৌদাস। সব খাবো—সব খাবো, প্রয়োজন হ'লে বিশ্বামিত্রের বংশধরকেও রাখ্‌বো না। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ! কই, কে নিবি আমার ছিন্ন মুণ্ড? [সৌদাস ও সুমন্তে যুদ্ধ বাধিল, সৌদাস পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল।]

মদনিকা। ছিন্ন মুণ্ড নিয়ে এসো পুত্র! নইলে মুখ দেখিও না আর মায়ের কাছে সন্তান ব'লে পরিচয় দিয়ে।

[সুমন্তের প্রস্থান।

যোগিনী। তা হ'লে আগুন কি নিভে যাবে? যজ্ঞাগ্নির হবিঃ কি দেবে না মহর্ষি? বিশ্বামিত্র যে অপেক্ষা কর্‌ছে!

বশিষ্ঠ। হ্যাঁ—আমি ভুলে গিয়েছিলুম যোগিনী! বিশ্বামিত্র অপেক্ষা কর্‌ছে? এই ইনি তাঁর পত্নী; যজ্ঞীয় হবিঃ আমি তাঁর পত্নীর হাতেই তুলে দিচ্ছি, তুমি শুধু তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও।

মদনিকা। কি বাবা?

বশিষ্ঠ। তোমার স্বামী বশিষ্ঠের মারণ-যজ্ঞের হবিঃ চেয়ে পাঠিয়েছেন—

মদনিকা। আপনি দেবেন?

বশিষ্ঠ। আমাকেই সে মারণ-যজ্ঞে পৌরহিত্য করতে হবে।

মদনিকা। আপনি যাবেন?

বশিষ্ঠ। গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ; শিষ্যের কল্যাণে আহুতি দেবো সর্ব্বস্ব।

মদনিকা। বাবা! কি করছেন?

বশিষ্ঠ। নিরস্ত হও, আমাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করবার চেষ্টা ক'রো না। দ্বিধাপরিশূন্য হ'য়ে আমার আদিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন কর, নইলে আমার সকল অধর্ম্মাচারের তুমিই হবে মূল কারণ। এসো—হবিঃ নিয়ে যাও। যোগিনী! সঙ্গে এসো।

[সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

পার্ব্বত্য পথ।

লম্বোদর।

লম্বোদর। দিয়েছে এইবার কুকুরতাড়া ক'রে তাড়িয়ে। রক্ত-মাংসের শরীর আর কত সইতে পারে? বশিষ্ঠমুনির তো আমি অপরাধ খুঁজে পাই নি। ওঃ, সহ্যগুণ বটে! সন্দেশ রসগোল্লার মত টপাটপ্ ছেলেগুলোকে রাক্ষসে গিল্ছে, আর অম্লানবদনে তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্ছে! ওঃ, বশিষ্ঠমুনি মানুষ নয়—মানুষ নয়, দেবতা! একটা ছোক্রা

বন্ধু ছিল, সেও রাক্ষসের ভয়ে যে কোথায় উধাও হ'লো, তার টিকিটী পর্য্যন্ত দেখ্‌বার উপায় নেই। যাই—প্রাণটী হাতে ক'রে বিশ্বামিত্রের বে-আক্কেলে যজ্ঞটা একবার দেখে আসি; বাঁচ্‌বার হয় বাঁচ্‌বো, মর্‌বার হয় রাক্ষসের পেটেই যাবো।

যোগিনীসহ হবিঃপাত্রহস্তে মদনিকার প্রবেশ।

যোগিনী। এই পথে; চল্‌তে পার্‌ছো না? আমরা খুব নিকটে এসেছি।

মদনিকা। নিকটে এসেছি ব'লেই আর পা চল্‌ছে না যোগিনী! যেন লজ্জা, দুঃখ, অভিমান আমার অন্তর্দ্দাহ সৃষ্টি কর্‌ছে! তবু যেতে হবে যোগিনী, মহর্ষির আদেশ। আমার স্বামীর যজ্ঞক্রিয়ার হবিঃ আমার হাতে—অগ্নি জাগ্রত, আমাকে যেতেই হবে সেখানে আমার ক্ষত-বিক্ষত দেহ অনলে আহুতি দিতে। [লম্বোদরকে দেখিয়া] কে? ও—তুমি এখানে ব্রাহ্মণ?

লম্বোদর। আমিও চলেছি।

মদনিকা। কোথায়?

লম্বোদর। ঋষি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ দেখ্‌তে।

মদনিকা। সে কি যজ্ঞ, জান?

লম্বোদর। জানি, ব্রহ্মমেধ।

মদনিকা। আমার হাতে সেই যজ্ঞের হবিঃ—

বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।

বিশ্বামিত্র। হবিঃ এনেছ? যোগিনী—যোগিনী! এ কি, মদনিকা? তোমার হাতে হবিঃ?

মদনিকা। হ্যাঁ স্বামী! প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর মত স্বামীর যজ্ঞকার্য্যে সহায়তা করতে কামধেনু প্রদত্ত হবিঃ সংগ্রহ ক'রে এনেছি।

বিশ্বামিত্র। কোথায় পেলে?

মদনিকা। মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে; মহর্ষি নিজে তুলে দিয়েছেন আমার হাতে অভুক্ত অনলে আহুতি দিতে।

বিশ্বামিত্র। বশিষ্ঠ নিজে দিয়েছে?

মদনিকা। হ্যাঁ—তিনিও আস্‌ছেন তোমার কৃত্যা হোমে আহুতি দিতে—তার নিজের মারণ-যজ্ঞ সম্পন্ন করতে।

লম্বোদর। যজ্ঞটা কিন্তু দেখ্‌বার মহারাজ! একটা নূতন আবিষ্কার বটে! আমার এত আগ্রহ হ'লো দেখ্‌বার যে, না এসে থাক্‌তে পার্‌লুম না। অপরের মুণ্ড নিতে, অপরের রাজ্যৈশ্বর্য্য নিতে অনেকেই আহুতি দেয়, কিন্তু নিজের মারণ-যজ্ঞে নিজেকে কি ক'রে আহুতি দেয়, তাই দেখতে প্রাণটা ছট্-ফট্ করছে। মহর্ষি বশিষ্ঠ যতক্ষণ না আস্‌ছেন, ততক্ষণ বিশ্বাস হ'চ্ছে না মহারাজ!

যোগিনী। বশিষ্ঠ মিথ্যাবাদী নয় ব্রাহ্মণ!

মদনিকা। তিনি মৃত্যু বরণ ক'রেই ভাণ্ডার হ'তে এই হবিঃ পাঠিয়েছেন।

বিশ্বামিত্র। যোগিনী! মদনিকা! এ অপূর্ব্ব কীর্ত্তি একমাত্র বশিষ্ঠেই সম্ভব।

মদনিকা। বশিষ্ঠ শোকার্ত্ত—তার পৌত্রকে গ্রাস করেছে সৌদাস—আজ হবিঃদানের মুহূর্ত্তে শক্তিকে বিনাশ করেছে সৌদাস, তবু এক হাতে চোখের জল মুছে অন্য হাতে হবিঃ ধ'রে দিয়েছেন তোমার পৌরহিত্য ক'রে আত্মজীবন উৎসর্গ করতে। তুমি এমন দেবতুল্য ব্রাহ্মণের পৌরহিত্যের কি দক্ষিণা রেখেছ স্বামী?

বিশ্বামিত্র। দক্ষিণা? মদনিকা! বশিষ্ঠকে আজ ব্রহ্মাণ্ড দক্ষিণা দিলেও দানের তৃপ্তি হয় না। জানি না, কোন্ স্বর্গীয় রসসিন্ধু মথিত ক'রে তাঁর জন্ম! জানি না, বিধাতার দেওয়া কতখানি সংযমধারায় তাঁর অন্তর-সাম্রাজ্য বিধৌত! জানি না, কোন্ বিধিদত্ত নিঃস্বার্থ সলিল-শিখরে তিনি স্নাত! তাই আজ এত বড় শত্রুকেও মিত্রজ্ঞানে কল্যাণ-সাধনায় দৃঢ়সঙ্কল্প। মদনিকা! রেখে দাও ওই হবিঃ; দেবার্চ্চনার গন্ধ-পুষ্পের মত ওই হবিঃ নিবেদন করবো আজ বশিষ্ঠের মহত্ত্বের চরণ-প্রান্তে—আদর্শ দেবতার পূজার সঙ্কল্পে। আজ—এখনি—এই মুহূর্ত্তে—বশিষ্ঠ উপস্থিত হবার পূর্ব্বে—তাঁর আশ্রমে। বিলম্ব নয়—সঙ্গে এসো।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

তপোবন—বশিষ্ঠ-আশ্রম।

অদৃশ্যন্তী।

অদৃশ্যন্তী। ডুবে গেল—ডুবে গেল আমার সোনার তরী অকূল সমুদ্রে! এই বিধাতার ইচ্ছা—তাই আমি বিধবা! ওগো বিধাতা! এতই নির্ম্মম তুমি যদি আমার উপর, সংহারকারী প্রলয়-মূর্ত্তি ধ'রে একটি মাত্র বজ্রাঘাত ক'রে এ দেহের অবসান কর! স্বামী-অদর্শনে আমি অতিষ্ঠ, আমায় শান্তি দাও—শান্তি দাও!

রাক্ষস সৌদাসের প্রবেশ।

সৌদাস। তা হ'লে আমাকেও শান্তি দাও—[ধরিতে অগ্রসর]

অদৃশ্যন্তী। কে—কে? রাক্ষস—রাক্ষস? কে আছ, আমায় রক্ষা কর! রাক্ষসে আমার অঙ্গস্পর্শ কর্‌লে!

সৌদাস। শুধু স্পর্শ নয় সুন্দরী, তোমাকেও গ্রাস করবো। আমার এক পেট ক্ষুধা! এ ক্ষুধার শান্তি হ'চ্ছে না। বশিষ্ঠের শত পুত্রের রক্ত পান ক'রে রক্তের তৃষ্ণায় রসনা ক্ষিপ্ত। এখনো তোমার গর্ভে শক্তির সন্তান বিদ্যমান, তোমাকে ভক্ষণ না কর্‌লে পৃথিবীতে শক্র-বংশের বীজ থেকে যাবে। আমি চাই তোমার গর্ভস্থ শিশুকে, তাই তোমাকে গ্রাস কর্‌লেই আমার শান্তি।

অদৃশ্যন্তী। না—না, আমার জীবিত অবস্থায় আমায় স্পর্শ ক'রো না—আমার সতীত্বের গৌরব ক্ষুণ্ণ ক'রো না; আমি মৃত্যু আহ্বান করি, আমার মৃতদেহ নিয়ে তুমি শান্তিলাভ কর।

সৌদাস। শবদেহের মাংসচর্ব্বণে রাক্ষসের তৃপ্তি হয় না, শিকারলব্ধ তাজা মাংস চাই! এ আমার প্রতিহিংসার ক্ষুধা—অভিসম্পাতের প্রতি-শোধ! নিজের হাতে হত্যা না কর্‌লে প্রতিহিংসা পূর্ণ হবে কিসে?

অদৃশ্যন্তী। ভগবান! তুমি কি নেই? বৈধব্য দিয়েছ, তাতে তৃপ্তি পাও নি, তাই ব্রহ্মর্ষির পুত্রবধূকে আজ রাক্ষসের কবলে তুলে দিচ্ছ তাকে কলঙ্কিত কর্‌তে? না—না, শক্তি দাও—শক্তি দাও ভগবান! রাক্ষস ধ্বংস কর! আমার গর্ভে ব্রহ্মর্ষির বংশ বিদ্যমান; আমার ধর্ম্ম রাখ—মান রাখ—জীবন রাখ!

সৌদাস। ভগবান নাই—ভগবান নাই; যদিও ছিল, সৌদাসকে রাক্ষসে পরিণত ক'রে প্রলয়-পয়োধিজলে নিমজ্জিত হয়েছে।

সুমন্তের প্রবেশ।

সুমন্ত। না রে রাক্ষস! প্রলয়-পয়োধির অনন্ত শয়ন থেকে জাগ্রত

ভগবান ছুটে এসে এই সুমন্তের বুকে অনন্ত প্রেরণা জাগ্রত করেছেন সর্ব্বগ্রাসী রাক্ষসনিধনে।

সৌদাস। আবার—আবার এসেছিস্ বিশ্বামিত্রের কুলাঙ্গার সন্তান? পার্‌বি না আমার গতিরোধ কর্‌তে; আমি চলেছি বশিষ্ঠকে নির্ব্বংশ কর্‌তে।

সুমন্ত। কোন্ অনন্ত শক্তির অধিকারী হ'য়ে ব্রহ্মর্ষির পুত্রবধূর দেহ অপবিত্র ক'রে দেবতুল্য বশিষ্ঠবংশ নির্ব্বংশ কর্‌তে উদ্যত হয়েছ? হও তুমি শক্তিশালী রাক্ষস, সতী-অঙ্গ স্পর্শ কর্‌বার শক্তি তোমার নাই।

সৌদাস। রাক্ষসযুদ্ধে নিরস্ত্র তুমি, তবু এত সাহস?

সুমন্ত। সতীর সতীত্বরক্ষায় নখাঘাতে রাক্ষসবক্ষ বিদীর্ণ কর্‌বো।

সৌদাস। তবে রে নরাধম! তোরই বক্ষ আগে বিদীর্ণ করি আয়—[সুমন্তকে আক্রমণ, যুদ্ধের পর সুমন্তকে ভূতলে ফেলিয়া দিল।] কই—রক্ষা কর সতীর সতীত্ব! প'ড়ে থাকো মাটির বুকে এইভাবে অর্দ্ধমৃত হ'য়ে।

সুমন্ত। মা গো, আত্মরক্ষা কর! ভগবান বিমুখ—আমি অশক্ত!

সৌদাস। এইবার সুন্দরী! তুমিও আমার আক্রমণে—

অদৃশ্যন্তী। না—না, প্রতিহিংসা নিবারণ কর; যদি শক্তি থাক্‌তো—যদি মন্ত্র জান্‌তুম, প্রয়োগ-শক্তিকে আমি তোমায় মানুষ ক'রে তুল্‌তুম।

সৌদাস। কই—মানুষ কর! স্বামী তোমার রাক্ষস করেছে আমায়, তুমি মানুষ কর! হাঃ-হাঃ-হাঃ! মনুষ্যত্ব কেড়ে নিয়ে এখন রাক্ষসের কাছে মনুষ্যত্ব চাইছ! রাক্ষস সৃষ্টি করেছ, তার ক্ষুন্নিবৃত্তি কর্‌তে আত্মাহুতি দাও! রক্ত দাও—রক্ত দাও—[পুনরায় ধরিতে অগ্রসর হইল।]

অদৃশ্যন্তী। ওঃ, রক্ষা কর—রক্ষা কর—

সুমন্ত। [উঠিতে উঠিতে উচ্চৈঃস্বরে] আশ্রমে রাক্ষস—রাক্ষস—

বশিষ্ঠের প্রবেশ।

বশিষ্ঠ। ভয় নাই—ভয় নাই! এ কি? রাক্ষস! স্তব্ধ হও—জড়ের মত দাঁড়িয়ে থাকো! এ স্বয়ং বশিষ্ঠ—

অরুন্ধতীর প্রবেশ।

অরুন্ধতী। আর আমি তাঁর অর্দ্ধাঙ্গিনী ধর্ম্মপত্নী--ধর্ম্মের সহায়—পাপের বাধা, আমিও এসে দাঁড়িয়েছি তোমার সম্মুখে মহাশক্তির শক্তি-সমষ্টি নিয়ে। কর দেখি, ব্রহ্মবধ—নারীবধ—ভ্রূণহত্যা! দেখি তোমার রাক্ষসী মায়ার কত শক্তি! আমি অমিততেজা ব্রহ্মর্ষির সহধর্ম্মিণী, আমি পুণ্যাত্মা স্বামীর সেবিকা, যার তেজে জগত ধ্বংস হ'তে পারে। সহিষ্ণুতায় সর্ব্বস্ব হারালেও ধ্বংসের মন্ত্র বিস্মৃত হই নি।

সৌদাস। ধ্বংসের ভয়ে রাক্ষস তার শিকার ত্যাগ করে না, রক্ত-তৃষা তার আরও উন্মাদনা আনে। রাক্ষস—আমি রাক্ষস—[আক্রমণে উদ্যত।]

বিশ্বামিত্র ও হবিঃপাত্রহস্তে মদনিকার প্রবেশ।

বিশ্বামিত্র। না—তুমি সৌদাস।

সৌদাস। না—আমি ব্রহ্মশাপে রক্তপিয়াসী রাক্ষস; বশিষ্ঠের বংশ-নাশ না ক'রে ক্ষান্ত হবো না। বশিষ্ঠের পুত্রবধূর গর্ভে এখনো তার বংশধর বিদ্যমান, আমি তাকে গ্রাস করবো—

বিশ্বামিত্র। না—না, নিরস্ত হও!

সৌদাস। তার অর্থ?

বিশ্বামিত্র। এই আমার আদেশ।

সৌদাস। তুমি আদেশ দেবার কে?

বিশ্বামিত্র। কি? রাক্ষসের রুচিকর কার্য্যে উৎসাহিত ক'রে আমি করেছিলুম তোমাকে বন্ধু; আজ বন্ধুত্ব উপেক্ষা ক'রে তুমি স'রে দাঁড়াবে তাচ্ছিল্যের কটাক্ষ দেখিয়ে? ওরে রাক্ষস—

বশিষ্ঠ। বিশ্বামিত্র! ক্ষান্ত হও। রাক্ষস অতিথি এসেছে আমার গৃহে আহার্য্যের আকাঙ্ক্ষায়, আমি তৃপ্তি দেবো তাকে। অতিথিসৎকার মানবধর্ম্ম, তবে রাক্ষস-আচারে নয়। সৌদাস! তুমি শাপমুক্ত; পূর্ব্ব স্বভাব প্রাপ্ত হও আমার এই মন্ত্রপুত বারির প্রভাবে। নিশাবসানে বিদূরিত হবে তোমার রাক্ষস-মূর্ত্তি ঐ নিকট প্রবাহিনী নদীর জলে অবগাহন ক'রে। [কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া সৌদাসের দেহে সিঞ্চন।]

সৌদাস। চমৎকার—চমৎকার তুমি তপোধন! এ কি অপূর্ব্ব জ্ঞানের আলোক! এ কি সঞ্জীবনী সুধার পবিত্র পরশ! এ কি অন্তর-সাম্রাজ্যে বেণু-বীণার সোহং সুরের মধুর ঝঙ্কার! গুরু—গুরু! মুক্তি-দাতা! পাদস্পর্শ করবো তোমার, ঐ নিকট প্রবাহিনী মুক্তি-তীর্থে অবগাহন ক'রে পবিত্র হ'য়ে। [প্রস্থান।

বশিষ্ঠ। অরুন্ধতী! মাকে আর রাজরাণীকে আশ্রমে নিয়ে যাও। আমি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে যাবো, বিশ্বামিত্র আমায় পৌরহিত্য দিয়ে নিমন্ত্রণ করতে এসেছে।

বিশ্বামিত্র। [বশিষ্ঠের চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া] হে ব্রাহ্মণ! গুরু-দ্রোহী মহাপাপী আমি; সহস্র লাঞ্ছনায় আপনাকে জর্জ্জরিত করেছি, তবু আমার কল্যাণে আমার জয় ঘোষণা করতে ভাণ্ডার হ'তে অকাতরে হবিঃ বিতরণ ক'রে আত্মজীবন উৎসর্গ করতে চলেছেন! গুরুধ্বংসের আগুন জ্বেলেছিলুম, সে আগুন অলক্ষ্যে আহুতি নিয়ে জয় দিয়েছেন আপনারই আদর্শ গুরুত্বকে। বল গুরু! আমার এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? হোমানলে আত্মাহুতিদান কিম্বা তুষানল?

বশিষ্ঠ। তুষানল নয় বিশ্বামিত্র, কল্যাণসঞ্চিত এই অন্তরের মিলন-নিদর্শন এই আলিঙ্গন। বিশ্বামিত্র! যদি গুরুত্বের আসনে এখনো আমার স্থান, অকপটে প্রকাশ কর, কি চাও তুমি?

বিশ্বামিত্র। হে গুরু! সাধনপথের পথপ্রদর্শক! সর্ব্বস্ব দিয়েও যাঁর তৃপ্তি হয় নি, নিজের দেহদানে যিনি বিশ্বের কল্যাণ সৃষ্টি করেন, তাঁর কাছে ক্ষুদ্র হ'য়ে আশীর্ব্বাদী গ্রহণেরই কামনা করি। প্রভু! আমায় ব্রহ্মর্ষিত্ব দিন; আপনার ব্রহ্মর্ষিত্বদান স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতলবাসী সকলেই সমর্থন করবেন।

বশিষ্ঠ। তাই হবে বৎস! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্রাদি সর্ব্ব দেবতাকে আহ্বান ক'রে হোমাগ্নি জ্বেলে যজ্ঞসূত্রের চিহ্নে তোমায় ব্রহ্মর্ষিত্ব দান করবো। বিশ্বামিত্র! তুমি ব্রাহ্মণ।

শঙ্খহস্তে যোগিনীর প্রবেশ।

যোগিনী। এ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের কথা দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ুক্ এই শঙ্খধ্বনিতে—[শঙ্খধ্বনি]

বিশ্বামিত্র। জয় ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের জয়!

সকলে। জয় ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের জয়!

যবনিকা



প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রার নূতন নাটক

মুক্তিশিলা — শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস প্রণীত। ক্যালকাটা অপেরার অভিনয়। ইন্দ্র কর্ত্তৃক অহল্যার সতীধর্ম্মনাশ, অহল্যার প্রতি গৌতমের অভিশাপ, শতানন্দের সাধনা, শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শে শিলারূপী অহল্যার মুক্তি। সেই আত্মত্যাগী রঘুরাম, উচ্ছৃঙ্খল প্রতাপ, মাতৃভক্ত চুণীলাল ও মণিলাল, দেশকর্ম্মী সমর প্রভৃতি সবই আছে। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

অজাদেবী — সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায়ের দলে অভিনীত, অযোধ্যার রাজপুত্র দণ্ডের ছদ্মবেশে শুক্রাচার্য্যের কন্যা অজার পাণিগ্রহণ, অজার পুত্র প্রসব, শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক অভিশাপ প্রদান, পিতাপুত্রীর দারুণ সংঘর্ষ, মন্ত্রী আশাগুপ্ত কর্ত্তৃক রাজ্য অপহরণ, দণ্ডের আত্মপ্রকাশ ও রাজ্যাধিকার, শুক্রাচার্য্যের প্ররোচনায় দানব-সৈন্যের অযোধ্যা আক্রমণ ও পরাজয় প্রভৃতি। অল্প লোকে অভিনয় হয়। [সচিত্র] মূল্য ১৷৷০ টাকা।

মাত্র — মথুরানাথ সাহার দলে অভিনীত। ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণের পুণ্যময় জীবনের ঘটনাবলী লইয়াই এই মহানাটকের সৃষ্টি। শ্রীরামচন্দ্রের বনগমনকালীন রামানুজের ভ্রাতৃ-অনুগমনই তাঁহার ভ্রাতৃ-প্রেমের প্রথম নিদর্শন। এইখানেই সেই সৌমিত্রির জীবন-নাটকের আরম্ভ এবং মহাপ্রস্থানেই তাহার পরিসমাপ্তি। সহজে অভিনয় হয়। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

ধর্ম্মের জয় — পণ্ডিত হারাধন রায় কৃত, গণেশ-অপেরা-পার্টিতে অভিনীত। সেই কুরু-পাণ্ডবের ভীষণ যুদ্ধ, ভীমসেন কর্ত্তৃক অন্যায় রণে দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ, ভীমের প্রতি বলরামের ক্রোধ, অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র নাশ, দুর্য্যোধনের শোচনীয় পরিণাম, গান্ধারী কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে অভিশাপ প্রদান, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক প্রভৃতি ঘটনা সম্বলিত। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

পঞ্চনদ — গণেশ-অপেরায় অভিনীত ঐতিহাসিক নাটক। মামুদের ভারত আক্রমণ, দুর্জ্জয়পালের ভীষণ ষড়যন্ত্র, জয়পালের পরাজয়, সোমনাথের মন্দির আক্রমণ, সোমেশ্বর সিংহের অদ্ভুত কীর্ত্তি, দস্যুসর্দ্দার দয়ালের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন, আর সেই অনঙ্গ, তরঙ্গ, রহমৎ, নেয়ামৎ, নীলিমা, কাবেরী, হিমানী, সমীর, প্রবীর, ইব্রাহিম, কামবক্স, চপলচরণ সবই আছে। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারগণের নূতন উপন্যাস

সেনাপাতর গুপ্তরহস্য	২৲
প্রেম-উন্মাদিনী	১।০
নির্ব্বাণ	১৸০
বোধন-বাড়ী	২৲
হেমচন্দ্র	১॥০
ওমারপাশা	৩৲
কেনারামের অদৃষ্ট	১৸০
দুই ভাই	১৸০
বিষদৃষ্টি	১৸০
দাদাঠাকুর	১৸০
মায়ার খেলা	১।০
কর্ম্মবিপাক	১।০
মাধুরি-মহিমা	১।০
অপরিচিতা	১।০
ভারত-রমণী	১॥০
উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা	১॥৵০
প্রেমের বাঁধন	১॥০
মেয়েদের ব্রতকথা	১।০
বিধির নির্ব্বন্ধ	২৲
কামকলা	১॥০
বেগম-মহল	২৲
নারীর প্রেম	১৲
নায়েবমশাই	১৸০
দত্তগৃহিণী	১৸০
জুঁইমহল	২॥০
তুলসীদাস	৩৲
পঞ্চরত্ন	১ ০
গুপ্তচিঠি	৸০
সতীর চিতা	১৸০
নষ্টচরিত্র	২৲
অনাথা	২৲
মিলন-কুটীর	১৸০
কামিনী-কাঞ্চন	১ ০
স্বপত্নী-সোহাগ	১ ০
প্রেমের বিকাশ	১।০
সংসার-তরু বা শান্তিকুঞ্জ	২৲
সাধক-জীবনী	২৲
অনন্তলীলা	২৲
ফরাসীরাজ্যে আঠারমাস	১৲
সপ্তকাণ্ড অভিনয়	॥০